

ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার

এটাই সমাধান!

আপনি কি উপলব্ধি করেন যে যীশু বলেছিলেন, ঈশ্বরের
রাজ্য সাক্ষ্যরূপে জগতে প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত শেষ
আসতে পারে না?



“নেকড়ে মেষশাবকের সঙ্গে বাস করবে ... তারা আমার পবিত্র
পর্বতের কোথাও আঘাত করবে না, ধ্বংসও করবে না,
কারণ সমুদ্র যেমন জলে পরিপূর্ণ, তেমনি পৃথিবী প্রভুর
জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবে।” (যিশাইয় 11:6,9)

লেখক

Bob Thiel, Ph.D.

ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার এটাই সমাধান!

লেখক Bob Thiel, Ph.D.

Copyright ©2016/2017/2018/2019/2022/2025/2026 by Nazarene Books.
Edition 3.0. Booklet produced for the Continuing Church of God and
Successors, a corporation sole. P.O. Box 109, Grover Beach, California,
93483, U.S.A. ISBN: 978-1-63660-113-7.

মানবজাতি কেন তার সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে না?

আপনি কি জানেন যে বাইবেল অনুসারে যীশু প্রথম ও শেষ যে
বিষয়ে প্রচার করেছিলেন, তা ছিল ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার
সম্পর্কিত?

আপনি কি জানেন যে ঈশ্বরের রাজ্যই ছিল প্রেরিতগণের এবং
তাঁদের অনুসরণকারী প্রথম বিশ্বাসীদের মূল বিষয়?

ঈশ্বরের রাজ্য কি যীশুর ব্যক্তিসত্তা? ঈশ্বরের রাজ্য কি এখন
আমাদের মধ্যে যীশুর জীবনযাপন করা? ঈশ্বরের রাজ্য কি
ভবিষ্যতের কোনো প্রকৃত রাজ্য? বাইবেল যা শিক্ষা দেয়, আপনি কি
তা বিশ্বাস করবেন?

রাজ্য কী? ঈশ্বরের রাজ্য ঠিক কী? বাইবেল কী শিক্ষা দেয়? আদি
খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী কী শিক্ষা দিয়েছিল?

আপনি কি উপলব্ধি করেন যে ঈশ্বরের রাজ্য সাক্ষ্যরূপে জগতে
প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত শেষ আসতে পারে না?

সামনের প্রচ্ছদের আলোকচিত্রে একটি মেমশাবককে একটি নেকড়ে সঙ্গেশু
থাকতে দেখা যাচ্ছে, যা Burdine Printing and Graphics দ্বারা সংকলিত। পিছনের
প্রচ্ছদের আলোকচিত্রটি জেরুজালেমে অবস্থিত মূল Church of God ভবনের একটি
অংশ, যা 2013 সালে Dr. Bob Thiel তুলেছিলেন।

সূচিপত্র

1. মানবজাতির কাছে কি সমাধান আছে?
p. 4
2. যীশু কোন সুসমাচার প্রচার করেছিলেন?
p. 10
3. ঈশ্বরের রাজ্য কি পুরাতন নিয়মে পরিচিত ছিল?
p. 23
4. প্রেরিতগণ কি রাজ্যের সুসমাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন?
p. 30
5. নতুন নিয়মের বাইরের উৎসগুলিও ঈশ্বরের রাজ্যের শিক্ষা দিয়েছে।
p. 41
6. গ্রিকো-রোমান মণ্ডলীগুলি শেখায় যে রাজ্য গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু...
p. 56
7. কেন ঈশ্বরের রাজ্য?
p. 63
- যোগাযোগের তথ্য*
p. 80

দ্রষ্টব্য: এই বইটি ইংরেজি সংস্করণ থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা করা একটি অনুবাদ, এই কারণে কিছু অভিব্যক্তি হয়তো মূল পাঠ্যকে পুরোপুরি প্রতিফলিত করে না, তবে আশা করা যায় সেগুলি মূলের কাছাকাছি রয়েছে। ইংরেজি সংস্করণটি অনলাইনে বিনামূল্যে www.cog.org ঠিকানায় পাওয়া যায়।

1. মানবজাতির কাছে কি সমাধান আছে?

পৃথিবী বহু সমস্যার মুখোমুখি।

বহু মানুষ ক্ষুধার্ত। বহু মানুষ নিপীড়িত। বহু মানুষ দারিদ্র্যের মুখোমুখি। বহু জাতি গুরুতর ঋণের ভারে জর্জরিত। শিশুরা, এমনকি অজাত শিশুরাও, নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ওষুধ-প্রতিরোধী রোগগুলি বহু চিকিৎসককে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। প্রধান শিল্পনগরীগুলির বাতাস এতটাই দূষিত যে তা স্বাস্থ্যকর নয়। বিভিন্ন রাজনীতিবিদ যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছেন। সন্ত্রাসী হামলা ঘটেই চলেছে।

বিশ্বনেতারা কি মানবজাতির সামনে থাকা সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবেন?

অনেকে তাই মনে করেন।

নতুন বিশ্বজনীন কর্মসূচি

2015 সালের 25 সেপ্টেম্বর, ভ্যাটিকানের পোপ ফ্রান্সিসের একটি মূল ভাষণের পর, জাতিসংঘের (UN) 193টি জাতি “17টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য” বাস্তবায়নের পক্ষে ভোট দেয়, যাকে কখনও কখনও নতুন বিশ্বজনীন কর্মসূচি বলা হয়েছে। জাতিসংঘের 17টি লক্ষ্য এখানে দেওয়া হলো:

লক্ষ্য 1. সর্বত্র সমস্ত রূপে দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো

লক্ষ্য 2. ক্ষুধার অবসান ঘটানো, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টি অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার ঘটানো

লক্ষ্য 3. সব বয়সের সকলের জন্য সুস্থ জীবন নিশ্চিত করা ও কল্যাণের প্রসার ঘটানো

লক্ষ্য 4. অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সকলের জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগের প্রসার ঘটানো

লক্ষ্য 5. লিঙ্গসমতা অর্জন করা এবং সকল নারী ও কন্যাশিশুকে ক্ষমতায়িত করা

লক্ষ্য 6. সকলের জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের প্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা

লক্ষ্য 7. সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা

লক্ষ্য 8. অব্যাহত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং সকলের জন্য শোভন কাজের প্রসার ঘটানো

লক্ষ্য 9. সহনশীল অবকাঠামো গড়ে তোলা, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রসার ঘটানো এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা

লক্ষ্য 10. দেশগুলির ভেতরে ও দেশগুলির মধ্যে বৈষম্য হ্রাস করা

লক্ষ্য 11. শহর ও মানববসতিগুলিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, সহনশীল ও টেকসই করে তোলা

লক্ষ্য 12. টেকসই ভোগ ও উৎপাদনের ধরন নিশ্চিত করা

লক্ষ্য 13. জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাব মোকাবিলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা

লক্ষ্য 14. টেকসই উন্নয়নের জন্য মহাসাগর, সমুদ্র ও সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ করা ও টেকসইভাবে ব্যবহার করা

লক্ষ্য 15. স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের টেকসই ব্যবহার রক্ষা, পুনরুদ্ধার ও প্রসার করা, বনভূমির টেকসই ব্যবস্থাপনা করা, মরুকরণ মোকাবিলা করা, ভূমির অবক্ষয় থামানো ও তা পূর্বাবস্থায় ফেরানো এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষয় রোধ করা

লক্ষ্য 16. টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের প্রসার ঘটানো, সকলের জন্য ন্যায়বিচারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং সব স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা

লক্ষ্য 17. বাস্তবায়নের উপায়গুলিকে শক্তিশালী করা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্বকে পুনরুজ্জীবিত করা

এই কর্মসূচিটি 2030 সালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হওয়ার কথা এবং একে টেকসই উন্নয়নের জন্য 2030 কর্মসূচিও বলা হয়। এটি নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা এবং আন্তর্জাতিক ও আন্তঃধর্মীয় সহযোগিতার মাধ্যমে মানবজাতির সামনে থাকা সংকটগুলির সমাধান করতে চায়। যদিও এর অনেক উদ্দেশ্য ভালো, এর কিছু পদ্ধতি ও লক্ষ্য মন্দ (তুলনা করুন আদিপুস্তক 3:5)। এই কর্মসূচিটি প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের Laudato Si বিশ্বপত্রের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। পোপ চতুর্দশ লিও-ও এই 2030 কর্মসূচির সমর্থনে বক্তব্য দিয়েছেন।

“নতুন বিশ্বজনীন কর্মসূচি”-কে “নতুন ক্যাথলিক কর্মসূচি” বলা যেতে পারে, কারণ “ক্যাথলিক” শব্দটির অর্থ “বিশ্বজনীন।” পোপ ফ্রান্সিস এই কর্মসূচি গ্রহণকে “আশার এক গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন” বলে অভিহিত করেছিলেন।

জাতিসংঘের ওই চুক্তির ধারাবাহিকতায় 2015 সালের ডিসেম্বরে প্যারিসে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় (আনুষ্ঠানিক নাম ছিল জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কাঠামো সনদের পক্ষগুলির 21তম সম্মেলন)। পোপ ফ্রান্সিস ওই আন্তর্জাতিক চুক্তিরও প্রশংসা করেন এবং জাতিগুলিকে পরামর্শ দেন যেন তারা “সামনের পথটি সতর্কতার সঙ্গে এবং ক্রমবর্ধমান সংহতিবোধ নিয়ে অনুসরণ করে।”

পৃথিবীর প্রায় সব জাতিই প্যারিস চুক্তিতে সম্মত হয়েছিল, যেখানে সুনির্দিষ্ট পরিবেশগত লক্ষ্য ও আর্থিক অঙ্গীকার ছিল। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট Barack Obama 2016 সালে যুক্তরাষ্ট্রকে এতে অঙ্গীকারবদ্ধ করতে একটি দলিলে স্বাক্ষর করেন, কিন্তু 2017 সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট Donald Trump ঘোষণা করেন যে যুক্তরাষ্ট্র সম্মত প্যারিস চুক্তি গ্রহণ করবে না এবং তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে তা থেকে প্রত্যাহার করে নেন। এতে আন্তর্জাতিক ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং তা যুক্তরাষ্ট্রকে ইউরোপ ও বিশ্বের আরও অনেক অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সাহায্য করেছে।) পোপ ফ্রান্সিস বলেছিলেন, জলবায়ু সম্পর্কিত তাঁর প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি না করলে মানবজাতি “ধ্বংস হয়ে যাবে।”

যদিও কেউই দূষিত বাতাসে শ্বাস নিতে, ক্ষুধার্ত থাকতে, দরিদ্র হতে বা বিপদের মুখে পড়তে চায় না, তবুও জাতিসংঘের 2030 কর্মসূচি এবং/অথবা প্যারিস চুক্তির লক্ষ্যগুলি অর্জনের মানবিক প্রচেষ্টা কি মানবজাতির সামনে থাকা সমস্যাগুলির সমাধান করবে?

জাতিসংঘের অতীত রেকর্ড

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরেকটি এমন সংঘাত প্রতিরোধ করতে এবং বিশ্বে শান্তির প্রসার ঘটানোর চেষ্টায় 1945 সালের 24 অক্টোবর জাতিসংঘ গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র ছিল 51টি; এখন তা 193টি।

জাতিসংঘ গঠিত হওয়ার পর থেকে বিশ্বজুড়ে শত শত, এমনকি হাজার হাজার সংঘাত ঘটেছে, তবে এখনও পর্যন্ত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বলা যায় এমন কিছু ঘটেনি।

কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে জাতিসংঘ যে ধরনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসারের দাবি করে, তার সঙ্গে পোপ চতুর্দশ লিও ও আরও অনেক ধর্মীয় নেতা যে আন্তঃধর্মীয় ও ঐক্যবাদী কর্মসূচির প্রসার ঘটাতে চাইছেন, তা মিলিতভাবে শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে।

কিন্তু এ বিষয়ে জাতিসংঘের অতীত রেকর্ড ভালো নয়। জাতিসংঘ গঠিত হওয়ার পর থেকে অসংখ্য সশস্ত্র সংঘাত তো ঘটেছেই, তার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষুধার্ত, উদ্বাস্তু এবং/অথবা চরম দরিদ্র।

কয়েক দশক আগে জাতিসংঘ তার সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছিল। তাতে আটটি “উন্নয়ন লক্ষ্য” ছিল, কিন্তু জাতিসংঘের নিজের হিসাবেও তা সফল হয়নি। তাই 2015 সালে তথাকথিত “17টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য” গৃহীত হয়। কেউ কেউ আশাবাদী। কেউ কেউ একে একটি কল্পলৌকিক স্বপ্ন বলে মনে করেন।

কল্পলোকের কথা যদি বলি, 2016 সালের 6 মে তৎকালীন পোপ ফ্রান্সিস বলেছিলেন যে তিনি এক মানবিক ইউরোপীয় কল্পলোকের স্বপ্ন দেখেন, যা অর্জনে তাঁর গির্জা ওই মহাদেশকে সাহায্য করতে পারে। তবু সেই পোপের স্বপ্ন এক দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে (তুলনা করুন প্রকাশিত বাক্য 18)।

কিছু সহযোগিতা ও সাফল্য হয়তো আসবে, কিন্তু ...

Merriam Webster's অভিধান বলছে, কল্পলোক হলো “একটি কাল্পনিক স্থান যেখানে সরকার, আইন ও সামাজিক অবস্থা নিখুঁত।” বাইবেল শিক্ষা দেয় যে মানবজাতি নিজে থেকে তার সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে না:

²³ হে প্রভু, আমি জানি, মানুষের পথ তার নিজের হাতে নয়; নিজের পদক্ষেপ নির্ধারণ করা পথিক মানুষের সাধ্যের বাইরে। (যিরমিয় 10:23, অন্যথা উল্লেখ না থাকলে সর্বত্র NKJV)

বাইবেল শিক্ষা দেয় যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ব্যর্থ হবে:

¹⁶ তাদের পথে ধ্বংস ও দুর্দশা রয়েছে; ¹⁷ আর শান্তির পথ তারা জানে না। ¹⁸ তাদের চোখের সামনে ঈশ্বরের প্রতি ভয় নেই। (রোমীয় 3:16-18)

তবুও বহু মানুষ তাদের নিজেদের ভাবনা অনুযায়ী এক কল্পলৌকিক সমাজের দিকে কাজ করে চলেছে এবং কখনও কখনও তাতে ধর্মকেও যুক্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রায় কেউই একমাত্র সত্য ঈশ্বরের পথ অনুসরণ করতে রাজি নয়। এমন নয় যে জাতিসংঘ বা ভ্যাটিকানের কোনো লক্ষ্যের দিকেই কোনো অগ্রগতি হবে না। কিছু অগ্রগতি হবে (এবং লক্ষ্যগুলির অনেকগুলিই ভালো), সেই সঙ্গে কিছু পিছুটানও থাকবে।

প্রকৃতপক্ষে, সম্ভবত এক বিশাল সংঘাতের পর, এক ধরনের আন্তর্জাতিক শান্তিচুক্তিতে সম্মতি হবে ও তা নিশ্চিত করা হবে (দানিয়েল 9:27)। যখন তা হবে, তখন অনেকেই ভুলভাবে বিশ্বাস করতে ঝুঁকবে যে মানবজাতি এক অধিকতর শান্তিপূর্ণ ও কল্পলৌকিক সমাজ নিয়ে আসছে।

অনেকেই এমন আন্তর্জাতিক ‘কল্পলৌকিক অগ্রগতি’ দেখে বিভ্রান্ত হবে (তুলনা করুন যিহিষ্কেল 13:10), তেমনি নানা চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ দেখেও (2 থিমলোনীকীয় 2:9-12)। কিন্তু বাইবেল বলে, এমন শান্তি স্থায়ী হবে না (দানিয়েল 9:27; 11:31-44), নেতারা যাই দাবি করুন না কেন (1 থিমলোনীকীয় 5:3; যিশাইয় 59:8)।

যীশুকে ছাড়া (তুলনা করুন যোহন 15:5; মথি 24:21-22) মানবজাতি এই 'বর্তমান মন্দ যুগে' কল্ললোক নিয়ে আসতে পারে—এই ধারণাটি একটি মিথ্যা সুসমাচার (গালাতীয় 1:3-10)।

মানবজাতি যদি একা সত্যিকারের কল্ললোক আনতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়, তবে কি কোনো ধরনের কল্ললোক সম্ভব?

হ্যাঁ।

ঈশ্বরের রাজ্য এই গ্রহকে এবং পরে সমস্ত অনন্তকালকে অভাবনীয়ভাবে উন্নততর করে তুলবে।

2. যীশু কোন সুসমাচার প্রচার করেছিলেন?

বাইবেল শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বরের রাজ্য নামে এক কল্পলৌকিক সমাজ মানবীয় সরকারগুলির স্থান নেবে (দানিয়েল 2:44; প্রকাশিত বাক্য 11:15; 19:1-21)।

যীশু যখন তাঁর প্রকাশ্য পরিচর্যা শুরু করেন, তখন তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচারের মধ্য দিয়েই শুরু করেছিলেন। মার্ক যা লিখেছেন তা এখানে দেওয়া হলো:

¹⁴ যোহনকে কারাগারে বন্দী করার পর যীশু গালীলে এসে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন, ¹⁵ এবং বললেন, “সময় পূর্ণ হয়েছে, ঈশ্বরের রাজ্য নিকটবর্তী। মন ফেরাও এবং সুসমাচারে বিশ্বাস করো।” (মার্ক 1:14-15)

সুসমাচার শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ থেকে, যার প্রতিবর্ণীকরণ euangelion, এবং যার অর্থ “শুভ বার্তা” বা “সুসংবাদ।” নতুন নিয়মে ঈশ্বরের রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ইংরেজি শব্দ “kingdom” NKJV-তে প্রায় 149 বার এবং Douay Rheims বাইবেলে 151 বার উল্লেখ করা হয়েছে। এটি এসেছে গ্রিক শব্দ থেকে, যার প্রতিবর্ণীকরণ basileia, যা রাজকীয় শাসন বা রাজ্যসীমাকে বোঝায়।

মানবীয় রাজ্যগুলির মতো ঈশ্বরের রাজ্যেরও একজন রাজা আছেন (প্রকাশিত বাক্য 17:14), সেগুলি একটি ভৌগোলিক অঞ্চল জুড়ে থাকে (প্রকাশিত বাক্য 11:15), সেগুলির নিয়ম থাকে (যিশাইয় 2:3-4; 30:9), এবং সেগুলির প্রজা থাকে (লূক 13:29)।

মথি যীশুর যে প্রথম প্রকাশ্য শিক্ষার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন তা এখানে দেওয়া হলো:

²³ আর যীশু সমস্ত গালীল প্রদেশে ঘুরে ঘুরে তাদের সমাজগৃহে শিক্ষা দিতেন এবং রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতেন, (মথি 4:23)

মথি আরও লিপিবদ্ধ করেছেন:

³⁵ তারপর যীশু সমস্ত নগরে ও গ্রামে ঘুরে ঘুরে তাদের সমাজগৃহে শিক্ষা দিতেন এবং রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতেন, (মথি 9:35)

নতুন নিয়ম দেখায় যে যীশু চিরকাল রাজত্ব করবেন:

³³ আর তিনি যাকোবের কুলের উপরে চিরকাল রাজত্ব করবেন, এবং তাঁর রাজ্যের কোনো শেষ হবে না। (লূক 1:33)

লূক লিপিবদ্ধ করেছেন যে যীশুকে পাঠানোর উদ্দেশ্যই ছিল ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করা। লক্ষ্য করুন যীশু কী শিক্ষা দিয়েছিলেন:

⁴³ তিনি তাদের বললেন, “আমাকে অন্য নগরগুলিতেও ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে হবে, কারণ এই উদ্দেশ্যেই আমাকে পাঠানো হয়েছে।” (লূক 4:43)

আপনি কি কখনও এমন প্রচার শুনেছেন? আপনি কি কখনও উপলব্ধি করেছেন যে যীশুকে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করা?

লূক আরও লিপিবদ্ধ করেছেন যে যীশু সত্যিই গিয়ে ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করেছিলেন:

¹⁰ প্রেরিতগণ ফিরে এসে তাঁরা যা যা করেছিলেন সবই তাঁকে জানানেন। তখন তিনি তাঁদের সঙ্গে নিয়ে বৈৎসৈদা নামক নগরের একটি নির্জন স্থানে আলাদা হয়ে গেলেন। ¹¹ কিন্তু লোকেরা তা জানতে পেরে তাঁর পিছনে পিছনে গেল; আর তিনি তাদের গ্রহণ করলেন এবং ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে তাদের সঙ্গে কথা বললেন। (লূক 9:10-11)

যীশু শিক্ষা দিয়েছিলেন যে যারা তাঁকে অনুসরণ করবে তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যই সর্বাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত:

³³ কিন্তু তোমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতার অন্বেষণ করো, (মথি 6:33)

³¹ বরং তোমরা ঈশ্বরের রাজ্যের অন্বেষণ করো, তাহলে এই সমস্ত কিছুও তোমাদের দেওয়া হবে। ³² ভয় কোরো না, ছোট্ট পাল, কারণ তোমাদের পিতা প্রসন্ন হয়ে তোমাদের সেই রাজ্য দিতে চান। (লূক 12:31-32)

খ্রীষ্টানদের প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের অন্বেষণ করতে হবে। খ্রীষ্ট যেভাবে চান সেভাবে জীবনযাপন করে এবং তাঁর প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যের প্রতিক্ষায় থেকে এটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েই তারা তা করে। তবুও যারা খ্রীষ্টকে স্বীকার করে বলে দাবি করে, তাদের অধিকাংশ কেবল প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের অন্বেষণই করে না, তারা এমনকি জানেও না সেটি কী। অনেকে ভুলভাবে বিশ্বাসও করে যে জাগতিক রাজনীতিতে জড়িত থাকাই ঈশ্বর খ্রীষ্টানদের কাছে থেকে আশা করেন। ঈশ্বরের রাজ্য না বোঝার কারণে তারা

এখন যেভাবে জীবনযাপন করা উচিত সেভাবে করে না, কিংবা মানবজাতি কেন এত ক্রটিপূর্ণ তা-ও বোঝে না।

আরও লক্ষ্য করুন যে রাজ্যটি এক ছোট্ট পালকে দেওয়া হবে (তুলনা করুন রোমীয় 11:5)। সেই প্রকৃত ছোট্ট পালের অংশ হতে রাজি হওয়ার জন্য নম্রতার প্রয়োজন।

ঈশ্বরের রাজ্য এখনও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি

যীশু শিক্ষা দিয়েছিলেন যে তাঁর অনুসারীদের রাজ্যের আগমনের জন্য প্রার্থনা করা উচিত, অতএব তারা এখনই তা অধিকার করেনি:

⁹ হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক। ¹⁰ তোমার রাজ্য আসুক। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক (মথি 6:9-10)

যীশু তাঁর শিষ্যদের ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করতে পাঠিয়েছিলেন:

¹ তারপর তিনি তাঁর বারো জন শিষ্যকে একত্রে ডাকলেন এবং সমস্ত ভূতের উপরে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিলেন, আর রোগ আরোগ্য করার শক্তিও দিলেন। ² তিনি তাঁদের ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করতে পাঠালেন। (লূক 9:1-2)

যীশু শিক্ষা দিয়েছিলেন যে কেবল তাঁর উপস্থিতিই রাজ্য নয়, কারণ তখন রাজ্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি; সেই কারণেই তিনি তখন নিজের নামে ভূত ছাড়াননি:

²⁸ কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা ভূত ছাড়াই, তবে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসে পড়েছে। (মথি 12:28)

প্রকৃত রাজ্য ভবিষ্যতে—এখন নয়, যেমনটি মার্ক দেখান:

⁴⁷ আর যদি তোমার চোখ তোমাকে পাপে ফেলে, তবে তা উপড়ে ফেলো। দুই চোখ নিয়ে নিষ্কিপ্ত হওয়ার চেয়ে বরং এক চোখ নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে ভালো ... (মার্ক 9:47)

²³ যীশু চারদিকে তাকিয়ে তাঁর শিষ্যদের বললেন, “ধনীদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কত কঠিন!” ²⁴ শিষ্যেরা তাঁর কথায় বিস্মিত হলেন। কিন্তু যীশু আবার উত্তর দিয়ে তাঁদের বললেন, “সন্তানেরা, যারা ধনসম্পদে ভরসা রাখে তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কত কঠিন! ²⁵ ধনী মানুষের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে বরং সূচের ছিদ্র দিয়ে উটের যাওয়া সহজ।” (মার্ক 10:23-25)

²⁵ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সেই দিন পর্যন্ত আমি আর দ্রাক্ষালতার ফলের রস পান করব না, যেদিন আমি ঈশ্বরের রাজ্যে তা নতুন করে পান করব।” (মার্ক 14:25)

⁴³ অরিমাথিয়ার যোষেফ, একজন বিশিষ্ট মহাসভা-সদস্য, যিনি নিজেও ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতীক্ষায় ছিলেন, সাহস সঞ্চয় করে এলেন ... (মার্ক 15:43)

যীশু শিক্ষা দিয়েছিলেন যে রাজ্য এখন এই বর্তমান জগতের অংশ নয়:

³⁶ যীশু উত্তর দিলেন, “আমার রাজ্য এই জগতের নয়। আমার রাজ্য যদি এই জগতের হতো, তবে আমার সেবকেরা যুদ্ধ করত, যাতে আমাকে ইহুদিদের হাতে সমর্পণ করা না হয়; কিন্তু এখন আমার রাজ্য এখানকার নয়।” (যোহন 18:36)

যীশু শিক্ষা দিয়েছিলেন যে তিনি রাজা হিসেবে ফিরে আসার পরেই রাজ্য আসবে:

³¹ “যখন মনুষ্যপুত্র তাঁর মহিমায় এবং তাঁর সঙ্গে সমস্ত পবিত্র স্বর্গদূতেরা আসবেন, তখন তিনি তাঁর মহিমার সিংহাসনে বসবেন। ³² সমস্ত জাতিকে তাঁর সামনে একত্র করা হবে, আর মেষপালক যেমন ছাগল থেকে মেষ পৃথক করে, তেমনি তিনি তাদের একে অন্য থেকে

পৃথক করবেন।³³ তিনি মেষগুলিকে তাঁর ডান দিকে রাখবেন, কিন্তু ছাগলগুলিকে বাঁ দিকে।³⁴ তখন রাজা তাঁর ডান দিকের লোকেদের বলবেন, ‘এসো, আমার পিতার আশীর্বাদপ্রাপ্তরা, জগৎ সৃষ্টির আগে থেকে তোমাদের জন্য প্রস্তুত রাজ্যের অধিকারী হও।’ (মথি 25:31-34)

যেহেতু ঈশ্বরের রাজ্য এখনও এখানে নেই, তাই সেটি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা প্রকৃত কোনো কল্পলোক দেখব না। অধিকাংশ মানুষ ঈশ্বরের রাজ্য বোঝে না বলেই তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে তাঁর প্রেমময় শাসন কীভাবে কাজ করে।

“অইহুদিদের পূর্ণসংখ্যা প্রবেশ না করা পর্যন্ত” ঈশ্বরের রাজ্য আসবে না (রোমীয় 11:25)—আর তা এখনও ঘটেনি।

যীশু রাজ্যকে কিসের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন?

ঈশ্বরের রাজ্য কেমন, সে বিষয়ে যীশু কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন:

²⁶ আর তিনি বললেন, “ঈশ্বরের রাজ্য এমন, যেন একজন মানুষ জমিতে বীজ ছড়াল, ²⁷ আর সে রাতে ঘুমায় ও দিনে ওঠে, এদিকে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বেড়ে ওঠে—কীভাবে, তা সে নিজেও জানে না। ²⁸ কারণ ভূমি নিজে থেকেই ফসল উৎপন্ন করে: প্রথমে অঙ্কুর, তারপর শিষ, তারপর শিষের মধ্যে পূর্ণ শস্য। ²⁹ কিন্তু শস্য পাকলে সে অবিলম্বে কান্ডে লাগায়, কারণ শস্য কাটার সময় এসে গেছে।” (মার্ক 4:26-29)

¹⁸ তারপর তিনি বললেন, “ঈশ্বরের রাজ্য কেমন? আর আমি কিসের সঙ্গে তার তুলনা করব? ¹⁹ তা একটি সরিষা-বীজের মতো, যা একজন মানুষ নিয়ে তার বাগানে রোপণ করল; আর তা বেড়ে উঠে একটি বড় গাছ হলো, এবং আকাশের পাখিরা তার ডালে বাসা বাঁধল।” ²⁰ তিনি আবার বললেন, “ঈশ্বরের রাজ্যকে আমি কিসের সঙ্গে তুলনা করব? ²¹ তা খামিরের মতো, যা একজন নারী নিয়ে তিন মাপ ময়দার মধ্যে লুকিয়ে রাখল, যতক্ষণ না সমস্তটাই খামিরযুক্ত হলো।” (লূক 13:18-21)

এই দৃষ্টান্তগুলি ইঙ্গিত দেয় যে প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য বেশ ছোট, কিন্তু তা বিশাল হয়ে উঠবে—শেষ পর্যন্ত তা এক অসীম মহাবিশ্বের উপরে বিস্তৃত হবে।

লূক আরও লিপিবদ্ধ করেছেন:

²⁹ লোকেরা পূর্ব ও পশ্চিম থেকে, উত্তর ও দক্ষিণ থেকে আসবে এবং ঈশ্বরের রাজ্যে বসবে। (লূক 13:29)

সুতরাং ঈশ্বরের রাজ্যে বিশ্বের সর্বত্র থেকে আসা মানুষ থাকবে। এটি কেবল ইস্রায়েলীয় বংশোদ্ভূত বা নির্দিষ্ট কোনো জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। সর্বত্র থেকে আসা মানুষ এই রাজ্যে বসবে।

লূক 17 ও রাজ্য

লূক 17:20-21 কারও কারও কাছে বিভ্রান্তিকর মনে হয়। তবে সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে লক্ষ্য করুন যে ঈশ্বরের রাজ্যে মানুষ সত্যিই আহার করবে:

¹⁵ “ধন্য সেই ব্যক্তি, যে ঈশ্বরের রাজ্যে আহার করবে!” (লূক 14:15)

যেহেতু মানুষ (ভবিষ্যতে) ঈশ্বরের রাজ্যে আহার করবে, তাই লূক 17:21-এর যেসব ভুল অনুবাদ/ভুল বোঝাবুঝি অন্য কথা বলে, তা সত্ত্বেও এটি কেবল এখন তাদের হৃদয়ে আলাদা করে রাখা কোনো বিষয় নয়।

লূক 17:20-21-এর AFV অনুবাদটি কারও কারও বুঝতে সাহায্য করতে পারে:

²⁰ ফরীশীরা যখন তাঁর কাছে জানতে চাইল, ঈশ্বরের রাজ্য কখন আসবে, তখন তিনি তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, “ঈশ্বরের রাজ্য বাহ্যিক লক্ষণ দেখিয়ে আসে না; ²¹ লোকেরা এ কথাও বলবে না, ‘দেখো, এটি এখানে!’ কিংবা ‘দেখো, এটি ওখানে!’ কারণ দেখো, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে।” (লূক 17:20-21, AFV; NASB ও ESV অনুবাদও দেখুন)

লক্ষ্য করুন, যীশু কথা বলছিলেন অপরিবর্তিত, দৈহিক মনোভাবাপন্ন ও ভণ্ড ফরীশীদের সঙ্গে। যীশু “তাদের উত্তর দিলেন”—প্রশ্নটি ফরীশীরাই যীশুকে করেছিল। তারা তাঁকে স্বীকার করতে অস্বীকার করেছিল।

তারা কি মণ্ডলীর মধ্যে ছিল? না!

যীশু শীঘ্রই সংগঠিত হতে যাওয়া কোনো মণ্ডলীর কথাও বলছিলেন না। মনের বা হৃদয়ের কোনো অনুভূতির কথাও তিনি বলছিলেন না।

যীশু তাঁর রাজত্বের কথা বলছিলেন! ফরীশীরা তাঁকে কোনো মণ্ডলী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছিল না। শীঘ্রই শুরু হতে যাওয়া কোনো নতুন-নিয়ম মণ্ডলীর কথা তারা কিছুই জানত না। তারা কোনো সুন্দর অনুভূতির কথাও জিজ্ঞাসা করছিল না।

কেউ যদি মনে করে ঈশ্বরের রাজ্য মানে মণ্ডলী—আর ঈশ্বরের রাজ্য ফরীশীদের “অন্তরে” ছিল—তবে কি মণ্ডলী ফরীশীদের অন্তরে ছিল? স্পষ্টতই নয়!

এমন সিদ্ধান্ত বরং হাস্যকর, তাই না? যদিও কিছু প্রোটেষ্ট্যান্ট অনুবাদ লূক 17:21-এর অংশটি অনুবাদ করে “ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের অন্তরে” (NKJV/KJV), তবুও এমনকি রোমান ক্যাথলিক New Jerusalem Bible-ও তা সঠিকভাবে অনুবাদ করে “ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মধ্যে।”

যীশু নিজেই ছিলেন ফরীশীদের মাঝখানে, তাদের মধ্যে উপস্থিত—তিনিই সেই রাজ্যের রাজা হতে যাচ্ছিলেন। ফরীশীরা ভাবত যে তারা ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতীক্ষায় আছে। কিন্তু তারা তা ভুল বুঝেছিল। যীশু ব্যাখ্যা করলেন যে এটি তাদের ধারণামতো কেবল ইহুদিদের জন্য কোনো স্থানীয় বা সীমাবদ্ধ রাজ্য হবে না (কেউ কেউ এখন যেমন বিশ্বাস করে, তেমন কোনো মণ্ডলীও নয়)। ঈশ্বরের রাজ্য বহু মানবীয় ও দৃশ্যমান রাজ্যের মধ্যে নিছক একটি হবে না, যা মানুষ দেখিয়ে দিয়ে বলতে পারে, “এই তো এটি, এখানে” কিংবা “ওই তো রাজ্য, ওখানে।”

যীশু নিজে সেই রাজ্যের রাজা হওয়ার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যেমনটি তিনি স্পষ্টভাবে পীলাতকে বলেছিলেন (যোহন 18:36-37)। বুঝে নিন যে বাইবেল প্রায়ই “রাজ্য” ও “রাজ্য” শব্দ দুটি পরস্পরের পরিবর্তে ব্যবহার করে (যেমন দানিয়েল 7:17-18,23)। ভবিষ্যৎ ঈশ্বরের রাজ্যের রাজা তখন সেখানেই ফরীশীদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু তারা তাঁকে তাদের রাজ্য বলে স্বীকার করতে চায়নি (যোহন 19:21)। তিনি যখন ফিরে আসবেন, জগৎ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবে (প্রকাশিত বাক্য 19:19)।

লুক 17-এর পরবর্তী পদগুলিতে যীশু তাঁর দ্বিতীয় আগমনের বর্ণনা দিয়ে গেলেন, যখন ঈশ্বরের রাজ্য সমস্ত পৃথিবীর উপরে শাসন করবে (Moffatt অনুবাদ অনুসারে):

22 তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, “এমন দিন আসবে যখন তোমরা মনুষ্যপুত্রের একটি দিনও দেখতে ব্যাকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা করবে, কিন্তু বৃথাই। 23 লোকেরা বলবে, ‘দেখো, তিনি এখানে!’ ‘দেখো, তিনি ওখানে!’ কিন্তু তোমরা বাইরে যেয়ো না, তাদের পিছনে ছুটেও যেয়ো না, 24 কারণ বিদ্যুৎ যেমন আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঝলসে ওঠে, মনুষ্যপুত্রও তাঁর নিজের দিনে তেমনই হবেন। 25 কিন্তু প্রথমে তাঁকে অবশ্যই মহাকষ্ট সহ্য করতে হবে এবং বর্তমান প্রজন্মের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে হবে। (লুক 17:22-25, Moffatt)

যীশু বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠার উল্লেখ করেছিলেন, ঠিক যেমন মথি 24:27-31-এ, যা সমস্ত পৃথিবী শাসন করতে তাঁর দ্বিতীয় আগমনের বর্ণনা দেয়। যীশু এ কথা বলছেন না যে তিনি যখন ফিরে আসবেন তখন তাঁর লোকেরা তাঁকে দেখতে পাবে না—তারা দেখতে পাবে (তুলনা করুন প্রেরিত 1:11)।

তবুও অধিকাংশ মানুষ তাঁকে তাদের রাজা বলে স্বীকার করবে না (প্রকাশিত বাক্য 11:15) এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে (প্রকাশিত বাক্য 19:19)! অনেকে মনে করবে যীশুই খ্রীষ্টারির প্রতিনিধি। যীশু এ কথা বলছিলেন না যে ঈশ্বরের রাজ্য ওই ফরীশীদের অন্তরে ছিল—অন্যত্র তিনি তাদের বলেছিলেন যে তাদের ভণ্ডামির কারণে তারা রাজ্যে প্রবেশ করবে না (মথি 23:13-14)। যীশু এ কথাও বলছিলেন না যে মণ্ডলীই হবে রাজ্য।

ঈশ্বরের রাজ্য এমন কিছু, যাতে মানুষ একদিন প্রবেশ করতে পারবে—যেমন ধার্মিকদের পুনরুত্থানের সময়! তবুও এমনকি অব্রাহাম ও অন্যান্য পূর্বপুরুষেরাও এখনও সেখানে পৌঁছাননি (তুলনা করুন ইব্রীয় 11:13-40)।

শিষ্যেরা জানতেন যে ঈশ্বরের রাজ্য তখন ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের অন্তরে ছিল না, বরং তা প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল, যেমনটি লুক 17:21-এর পরের এই অংশ দেখায়:

¹¹ তারা এসব কথা শুনছিল, আর তিনি আরেকটি দৃষ্টান্ত বললেন, কারণ তিনি জেরুজালেমের কাছে ছিলেন এবং তারা ভাবছিল যে ঈশ্বরের রাজ্য অবিলম্বেই প্রকাশিত হবে। (লূক 19:11)

রাজ্যটি স্পষ্টতই ভবিষ্যতে ছিল

রাজ্য নিকটবর্তী কি না তা আপনি কীভাবে বুঝবেন? সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যীশু ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঘটনাগুলির তালিকা দিলেন (লূক 21:8-28) এবং তারপর শিক্ষা দিলেন:

²⁹ ডুমুর গাছ ও অন্য সব গাছের দিকে তাকাও। ³⁰ যখন সেগুলিতে কুঁড়ি ধরে, তখন তোমরা নিজেরাই দেখে বুঝতে পারো যে গ্রীষ্মকাল এসে গেছে। ³¹ তেমনি তোমরাও যখন এসব ঘটতে দেখবে, তখন **জেনো যে ঈশ্বরের রাজ্য নিকটবর্তী।** (লূক 21:29-31)

যীশু চেয়েছিলেন তাঁর লোকেরা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঘটনাগুলি লক্ষ্য করুক, যাতে তারা বুঝতে পারে রাজ্য কখন আসবে। অন্যত্রও যীশু তাঁর লোকেদের বলেছিলেন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঘটনাগুলির প্রতি সজাগ থাকতে ও মনোযোগ দিতে (লূক 21:36; মার্ক 13:33-37)। যীশুর এই কথা সত্ত্বেও অনেকে ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে যুক্ত বিশ্বঘটনার প্রতি নজর রাখাকে গুরুত্ব দেয় না।

লূক 22 ও 23 অধ্যায়ে যীশু আবার দেখিয়েছিলেন যে ঈশ্বরের রাজ্য এমন কিছু যা ভবিষ্যতে পূর্ণ হবে, যখন তিনি শিক্ষা দিলেন:

¹⁵ “দুঃখভোগের আগে তোমাদের সঙ্গে এই নিস্তারপর্বের ভোজ খেতে আমি অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা করেছি; ¹⁶ কারণ আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বরের রাজ্যে এটি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমি আর তা খাব না।” ¹⁷ তারপর তিনি পানপাত্রটি নিয়ে ধন্যবাদ দিলেন এবং বললেন, “এটি নাও এবং নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নাও; ¹⁸ কারণ আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বরের রাজ্য না আসা পর্যন্ত আমি দ্রাক্ষালতার ফলের রস পান করব না।” (লূক 22:15-18)

³⁹ কিন্তু তাঁর সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ দুষ্কর্মকারীদের একজন তাঁকে নিন্দা করে বলল, “তুমি যদি সেই মশীহ হও, তবে নিজেকে রক্ষা করো এবং আমাদেরও রক্ষা করো।” ⁴⁰ তার সঙ্গী তাকে তিরস্কার করে বলল, “তুমি কি ঈশ্বরকেও ভয় করো না? কারণ তুমিও তো একই দণ্ডের

অধীনে রয়েছে।⁴¹ আর আমরা ন্যায্যভাবেই, কারণ আমরা এর যোগ্য; আমরা যা করেছি সেই অনুসারেই আমাদের প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এই ব্যক্তি কোনো অন্যায় করেননি।”⁴² তারপর সে যেশুয়াকে বলল, “আমার প্রভু, আপনি যখন আপনার রাজ্যে আসবেন, তখন আমাকে স্বরণ করবেন।”⁴³ কিন্তু যেশুয়া তাকে বললেন, “আমেন, আমি তোমাকে বলছি, আজ তুমি আমার সঙ্গে পরমদেশে থাকবে।” (লুক 23:39-43, Aramaic in Plain English)

যীশুকে হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গেও ঈশ্বরের রাজ্য আসেনি, যেমনটি মার্ক ও লুক উভয়েই আমাদের দেখান:

⁴³ অরিমাথিয়ার যোষেফ, একজন বিশিষ্ট মহাসভা-সদস্য, যিনি নিজেও ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতীক্ষায় ছিলেন, সাহস সঞ্চয় করে এলেন ... (মার্ক 15:43)

⁵¹ তিনি ছিলেন ইহুদিদের একটি নগর অরিমাথিয়ার লোক, যিনি নিজেও ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতীক্ষায় ছিলেন। (লুক 23:51)

পুনরুত্থানের পরেই (1 করিন্থীয় 15:50-55) খ্রীষ্টানেরা নতুন জন্ম লাভ করে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করবে, যেমনটি যোহন লিপিবদ্ধ করেছেন:

³ যীশু উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, “আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, কেউ নতুন জন্ম না পেলে ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পায় না।”⁴ নীকদীম তাঁকে বললেন, “বৃদ্ধ হলে মানুষ কীভাবে জন্মাতে পারে? সে কি দ্বিতীয়বার মায়ে গর্ভে প্রবেশ করে জন্ম নিতে পারে?”⁵ যীশু উত্তর দিলেন, “আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, কেউ জল ও আত্মা থেকে না জন্মাতে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। (যোহন 3:3-5)

কেবল ঈশ্বরের লোকেরাই সহস্রাব্দ-পরবর্তী চূড়ান্ত ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পাবে।

এবার অনুগ্রহ করে আরও বুঝুন যে যীশু পুনরুত্থিত হওয়ার পরেও আবার ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন:

³ দুঃখভোগের পর তিনি বহু অকাট্য প্রমাণের দ্বারা নিজেকে জীবিত বলে দেখালেন; চল্লিশ দিন ধরে তিনি তাঁদের দেখা দিতেন এবং ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ে কথা বলতেন। (প্রেরিত 1:3)

যীশু প্রথম ও শেষ যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা ছিল ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে! যীশু সেই রাজ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বার্তাবাহক হিসেবে এসেছিলেন।

যীশু প্রেরিত যোহনকে দিয়ে পৃথিবীতে আসতে চলা সহস্রাব্দকালীন ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধেও লিখিয়েছিলেন। লক্ষ্য করুন তিনি যোহনকে দিয়ে কী লিখিয়েছিলেন:

⁴ আমি তাদের প্রাণ দেখলাম, যাদের যীশুর পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ও ঈশ্বরের বাক্যের জন্য শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল, যারা সেই পশুর বা তার প্রতিমার উপাসনা করেনি এবং নিজেদের কপালে বা হাতে তার ছাপ গ্রহণ করেনি। আর তারা জীবিত হলো এবং খ্রীষ্টের সঙ্গে এক হাজার বছর রাজত্ব করল। (প্রকাশিত বাক্য 20:4)

আদি খ্রীষ্টানেরা শিক্ষা দিতেন যে সহস্রাব্দকালীন ঈশ্বরের রাজ্য পৃথিবীতেই হবে এবং তা জগতের সরকারগুলির স্থান নেবে, যেমনটি বাইবেল শিক্ষা দেয় (তুলনা করুন প্রকাশিত বাক্য 5:10, 11:15)।

ঈশ্বরের রাজ্য যদি এতই গুরুত্বপূর্ণ, তবে অধিকাংশ মানুষ কেন এ সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু শোনেনি?

আংশিকভাবে এই কারণে যে যীশু একে এক নিগূঢ়তত্ত্ব বলেছিলেন:

¹¹ আর তিনি তাদের বললেন, “ঈশ্বরের রাজ্যের নিগূঢ়তত্ত্ব জানার অধিকার তোমাদের দেওয়া হয়েছে; কিন্তু যারা বাইরে, তাদের কাছে সবকিছুই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আসে। (মার্ক 4:11)

আজও প্রকৃত ঈশ্বরের রাজ্য অধিকাংশ মানুষের কাছে এক নিগূঢ়তত্ত্ব, যেমন ঈশ্বরের পরিকল্পনার অনেকটাই (আমাদের বিনামূল্যের বইটিও দেখুন, অনলাইনে www.ccog.org ঠিকানায়, শিরোনাম: [The MYSTERY of GOD's PLAN Why Did God Create Anything? Why did God make you?](http://www.ccog.org))।

আরও বিবেচনা করুন যে যীশু বলেছিলেন, রাজ্যের সুসমাচার সাক্ষ্যরূপে সমস্ত জগতে প্রচারিত হওয়ার পরেই (এই যুগের) শেষ আসবে (শীঘ্রই):

¹⁴ আর রাজ্যের এই সুসমাচার সমস্ত জগতে সব জাতির কাছে সাক্ষ্যরূপে প্রচারিত হবে, তারপর শেষ আসবে। (মথি 24:14)

ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার ঘোষণা করা গুরুত্বপূর্ণ এবং এই শেষ সময়ে তা সম্পন্ন করতে হবে। এটি এক “শুভ বার্তা,” কারণ রাজনৈতিক নেতারা যা-ই শেখান না কেন, এটিই মানবজাতির সংকটগুলির প্রকৃত আশা দেয়।

যীশুর কথাগুলি বিবেচনা করলে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে প্রকৃত খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর এখনই রাজ্যের সেই সুসমাচার ঘোষণা করা উচিত। এটিই মণ্ডলীর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। আর এটি যথাযথভাবে করতে হলে বহু ভাষা ব্যবহার করা প্রয়োজন। *Continuing Church of God* এটিই করার চেষ্টা করে। আর সেই কারণেই এই পুস্তিকাটি বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

যীশু শিক্ষা দিয়েছিলেন যে অধিকাংশ মানুষ তাঁর পথ গ্রহণ করবে না:

¹³ “সংকীর্ণ দরজা দিয়ে প্রবেশ করো; কারণ প্রশস্ত সেই দরজা ও চওড়া সেই পথ, যা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, আর অনেকেই তা দিয়ে প্রবেশ করে। ¹⁴ কারণ সংকীর্ণ সেই দরজা ও কঠিন সেই পথ, যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়, আর অল্প লোকই তা খুঁজে পায়। (মথি 7:13-14)

ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার জীবনের দিকে নিয়ে যায়।

লক্ষ্য করার মতো বিষয় হতে পারে যে, যদিও খ্রীষ্টান বলে দাবি করা অধিকাংশ মানুষ এই ধারণা সম্বন্ধে উদাসীন বলে মনে হয় যে খ্রীষ্টের মূল জোর ছিল ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচারের উপর, তবুও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকেরা প্রায়ই বুঝেছেন যে বাইবেল আসলে এটিই শিক্ষা দেয়।

তবুও যীশু নিজে তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে আশা করেছিলেন যে তাঁরা ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার শিক্ষা দেবেন (লুক 9:2,60)। যেহেতু ভবিষ্যতের রাজ্যটি ঈশ্বরের ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে, তাই তা শান্তি ও

সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে—আর এই যুগে সেই ব্যবস্থা পালন করলে প্রকৃত শান্তি আসে (গীতসংহিতা 119:165,172; ইফিষীয় 2:15)।

আর রাজ্যের এই সুসংবাদ পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রেও পরিচিত ছিল।

3. ঈশ্বরের রাজ্য কি পুরাতন নিয়মে পরিচিত ছিল?

যীশুর প্রথম ও শেষ লিপিবদ্ধ উপদেশ ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার ঘোষণার সঙ্গে জড়িত ছিল (মার্ক 1:14-15; প্রেরিত 1:3)।

ঈশ্বরের রাজ্য এমন এক বিষয় যা সম্বন্ধে যীশুর সময়ের ইহুদিদের কিছুটা জানা থাকা উচিত ছিল, কারণ তা তাদের শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল, যাকে আমরা এখন পুরাতন নিয়ম বলি।

দানিয়েল রাজ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন

ভাববাদী দানিয়েল লিখেছিলেন:

⁴⁰ আর চতুর্থ রাজ্যটি লোহার মতো শক্তিশালী হবে, কারণ লোহা যেমন সবকিছু ভেঙে চূর্ণ করে; আর চূর্ণকারী লোহার মতোই সেই রাজ্য অন্য সবগুলিকে ভেঙে চূর্ণ করবে। ⁴¹ আর তুমি যেমন পা ও পায়ের আঙুলগুলি আংশিক কুম্ভকারের মাটির ও আংশিক লোহার দেখেছিলে, তেমনি রাজ্যটি বিভক্ত হবে; তবুও তাতে লোহার দৃঢ়তা থাকবে, ঠিক যেমন তুমি লোহাকে মাটির সঙ্গে মিশ্রিত দেখেছিলে। ⁴² আর পায়ের আঙুলগুলি যেমন আংশিক লোহার ও আংশিক মাটির ছিল, তেমনি রাজ্যটি আংশিক শক্তিশালী ও আংশিক ভঙ্গুর হবে। ⁴³ তুমি যেমন লোহাকে মাটির সঙ্গে মিশ্রিত দেখেছিলে, তেমনি তারা মানুষের বংশের সঙ্গে মিশবে; কিন্তু তারা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকবে না, ঠিক যেমন লোহা মাটির সঙ্গে মেশে না। ⁴⁴ আর সেই রাজাদের সময়ে স্বর্গের ঈশ্বর এমন এক রাজ্য স্থাপন করবেন, যা কখনও ধ্বংস হবে না; আর সেই রাজ্য অন্য কোনো জাতির হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে না; তা এই সমস্ত রাজ্যকে ভেঙে চূর্ণ করে গ্রাস করবে, আর তা চিরকাল স্থায়ী হবে। (দানিয়েল 2:40-44)

¹⁸ কিন্তু পরাৎপরের পবিত্র লোকেরা সেই রাজ্য গ্রহণ করবে এবং চিরকাল, এমনকি যুগে যুগে চিরকাল সেই রাজ্যের অধিকারী হবে।' (দানিয়েল 7:18)

²¹ "আমি দেখছিলাম; আর সেই শিং পবিত্র লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল এবং তাদের উপরে জয়ী হচ্ছিল, ²² যতক্ষণ না সেই

প্রাচীনকালের ব্যক্তি এলেন এবং পরাৎপরের পবিত্র লোকদের পক্ষে বিচার সম্পন্ন হলো, আর পবিত্র লোকদের রাজ্যের অধিকারী হওয়ার সময় উপস্থিত হলো। (দানিয়েল 7:21-22)

দানিয়েলের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে এমন সময় আসবে যখন ঈশ্বরের রাজ্য এই জগতের রাজ্যগুলিকে ধ্বংস করবে এবং চিরকাল স্থায়ী হবে। আমরা এ-ও জানতে পারি যে এই রাজ্য গ্রহণে পবিত্র লোকদেরও অংশ থাকবে।

দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর অনেক অংশই 21 শতকে আমাদের সময়ের জন্য।

নতুন নিয়মের কয়েকটি অংশ লক্ষ্য করুন:

¹² “তুমি যে দশটি শিং দেখেছিলে, সেগুলি দশজন রাজা, যারা এখনও কোনো রাজ্য পায়নি, কিন্তু তারা সেই পশুর সঙ্গে রাজা হিসেবে এক ঘণ্টার জন্য কর্তৃত্ব পাবে। ¹³ এরা একমনা, আর তারা নিজেদের শক্তি ও কর্তৃত্ব সেই পশুকে দেবে। ¹⁴ এরা মেষশাবকের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, কিন্তু মেষশাবক তাদের পরাজিত করবেন, কারণ তিনি প্রভুদের প্রভু ও রাজাদের রাজা; আর যারা তাঁর সঙ্গে আছে, তারা আহৃত, মনোনীত ও বিশ্বস্ত।” (প্রকাশিত বাক্য 17:12-14)

সুতরাং পুরাতন ও নতুন উভয় নিয়মেই আমরা এই ধারণাটি দেখতে পাই যে শেষ সময়ে দশটি অংশবিশিষ্ট এক পার্থিব রাজ্য থাকবে এবং ঈশ্বর তা ধ্বংস করে তাঁর নিজের রাজ্য স্থাপন করবেন।

যিশাইয় রাজ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন

ঈশ্বর যিশাইয়কে অনুপ্রাণিত করেছিলেন ঈশ্বরের রাজ্যের প্রথম অংশ, অর্থাৎ সহস্রাব্দ নামে পরিচিত এক হাজার বছরের রাজত্ব সম্বন্ধে এভাবে লিখতে:

¹ যিশয়ের কাণ্ড থেকে একটি পল্লব বের হবে, আর তার শিকড় থেকে একটি শাখা বেড়ে উঠবে। ² প্রভুর আত্মা তাঁর উপরে অধিষ্ঠান করবেন—প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির আত্মা, পরামর্শ ও পরাক্রমের আত্মা, জ্ঞানের ও প্রভুভয়ের আত্মা।

³ প্রভুভয়েই তাঁর আনন্দ, আর তিনি নিজের চোখে যা দেখেন তা দিয়ে বিচার করবেন না, নিজের কানে যা শোনে তা দিয়েও সিদ্ধান্ত নেবেন না; ⁴ কিন্তু তিনি ধার্মিকতায় দরিদ্রদের বিচার করবেন, আর ন্যায়ে সিদ্ধান্ত নেবেন

পৃথিবীর নম্রদের জন্য; তিনি নিজের মুখের দণ্ড দিয়ে পৃথিবীকে আঘাত করবেন, আর নিজের ওষ্ঠের নিঃশ্বাস দিয়ে দুষ্টদের সংহার করবেন। ⁵ ধার্মিকতা হবে তাঁর কটিবন্ধ, আর বিশ্বস্ততা হবে তাঁর কোমরবন্ধ।

⁶ “নেকড়ে মেষশাবকের সঙ্গে বাস করবে, চিতাবাঘ ছাগশাবকের সঙ্গে শুয়ে থাকবে, বাছুর, যুবসিংহ ও হুঁষ্টপুষ্ট পশু একসঙ্গে থাকবে; আর একটি ছোট শিশু তাদের চালাবে। ⁷ গাভী ও ভাল্লুক একসঙ্গে চরবে; তাদের শাবকেরা একসঙ্গে শুয়ে থাকবে; আর সিংহ বলদের মতো খড় খাবে। ⁸ দুগ্ধপোষ্য শিশু কেউটে সাপের গর্তের পাশে খেলবে, আর দুধ ছাড়ানো শিশু বিষধর সাপের গর্তে হাত দেবে। ⁹ তারা আমার পবিত্র পর্বতের কোথাও আঘাত করবে না, ধ্বংসও করবে না, কারণ সমুদ্র যেমন জলে পরিপূর্ণ, তেমনি পৃথিবী প্রভুর জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবে।

¹⁰ “আর সেই দিনে যিশয়ের একটি মূল থাকবে, যিনি জাতিদের কাছে পতাকাস্বরূপ দাঁড়াবেন; কারণ অইলুদিরা তাঁর অন্ত্রেষণ করবে, আর তাঁর বিশ্রামস্থান মহিমাময় হবে।” (যিশাইয় 11:1-10)

আমি একে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রথম অংশ বা প্রথম পর্যায় বলেছি এই কারণে যে এটি এমন এক সময় যখন তা দৈহিক হবে (পবিত্র নগরী, নতুন জেরুজালেম স্বর্গ থেকে নেমে আসার আগের সময়, প্রকাশিত বাক্য 21) এবং তা এক হাজার বছর স্থায়ী হবে। যিশাইয় এই পর্যায়ের দৈহিক দিকটি নিশ্চিত করেছিলেন, যখন তিনি লিখে চললেন:

¹¹ সেই দিনে এমন ঘটবে যে প্রভু দ্বিতীয়বার আবার নিজের হাত বাড়াবেন, তাঁর অবশিষ্ট লোকদের ফিরিয়ে আনতে—অশূর ও মিশর থেকে, পথ্রোষ ও কূশ থেকে, এলম ও শিনিয়র থেকে, হমাৎ ও সমুদ্রের দ্বীপগুলি থেকে।

¹² তিনি জাতিদের জন্য একটি পতাকা স্থাপন করবেন, আর ইস্রায়েলের নির্বাসিতদের একত্র করবেন, এবং পৃথিবীর চার প্রান্ত থেকে যিহূদার ছিন্নভিন্ন লোকদের সংগ্রহ করবেন। ¹³ ইফ্রয়িমের ঈর্ষাও দূর হবে, আর যিহূদার বিপক্ষেরা উচ্ছিন্ন হবে; ইফ্রয়িম যিহূদাকে ঈর্ষা করবে না, আর যিহূদা ইফ্রয়িমকে উৎপীড়ন করবে না। ¹⁴ কিন্তু তারা পশ্চিমে পলেষ্টিয়দের কাঁধের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে; একসঙ্গে তারা পূর্বদেশীয় লোকদের লুট করবে; তারা ইদোম ও মোয়াবের উপরে হাত রাখবে; আর অশ্মোনের লোকেরা তাদের বাধ্য হবে। ¹⁵ প্রভু মিশরের সাগরের জিহ্বা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবেন; নিজের প্রবল বায়ু দিয়ে তিনি সেই নদীর উপরে মুষ্টি আন্দোলন করবেন, আর তাকে সাতটি স্রোতে আঘাত করে মানুষকে শুকনো পায়ে পার করাবেন। ¹⁶ তাঁর অবশিষ্ট লোকদের জন্য, যারা অশুরে অবশিষ্ট থাকবে, একটি রাজপথ হবে, যেমন ইস্রায়েলের জন্য হয়েছিল সেই দিনে, যেদিন সে মিশর দেশ থেকে উঠে এসেছিল। (যিশাইয় 11:11-16)

যিশাইয়কে আরও লিখতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছিল:

² শেষকালে এমন ঘটবে যে প্রভুর গৃহের পর্বত পর্বতগুলির শিখরে স্থাপিত হবে, আর উপপর্বতগুলির উপরে উন্নত হবে; আর সমস্ত জাতি স্রোতের মতো তার দিকে আসবে। ³ বহু লোক এসে বলবে, “এসো, আমরা প্রভুর পর্বতে উঠে যাই, যাকোবের ঈশ্বরের গৃহে যাই; তিনি আমাদের তাঁর পথ শিক্ষা দেবেন, আর আমরা তাঁর পথে চলব।” কারণ সিয়োন থেকে ব্যবস্থা বের হবে, আর জেরুজালেম থেকে প্রভুর বাক্য। ⁴ তিনি জাতিদের মধ্যে বিচার করবেন, আর বহু লোককে তিরস্কার করবেন; তারা নিজেদের তরোয়াল পিটিয়ে লাঙলের ফলা এবং বর্শা পিটিয়ে কাশ্বে তৈরি করবে; এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে তরোয়াল তুলবে না, আর তারা যুদ্ধবিদ্যাও আর শিখবে না। ... ¹¹ মানুষের উদ্ধত দৃষ্টি নত করা হবে, মানুষের অহংকার নিচু করা হবে, আর সেই দিনে কেবল প্রভুই উন্নত হবেন। (যিশাইয় 2:2-4,11)

সুতরাং এটি হবে পৃথিবীতে শান্তির এক কল্পলৌকিক সময়। শেষ পর্যন্ত যীশুর শাসনে তা চিরকাল স্থায়ী হবে। বিভিন্ন শাস্ত্রাংশের ভিত্তিতে (গীতসংহিতা 90:4;

92:1; যিশাইয় 2:11; হোশেয় 6:2) ইহুদি তালমুদ শিক্ষা দেয় যে এটি 1,000 বছর স্থায়ী হয় (ব্যাবিলনীয় তালমুদ: ট্র্যাক্টেট সানহেড্রিন ফোলিও 97a)।

যিশাইয়কে নিচের কথাগুলিও লিখতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছিল:

⁶ কারণ আমাদের জন্য এক শিশু জন্মগ্রহণ করেছেন, আমাদের এক পুত্র দেওয়া হয়েছে; আর শাসনভার থাকবে তাঁর কাঁধে। আর তাঁর নাম হবে আশ্চর্য, পরামর্শদাতা, পরাক্রমী ঈশ্বর, অনন্তকালীন পিতা, শান্তিরাজ। ⁷ তাঁর শাসন ও শান্তির বৃদ্ধির কোনো শেষ হবে না, দায়ুদের সিংহাসনে ও তাঁর রাজ্যের উপরে, সেই সময় থেকে চিরকাল পর্যন্ত ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতায় তা সুশৃঙ্খল ও সুস্থির করতে। বাহিনীগণের প্রভুর উদ্যোগই এটি সম্পন্ন করবে। (যিশাইয় 9:6-7)

লক্ষ্য করুন, যিশাইয় বলেছিলেন যে যীশু এসে শাসনব্যবস্থাসহ এক রাজ্য স্থাপন করবেন। খ্রীষ্টকে স্বীকার করা অনেকেই, বিশেষত প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে, এই অংশটি উদ্ধৃত করেন, কিন্তু তাঁরা প্রায়ই উপেক্ষা করেন যে এটি যীশুর জন্মগ্রহণের বাইরেও আরও কিছুর ভবিষ্যদ্বাণী করছে। বাইবেল দেখায় যে ঈশ্বরের রাজ্যের একটি শাসনব্যবস্থা আছে, যাতে প্রজাদের উপরে ব্যবস্থা রয়েছে, এবং যীশু তার উপরে রাজা হবেন। যিশাইয়, দানিয়েল ও অন্যেরা এর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

ঈশ্বরের ব্যবস্থা হলো প্রেমের পথ (মথি 22:37-40; যোহন 15:10), আর ঈশ্বরের রাজ্য সেই ব্যবস্থার ভিত্তিতেই শাসিত হবে। অতএব জগতের অনেকে যেভাবেই দেখুক না কেন, ঈশ্বরের রাজ্য প্রেমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হবে।

গীতসংহিতা ও আরও কিছু

কেবল দানিয়েল ও যিশাইয়কেই ঈশ্বর আসন্ন ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে লিখতে অনুপ্রাণিত করেননি।

যিহিষ্কেলকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছিল এই কথা লিখতে যে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের যারা মহাক্লেশের সময়ে ছিন্নভিন্ন হয়েছিল (কেবল ইহুদিরা নয়), তাদের সহস্রাব্দকালীন রাজ্যে একত্র করা হবে:

¹⁷ অতএব বলো, ‘প্রভু ঈশ্বর এই কথা বলেন: “আমি তোমাদের জাতিগণের মধ্য থেকে সংগ্রহ করব, যে দেশগুলিতে তোমরা ছিন্নভিন্ন হয়েছ সেখান থেকে তোমাদের একত্র করব, আর আমি তোমাদের ইস্রায়েল দেশ দেব।”’ ¹⁸ তারা সেখানে যাবে এবং সেখান থেকে তার সমস্ত ঘৃণ্য বস্তু ও সমস্ত জঘন্য বিষয় দূর করবে। ¹⁹ তখন আমি তাদের একটি হৃদয় দেব, আর তাদের ভিতরে এক নতুন আত্মা স্থাপন করব; তাদের মাংস থেকে পাথরের হৃদয় সরিয়ে নিয়ে তাদের মাংসের হৃদয় দেব, ²⁰ যেন তারা আমার বিধি অনুসারে চলে এবং আমার শাসনগুলি পালন করে ও তা কার্যে পরিণত করে; আর তারা আমার প্রজা হবে, আর আমি তাদের ঈশ্বর হব। ²¹ কিন্তু যাদের হৃদয় তাদের ঘৃণ্য বস্তু ও জঘন্য বিষয়ের কামনার অনুগামী, তাদের কাজের প্রতিফল আমি তাদেরই মাথায় বর্তাব,” প্রভু ঈশ্বর এই কথা বলেন। (যিহিষ্কেল 11:17-21)

ইস্রায়েলের বংশগুলির উত্তরপুরুষেরা আর ছিন্নভিন্ন থাকবে না, বরং ঈশ্বরের বিধি পালন করবে এবং ঘৃণ্য বস্তু খাওয়া বন্ধ করবে (লেবীয় পুস্তক 11; দ্বিতীয় বিবরণ 14)।

ঈশ্বরের রাজ্যের সুসংবাদ সম্বন্ধে গীতসংহিতার নিচের অংশগুলি লক্ষ্য করুন:

²⁷ পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত স্বরণ করবে ও প্রভুর দিকে ফিরবে, আর জাতিদের সমস্ত গোষ্ঠী তোমার সামনে উপাসনা করবে। ²⁸ কারণ রাজত্ব প্রভুরই, আর তিনিই জাতিদের উপরে শাসন করেন। (গীতসংহিতা 22:27-28)

⁶ হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন চিরকাল স্থায়ী; তোমার রাজ্যের রাজদণ্ড ন্যায়ের রাজদণ্ড। (গীতসংহিতা 45:6)

¹ ওহে, প্রভুর উদ্দেশে নতুন গান গাও! সমস্ত পৃথিবী, প্রভুর উদ্দেশে গান করো। ² প্রভুর উদ্দেশে গান করো, তাঁর নামের ধন্যবাদ করো; দিনের পর দিন তাঁর পরিত্রাণের সুসংবাদ ঘোষণা করো। ³ জাতিদের

মধ্যে তাঁর মহিমা এবং সমস্ত লোকের মধ্যে তাঁর আশ্চর্য কাজ প্রচার করে। (গীতসংহিতা 96:1-3; তুলনা করুন 1 বংশাবলি 16:23-24)

¹⁰ হে প্রভু, তোমার সমস্ত কাজ তোমার প্রশংসা করবে, আর তোমার পবিত্র লোকেরা তোমার ধন্যবাদ করবে। ¹¹ তারা তোমার রাজ্যের মহিমার কথা বলবে, আর তোমার পরাক্রমের কথা আলোচনা করবে, ¹² যেন মানুষের সন্তানদের কাছে তাঁর পরাক্রমী কাজ ও তাঁর রাজ্যের গৌরবময় মহিমা জানানো হয়। ¹³ তোমার রাজ্য চিরস্থায়ী রাজ্য, আর তোমার কর্তৃত্ব পুরুষানুক্রমে স্থায়ী। (গীতসংহিতা 145:10-13)

পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন লেখকও রাজ্যের নানা দিক সম্বন্ধে লিখেছিলেন (যেমন যিহিষ্কেল 20:33; ওবদীয় 21; মীখা 4:7)।

সুতরাং যীশু যখন ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন, তখন তাঁর সামনে থাকা শ্রোতাদের এই মূল ধারণাটির সঙ্গে কিছুটা পরিচয় ছিল।

4. প্রেরিতগণ কি রাজ্যের সুসমাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন?

অনেকে এমন আচরণ করে যেন সুসমাচার কেবল যীশুর ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কিত সুসংবাদ, কিন্তু বাস্তবতা হলো যীশুর অনুসারীরা ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন। যীশু এই বার্তাই নিয়ে এসেছিলেন।

প্রেরিত পৌল ঈশ্বরের রাজ্য ও যীশু সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন:

⁸ আর তিনি সমাজগৃহে গিয়ে তিন মাস ধরে সাহসের সঙ্গে কথা বললেন, ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ে যুক্তি দেখিয়ে ও বুঝিয়ে। (প্রেরিত 19:8)

²⁵ আর এখন দেখুন, আমি জানি যে আপনারা সকলে, যাদের মধ্যে আমি ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করে বেড়িয়েছি। (প্রেরিত 20:25)

²³ তারা তাঁর জন্য একটি দিন নির্ধারণ করলে অনেকে তাঁর বাসস্থানে তাঁর কাছে এল; তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় ব্যাখ্যা করলেন ও দৃঢ়ভাবে সাক্ষ্য দিলেন, এবং মোশির ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের গ্রন্থ থেকে যীশুর বিষয়ে তাদের বোঝালেন। ...³¹ তিনি সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবে ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করতেন ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় বিষয় শিক্ষা দিতেন, আর কেউ তাঁকে বাধা দিত না। (প্রেরিত 28:23,31)

লক্ষ্য করুন যে ঈশ্বরের রাজ্য কেবল যীশুকে নিয়ে নয় (যদিও তিনি এর এক প্রধান অংশ), কারণ পৌলও ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে যা শিক্ষা দিতেন তার থেকে আলাদাভাবে যীশু সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন।

পৌল একে ঈশ্বরের সুসমাচারও বলেছিলেন, কিন্তু তা তবুও ঈশ্বরের রাজ্যেরই সুসমাচার ছিল:

⁹ ... আমরা তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করেছি ...¹² যেন তোমরা সেই ঈশ্বরের যোগ্যরূপে চলো, যিনি তোমাদের তাঁর নিজের রাজ্যে ও মহিমায় আহ্বান করছেন। (1 থিমলোনীকীয় 2:9,12)

পৌল একে খ্রীষ্টের সুসমাচারও বলেছিলেন (রোমীয় 1:16)। যীশুর “শুভ বার্তা,” অর্থাৎ তিনি যে বার্তা শিক্ষা দিয়েছিলেন।

বিবেচনা করুন যে এটি নিছক যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কিত বা কেবল ব্যক্তিগত পরিভ্রাণ সম্পর্কিত কোনো সুসমাচার ছিল না। পৌল বলেছিলেন যে খ্রীষ্টের সুসমাচারের মধ্যে যীশুর আজ্ঞা পালন, তাঁর প্রত্যাবর্তন এবং ঈশ্বরের বিচারও অন্তর্ভুক্ত:

⁶ ... যারা তোমাদের কষ্ট দেয়, ঈশ্বর তাদের ক্লেশ দিয়ে প্রতিফল দেবেন, ⁷ আর তোমরা যারা কষ্ট পাচ্ছ, তোমাদের আমাদের সঙ্গে বিশ্রাম দেবেন, যখন প্রভু যীশু তাঁর পরাক্রমী দূতদের সঙ্গে স্বর্গ থেকে প্রকাশিত হবেন, ⁸ জ্বলন্ত আগুনে যারা ঈশ্বরকে জানে না এবং যারা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের আজ্ঞা পালন করে না, তাদের প্রতিশোধ নিতে। ⁹ এরা প্রভুর উপস্থিতি ও তাঁর পরাক্রমের মহিমা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনন্ত ধ্বংসের দণ্ড পাবে, ¹⁰ যখন তিনি সেই দিনে আসবেন তাঁর পবিত্র লোকদের মধ্যে মহিমাম্বিত হতে এবং সমস্ত বিশ্বাসীর মধ্যে প্রশংসিত হতে, কারণ তোমাদের মধ্যে আমাদের সাক্ষ্য বিশ্বাস করা হয়েছিল। (2 থিমলোনীকীয় 1:6-10)

নতুন নিয়ম দেখায় যে রাজ্য এমন কিছু যা আমরা লাভ করব, এমন নয় যে আমরা এখনই তা সম্পূর্ণরূপে অধিকার করেছি:

²⁸ আমরা এমন এক রাজ্য পাচ্ছি যা কখনও কল্পিত হয় না। (ইব্রীয় 12:28)

আমরা এখনই ঈশ্বরের রাজ্যের অংশ হওয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করতে ও তার প্রতীক্ষায় থাকতে পারি, কিন্তু আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে তাতে প্রবেশ করিনি।

পৌল সুনির্দিষ্টভাবে নিশ্চিত করেছিলেন যে মরণশীল মানুষ হিসেবে কেউ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করে না, কারণ তা পুনরুত্থানের পরেই ঘটে:

⁵⁰ ভাইয়েরা, আমি এ কথা বলছি যে রক্তমাংস ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হতে পারে না; ক্ষয় ও অক্ষয়তার অধিকারী হয় না। ⁵¹ দেখো, আমি তোমাদের এক নিগূঢ়ত্ব বলছি: আমরা সকলে নিদ্রিত

হব না, কিন্তু আমরা সকলেই রূপান্তরিত হব— ⁵² এক মুহূর্তে, চোখের পলকে, শেষ তুরীধ্বনির সময়ে। কারণ তুরী বাজবে, আর মৃতেরা অক্ষয়রূপে উত্থাপিত হবে, এবং আমরা রূপান্তরিত হব (1 করিন্থীয় 15:50-52)

¹ অতএব আমি ঈশ্বরের ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষাতে তোমাকে এই আদেশ দিচ্ছি, যিনি তাঁর আবির্ভাবে ও তাঁর রাজ্যে জীবিত ও মৃতদের বিচার করবেন।

(2 তীমথিয় 4:1)

পৌল কেবল তা-ই শিক্ষা দেননি, তিনি এ-ও শিক্ষা দিয়েছিলেন যে যীশু সেই রাজ্য পিতা ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করবেন:

²⁰ কিন্তু এখন খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে উত্থাপিত হয়েছেন এবং যারা নিদ্রিত হয়েছে তাদের অগ্রিমাংশ হয়েছেন। ²¹ কারণ যেমন মানুষের দ্বারা মৃত্যু এসেছে, তেমনি মানুষের দ্বারাই মৃতদের পুনরুত্থান এসেছে। ²² কারণ আদমে যেমন সকলে মরে, তেমনি খ্রীষ্টেও সকলে জীবিত হবে। ²³ কিন্তু প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্রমানুসারে: অগ্রিমাংশ খ্রীষ্ট, তারপর তাঁর আগমনে যারা খ্রীষ্টের। ²⁴ তারপর শেষ আসবে, যখন তিনি সমস্ত আধিপত্য, সমস্ত কর্তৃত্ব ও পরাক্রম লোপ করে রাজ্যটি পিতা ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করবেন। ²⁵ কারণ যতক্ষণ না তিনি সমস্ত শত্রুকে তাঁর পায়ের নিচে রাখেন, ততক্ষণ তাঁকে রাজত্ব করতেই হবে। (1 করিন্থীয় 15:20-25)

পৌল এ-ও শিক্ষা দিয়েছিলেন যে অধার্মিকেরা (আজ্ঞা-লঙ্ঘনকারীরা) ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হবে না:

⁹ তোমরা কি জানো না যে অধার্মিকেরা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হবে না? ব্রাহ্ম হযো না। ব্যভিচারী, প্রতিমাপূজক, পরদারগামী, সমকামী, পুংমৈথুনকারী, ¹⁰ চোর, লোভী, মাতাল, নিন্দক বা প্রতারক—কেউই ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হবে না। (1 করিন্থীয় 6:9-10)

¹⁹ এখন মাংসের কাজগুলি স্পষ্ট, যেমন: পরদারগমন, ব্যভিচার, অশুচিতা, লম্পটতা, ²⁰ প্রতিমাপূজা, কুহক, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা,

ক্রোধের প্রকাশ, স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বিভেদ, বিধর্ম, ²¹ হিংসা, নরহত্যা, মাতলামি, রঙ্গরস এবং এই ধরনের অন্যান্য বিষয়; এসব সম্বন্ধে আমি তোমাদের আগেই বলছি, যেমন আগেও বলেছিলাম, যারা এমন আচরণ করে তারা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হবে না। (গালাতীয় 5:19-21)

⁵ কারণ তোমরা এ কথা জানো যে কোনো ব্যভিচারী, অশুচি ব্যক্তি বা লোভী—যে প্রতিমাপূজক—খ্রীষ্টের ও ঈশ্বরের রাজ্যে কোনো অধিকার পায় না। (ইফিসীয় 5:5)

ঈশ্বরের মানদণ্ড রয়েছে এবং তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে তিনি পাপ থেকে মন ফেরানোর দাবি করেন। পবিত্র আত্মা লাভ করতে এবং পরিত্রাণ পেতেও ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা প্রয়োজন:

²⁹ ...পিতার ও প্রেরিতগণ ... বললেন, “মানুষের চেয়ে বরং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করাই আমাদের কর্তব্য। ... ³² আর আমরা এসব বিষয়ের সাক্ষী, এবং পবিত্র আত্মাও সাক্ষী, যাকে ঈশ্বর তাঁর আজ্ঞাপালনকারীদের দিয়েছেন।” (প্রেরিত 5:29,32, AFV)

⁵ খ্রীষ্ট ... ⁸ যদিও তিনি পুত্র ছিলেন, তবুও যে দুঃখভোগ করেছিলেন তার মধ্য দিয়ে তিনি আজ্ঞাপালন শিখেছিলেন। ⁹ আর সিদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর আজ্ঞাপালনকারী সকলের জন্য অনন্ত পরিত্রাণের উৎস হলেন, (ইব্রীয় 5:5,8-9)

প্রেরিত পৌল সতর্ক করেছিলেন যে কেউ কেউ শিক্ষা দেবে না যে যীশুর সুসমাচারই উত্তর, বরং তারা শেখাবে অন্য পথও গ্রহণযোগ্য:

³ পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বরুক, ⁴ যিনি আমাদের ঈশ্বর ও পিতার ইচ্ছা অনুসারে আমাদের পাপের জন্য নিজেকে দান করলেন, যেন তিনি আমাদের এই বর্তমান মন্দ যুগ থেকে উদ্ধার করেন, ⁵ তাঁরই মহিমা যুগে যুগে চিরকাল হোক। আমেন। ⁶ আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে তোমরা এত শীঘ্রই তাঁর কাছ থেকে সরে যাচ্ছ, যিনি খ্রীষ্টের অনুগ্রহে তোমাদের আহ্বান করেছিলেন, আর ভিন্ন এক সুসমাচারের দিকে ফিরছ, ⁷ যা আসলে অন্য কোনো সুসমাচার নয়; কিন্তু কেউ কেউ

তোমাদের অস্থির করছে এবং খ্রীষ্টের সুসমাচার বিকৃত করতে চাইছে।^৪ কিন্তু আমরা কিংবা স্বর্গ থেকে আসা কোনো দূতও যদি আমরা তোমাদের কাছে যা প্রচার করেছি তার চেয়ে ভিন্ন কোনো সুসমাচার প্রচার করে, তবে সে অভিশপ্ত হোক।^৫ আমরা আগে যেমন বলেছি, এখন আমি আবার বলছি, যদি কেউ তোমরা যা পেয়েছ তার চেয়ে ভিন্ন কোনো সুসমাচার তোমাদের কাছে প্রচার করে, তবে সে অভিশপ্ত হোক। (গালাতীয় ১:৩-৭)

^৩ কিন্তু আমার ভয় হয়, সাপ যেমন তার ধূর্ততায় হবাকে প্রতারিত করেছিল, তেমনি হয়তো তোমাদের মনও খ্রীষ্টের প্রতি যে সরলতা, তা থেকে ভ্রষ্ট হবে।^৪ কারণ যে আসে সে যদি এমন অন্য এক যীশুকে প্রচার করে যাঁকে আমরা প্রচার করিনি, কিংবা তোমরা যদি এমন ভিন্ন এক আত্মা পাও যা তোমরা পাওনি, কিংবা এমন ভিন্ন এক সুসমাচার পাও যা তোমরা গ্রহণ করেনি—তোমরা তো তা বেশ সহ্যই করে নাও! (২ করিন্থীয় ১১:৩-৪)

সেই “অন্য” ও “ভিন্ন,” অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা সুসমাচারটি কী ছিল?

মিথ্যা সুসমাচারের নানা দিক রয়েছে।

সাধারণভাবে, মিথ্যা সুসমাচার হলো এই বিশ্বাস যে ঈশ্বরকে জানার দাবি করেও আপনাকে আসলে তাঁর আজ্ঞা পালন করতে হবে না এবং তাঁর পথে সত্যিকারের জীবনযাপনের জন্য সত্যিই চেষ্টা করতে হবে না (তুলনা করুন মথি ৭:২১-২৩)। এটি স্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে থাকে।

প্রায় ৬০০০ বছর আগে সাপ হবাকে ভুলিয়ে এক মিথ্যা সুসমাচারে ফেলেছিল (আদিপুস্তক ৩)—আর সেই থেকে মানুষ বিশ্বাস করে এসেছে যে তারা ঈশ্বরের চেয়ে ভালো জানে এবং ভালোমন্দ নিজেরাই ঠিক করবে। হ্যাঁ, যীশুর আগমনের পরেও নানা মিথ্যা সুসমাচারের সঙ্গে প্রায়ই তাঁর নাম যুক্ত করা হয়েছে—আর তা চলছেই এবং চূড়ান্ত খ্রীষ্টারির সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে।

প্রেরিত পৌলের সময়ে মিথ্যা সুসমাচারটি মূলত ছিল সত্য ও ভ্রান্তির এক নস্টিক/অতীন্দ্রিয় মিশ্রণ। নস্টিকেরা মূলত বিশ্বাস করত যে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে, এমনকি পরিত্রাণ পেতেও বিশেষ জ্ঞানই প্রয়োজন। নস্টিকেরা মনে করত যে দেহ কী করল তাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না, আর

তারা সপ্তম-দিনের বিশ্রামবারের মতো বিষয়ে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনের বিরোধী ছিল। এমনই একজন মিথ্যা নেতা ছিলেন শিমোন মাগুস, যাঁকে প্রেরিত পিতর তিরস্কার/সতর্ক করেছিলেন (প্রেরিত ৪:১৪-২১)।

কিন্তু এটি সহজ নয়

নতুন নিয়ম দেখায় যে ফিলিপ ঈশ্বরের রাজ্যের শিক্ষা দিয়েছিলেন:

^৫ তারপর ফিলিপ শমরিয়ান নগরে নেমে গিয়ে সেখানকার লোকদের কাছে খ্রীষ্টকে প্রচার করলেন। ... ^{১২} ফিলিপ ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধীয় বিষয় প্রচার করলে তারা তাঁর কথা বিশ্বাস করল ... (প্রেরিত ৪:৫,১২)

তবুও যীশু, পৌল ও শিষ্যেরা শিক্ষা দিয়েছিলেন যে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা সহজ নয়:

^{২৪} যীশু যখন দেখলেন যে সে অত্যন্ত দুঃখিত হলো, তখন তিনি বললেন, “ধনীদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কত কঠিন! ^{২৫} কারণ ধনী মানুষের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে বরং সূচের ছিদ্র দিয়ে উটের যাওয়া সহজ।”

^{২৬} যারা তা শুনল, তারা বলল, “তবে কে পরিত্রাণ পেতে পারে?”

^{২৭} কিন্তু তিনি বললেন, “যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব, তা ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব।” (লুক ১৪:২৪-২৭)

^{২২} “অনেক ক্রুশের মধ্য দিয়েই আমাদের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে।” (প্রেরিত ১৪:২২)

^৩ ভাইয়েরা, তোমাদের জন্য সর্বদা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করা আমাদের কর্তব্য, আর তা উপযুক্তও, কারণ তোমাদের বিশ্বাস অতিশয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তোমাদের প্রত্যেকের প্রেম পরস্পরের প্রতি উপচে পড়ছে, ^৪ এমনকি তোমরা যেসব তাড়না ও ক্রুশ সহ্য করছ, তার মধ্যে তোমাদের ধৈর্য ও বিশ্বাসের জন্য আমরা নিজেরাই ঈশ্বরের মণ্ডলীগুলির মধ্যে তোমাদের নিয়ে গর্ব করি, ^৫ যা ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের স্পষ্ট প্রমাণ, যেন তোমরা ঈশ্বরের রাজ্যের যোগ্য বলে গণিত হও, যে রাজ্যের জন্য তোমরা দুঃখভোগও করছ; ^৬ কারণ যারা

তোমাদের কষ্ট দেয়, তাদের ক্লেশ দিয়ে প্রতিফল দেওয়া ঈশ্বরের পক্ষে ন্যায়সংগত, ⁷ আর তোমরা যারা কষ্ট পাচ্ছ, তোমাদের আমাদের সঙ্গে বিশ্রাম দেওয়াও, যখন প্রভু যীশু তাঁর পরাক্রমী দূতদের সঙ্গে স্বর্গ থেকে প্রকাশিত হবেন, (2 থিমলনীকীয় 1:3-7)

এই সময়ের কষ্টের কারণে এই যুগে কেবল কিছু লোককেই এর অংশ হওয়ার জন্য আহৃত ও মনোনীত করা হচ্ছে (মথি 22:1-14; যোহন 6:44; ইব্রীয় 6:4-6)। অন্যদের পরে আহ্বান করা হবে, কারণ বাইবেল দেখায় যে “যারা আত্মীয় ভ্রাতৃ হয়েছিল তারা বুদ্ধি লাভ করবে, আর যারা অভিযোগ করেছিল তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে” (যিশাইয় 29:24)।

প্রেরিত পিতর শিক্ষা দিয়েছিলেন যে রাজ্যটি চিরস্থায়ী, আর ঈশ্বরের সুসমাচার অবশ্যই যত্নসহকারে পালন করতে হবে, নতুবা বিচার হবে:

¹⁰ অতএব ভাইয়েরা, তোমাদের আহ্বান ও মনোনয়ন সুনিশ্চিত করতে আরও বেশি যত্নবান হও, কারণ তোমরা এসব করলে কখনও হোঁচট খাবে না; ¹¹ কারণ এভাবেই আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের চিরস্থায়ী রাজ্যে তোমাদের প্রবেশাধিকার প্রচুরভাবে দেওয়া হবে। (2 পিতর 1:10-11)

¹⁷ কারণ ঈশ্বরের গৃহেই বিচার শুরু হওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছে; আর তা যদি প্রথমে আমাদের দিয়েই শুরু হয়, তবে যারা ঈশ্বরের সুসমাচারের আজ্ঞা পালন করে না, তাদের পরিণাম কী হবে? (1 পিতর 4:17)

বাইবেলের শেষ পুস্তকগুলি ও রাজ্য

বাইবেল শিক্ষা দেয় যে “ঈশ্বর প্রেম” (1 যোহন 4:8,16) এবং যীশুই ঈশ্বর (যোহন 1:1,14)—ঈশ্বরের রাজ্যের এমন এক রাজা থাকবেন যিনি প্রেমস্বরূপ এবং যাঁর ব্যবস্থা ঘৃণা নয়, প্রেমকেই সমর্থন করে (তুলনা করুন প্রকাশিত বাক্য 22:14-15)।

বাইবেল আরও দেখায় যে ঈশ্বর এমন একজন দূত পাঠাবেন যিনি তাঁর রাজ্যের চিরস্থায়ী সুসমাচার ঘোষণা করবেন (প্রকাশিত বাক্য 14:6-7), আর তারপর আরেকজন দূত পাঠাবেন এ কথা জানাতে যে ব্যাবিলন মহান বলে

মনে হলেও তার পতন ঘটে (প্রকাশিত বাক্য 14:8-9)। এই বার্তাগুলি হবে সেই সুসমাচারের অলৌকিক নিশ্চিতকরণ, যা জগৎ ইতিপূর্বেই সাক্ষ্যরূপে পেয়েছে, আর মনে হয় সেগুলিই শেষকালে ঈশ্বরের কাছে আসা “বিরাত জনতার” ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে (প্রকাশিত বাক্য 7:9-14)। যে চূড়ান্ত ব্যাবিলনীয় শক্তি উত্থিত হয়ে পতিত হবে (তুলনা করুন প্রকাশিত বাক্য 18:1-18), তার বিপরীতে ঈশ্বরের রাজ্যের চূড়ান্ত পর্যায় চিরকাল স্থায়ী হয়:

¹⁵ তারপর সপ্তম দূত তুরী বাজালেন: আর স্বর্গে উচ্চ রব শোনা গেল, “জগতের রাজ্যগুলি আমাদের প্রভুর ও তাঁর খ্রীষ্টের রাজ্যে পরিণত হয়েছে, আর তিনি যুগে যুগে চিরকাল রাজত্ব করবেন!” (প্রকাশিত বাক্য 11:15)

যীশু সেই রাজ্যে রাজত্ব করবেন! আর বাইবেল তাঁর দুটি উপাধি প্রকাশ করে:

¹⁶ আর তাঁর বস্ত্রে ও তাঁর ঊরুতে এই নাম লেখা আছে: রাজাদের রাজ্য ও প্রভুদের প্রভু। (প্রকাশিত বাক্য 19:16)

কিন্তু কেবল যীশুই কি রাজত্ব করবেন? এই অংশটি লক্ষ্য করুন:

⁴ আর আমি সিংহাসনগুলি দেখলাম, আর তাদের উপরে যাঁরা বসেছিলেন, তাঁদের হাতে বিচারভার দেওয়া হয়েছিল। তারপর আমি তাদের প্রাণ দেখলাম, যাদের যীশুর পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ও ঈশ্বরের বাক্যের জন্য শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল, যারা সেই পশুর বা তার প্রতিমার উপাসনা করেনি এবং নিজেদের কপালে বা হাতে তার ছাপ গ্রহণ করেনি। আর তারা জীবিত হলো এবং খ্রীষ্টের সঙ্গে এক হাজার বছর রাজত্ব করল... ⁶ ধন্য ও পবিত্র সেই ব্যক্তি, যার প্রথম পুনরুত্থানে অংশ আছে। এদের উপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কোনো ক্ষমতা নেই, বরং তারা ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের যাজক হবে এবং তাঁর সঙ্গে এক হাজার বছর রাজত্ব করবে। (প্রকাশিত বাক্য 20:4,6)

প্রকৃত খ্রীষ্টানেরা পুনরুত্থিত হয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে এক হাজার বছর রাজত্ব করবে! রাজ্যটি চিরকাল স্থায়ী হবে (প্রকাশিত বাক্য 11:15), কিন্তু প্রকাশিত বাক্য 20:6-এ উল্লিখিত প্রথম পুনরুত্থিত পবিত্র লোকদের সঙ্গে রাজত্ব ছিল কেবল এক হাজার বছরের জন্য। এই কারণেই আমি আগে একে রাজ্যের

প্রথম পর্যায় বলেছি—চূড়ান্ত, অধিকতর আত্মিক পর্যায়ের বিপরীতে দৈহিক, সহস্রাব্দকালীন পর্যায়।

প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে ঈশ্বরের রাজ্যের সহস্রাব্দকালীন পর্যায় ও চূড়ান্ত পর্যায়ের মাঝখানে ঘটতে চলা কয়েকটি ঘটনার তালিকা রয়েছে:

⁷ সেই হাজার বছর শেষ হলে শয়তানকে তার কারাগার থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে, ⁸ আর সে পৃথিবীর চার প্রান্তে থাকা জাতিগুলিকে, অর্থাৎ গোগ ও মাগোগকে, ভুলিয়ে যুদ্ধের জন্য একত্র করতে বেরিয়ে যাবে; তাদের সংখ্যা সমুদ্রের বালুকণার মতো। ... ¹¹ তারপর আমি এক বিশাল শ্বেত সিংহাসন এবং তাঁর উপরে যিনি বসেছিলেন তাঁকে দেখলাম, যাঁর মুখের সামনে থেকে পৃথিবী ও আকাশ পালিয়ে গেল। আর তাদের জন্য কোনো স্থান পাওয়া গেল না। ¹² আর আমি মৃতদের, ছোট ও বড় সকলকে, ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, আর পুস্তকগুলি খোলা হলো। আরেকটি পুস্তকও খোলা হলো, যা জীবনপুস্তক। আর পুস্তকগুলিতে যা লেখা ছিল সেই অনুসারে মৃতদের নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী বিচার করা হলো। ¹³ সমুদ্র তার মধ্যকার মৃতদের সমর্পণ করল, আর মৃত্যু ও পাতাল তাদের মধ্যকার মৃতদের সমর্পণ করল। আর প্রত্যেককে নিজ নিজ কাজ অনুসারে বিচার করা হলো। ¹⁴ তারপর মৃত্যু ও পাতালকে অগ্নিহুদে নিক্ষেপ করা হলো। এটিই দ্বিতীয় মৃত্যু। ¹⁵ আর যার নাম জীবনপুস্তকে লেখা পাওয়া গেল না, তাকে অগ্নিহুদে নিক্ষেপ করা হলো। (প্রকাশিত বাক্য 20:7-8, 11-15)

প্রকাশিত বাক্য পুস্তক দেখায় যে হাজার বছরের রাজত্বের পরে এবং যারা চিরতরে মন ফেরানো ও ঈশ্বরের পথ প্রত্যাখ্যান করে তাদের দ্বিতীয় মৃত্যুর পরে রাজ্যের এক পরবর্তী পর্যায় আসবে:

¹ তারপর আমি এক নতুন আকাশ ও এক নতুন পৃথিবী দেখলাম, কারণ প্রথম আকাশ ও প্রথম পৃথিবী লুপ্ত হয়েছিল। সমুদ্রও আর ছিল না। ² তারপর আমি, যোহন, পবিত্র নগরী, নতুন জেরুজালেমকে ঈশ্বরের কাছ থেকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখলাম, যা বরের জন্য সজ্জিত কন্যার মতো প্রস্তুত ছিল। ³ আর আমি স্বর্গ থেকে এক উচ্চ রব শুনলাম, “দেখো, ঈশ্বরের আবাস মানুষের সঙ্গে, আর তিনি তাদের সঙ্গে বাস করবেন, আর তারা তাঁর প্রজা হবে। ঈশ্বর স্বয়ং

তাদের সঙ্গে থাকবেন ও তাদের ঈশ্বর হবেন।⁴ আর ঈশ্বর তাদের চোখ থেকে সমস্ত অশ্রু মুছে দেবেন; মৃত্যু আর থাকবে না, শোকও নয়, ক্রন্দনও নয়। যন্ত্রণাও আর থাকবে না, কারণ আগের বিষয়গুলি লুপ্ত হয়েছে।” (প্রকাশিত বাক্য 21:1-4)

¹ আর তিনি আমাকে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জীবন-জলের এক নির্মল নদী দেখালেন, যা ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন থেকে বের হচ্ছিল।² নগরীর পথের মাঝখানে এবং নদীর দুই তীরে ছিল জীবনবৃক্ষ, যা বারো রকম ফল উৎপন্ন করত, প্রতি মাসে প্রত্যেক গাছ নিজের ফল দিত। সেই গাছের পাতা জাতিগণের আরোগ্যের জন্য ছিল।³ আর কোনো অভিশাপ আর থাকবে না, বরং ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন তার মধ্যে থাকবে, আর তাঁর দাসেরা তাঁর সেবা করবে।⁴ তারা তাঁর মুখ দেখবে, আর তাঁর নাম তাদের কপালে থাকবে।⁵ সেখানে আর রাত থাকবে না: তাদের প্রদীপের বা সূর্যের আলোর প্রয়োজন হবে না, কারণ প্রভু ঈশ্বরই তাদের আলো দেবেন। আর তারা যুগে যুগে চিরকাল রাজত্ব করবে। (প্রকাশিত বাক্য 22:1-5)

লক্ষ্য করুন যে হাজার বছরের পরের এই রাজত্বে ঈশ্বরের দাসেরাও অন্তর্ভুক্ত এবং তা চিরকাল স্থায়ী হয়। স্বর্গে প্রস্তুত করা পবিত্র নগরীটি স্বর্গ ত্যাগ করে পৃথিবীতে নেমে আসবে। এটিই ঈশ্বরের রাজ্যের চূড়ান্ত পর্যায়ের সূচনা। এমন এক সময়, যখন আর কোনো যন্ত্রণা বা দুঃখভোগ থাকবে না!

নম্রেরা পৃথিবীর অধিকারী হবে (মথি 5:5) এবং সমস্ত কিছুই অধিকারী হবে (প্রকাশিত বাক্য 21:7)। পৃথিবী, এমনকি তার উপরে অবস্থিত পবিত্র নগরীসহ, আরও উত্তম হবে, কারণ ঈশ্বরের পথই কার্যকর হবে। উপলব্ধি করুন যে:

⁷ তাঁর শাসন ও শান্তির বৃদ্ধির কোনো শেষ হবে না, (যিশাইয় 9:7)

স্পষ্টতই ঈশ্বরের রাজ্যের চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হওয়ার পরেও বৃদ্ধি ঘটবে, কারণ সকলেই ঈশ্বরের শাসন মেনে চলবে।

এটি হবে এক অতি মহিমাময় সময়:

⁹ কিন্তু যেমন লেখা আছে: “চোখ যা দেখেনি, কান যা শোনেনি, আর মানুষের হৃদয়ে যা কখনও উদ্ভূত হয়নি, ঈশ্বর তাঁর প্রেমকারীদের

জন্য তা-ই প্রস্তুত করেছেন।”¹⁰ কিন্তু ঈশ্বর তাঁর আত্মার মাধ্যমে তা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। (1 করিন্থীয় 2:9-10)

এটি প্রেম, আনন্দ ও চিরস্থায়ী সান্ত্বনার সময়। এটি হবে এক অভাবনীয় সময়! ঈশ্বরের রাজ্য এক অভাবনীয়ভাবে উত্তম অনন্তকাল এনে দেবে। আপনি কি তাতে নিজের অংশ পেতে চান না?

5. নতুন নিয়মের বাইরের উৎসগুলিও ঈশ্বরের রাজ্যের শিক্ষা দিয়েছে

খ্রীষ্টকে স্বীকার করা আদি বিশ্বাসীরা কি মনে করতেন যে তাঁদের এক আক্ষরিক ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করার কথা?

হ্যাঁ।

কয়েক বছর আগে University of North Carolina-র অধ্যাপক Bart Ehrman তাঁর একটি বক্তৃতায় বারবার এবং যথার্থভাবেই এ বিষয়ে জোর দিয়েছিলেন যে আজকের খ্রীষ্টান বলে দাবি করা অধিকাংশ মানুষের বিপরীতে, যীশু ও তাঁর আদি অনুসারীরা ঈশ্বরের রাজ্য ঘোষণা করতেন। যদিও খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে Dr. Ehrman-এর সামগ্রিক বোঝাপড়া Continuing Church of God-এর বোঝাপড়া থেকে বহুলাংশে আলাদা, তবুও আমরা একমত হব যে রাজ্যের সুসমাচারই যীশু নিজে ঘোষণা করেছিলেন এবং তাঁর অনুসারীরা তাতেই বিশ্বাস করতেন। আমরা এ বিষয়েও একমত হব যে আজ যারা খ্রীষ্টধর্ম দাবি করে তাদের অনেকেই তা বোঝে না।

নতুন নিয়ম-পরবর্তী সংরক্ষিত প্রাচীনতম রচনা ও উপদেশ

“টিকে থাকা প্রাচীনতম সম্পূর্ণ খ্রীষ্টীয় উপদেশ” বলে যা দাবি করা হয়, ঈশ্বরের রাজ্য তার এক উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল (Holmes M.W. Ancient Christian Sermon. The Apostolic Fathers: Greek Texts and English Translations, 2nd ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004, p. 102)। এই প্রাচীন খ্রীষ্টীয় উপদেশে রাজ্য সম্বন্ধে এই কথাগুলি রয়েছে:

5:5 আরও, ভাইয়েরা, তোমরা জানো যে মাংসের জগতে আমাদের অবস্থান তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু খ্রীষ্টের প্রতিজ্ঞা মহান ও আশ্চর্য: আসন্ন রাজ্যে বিশ্রাম এবং অনন্ত জীবন।

উপরের বক্তব্যটি দেখায় যে রাজ্য এখন নয়, বরং তা আসবে এবং চিরস্থায়ী হবে। এছাড়াও এই প্রাচীন উপদেশে বলা হয়েছে:

6:9 এখন এমন ধার্মিক লোকেরাও যদি নিজেদের ধার্মিক কাজের দ্বারা নিজেদের সন্তানদের রক্ষা করতে না পারেন, তবে আমরা যদি

আমাদের বাপ্তিস্মকে শুদ্ধ ও কলঙ্কহীন রাখতে ব্যর্থ হই, তাহলে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের কী নিশ্চয়তা আমাদের আছে? অথবা আমাদের পবিত্র ও ধার্মিক কাজ যদি না পাওয়া যায়, তবে কে আমাদের পক্ষে সহায় হবে? ^{9:6} অতএব এসো, আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি, যেন আমরা সকলে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারি। ^{11:7} অতএব ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যা ন্যায্য তা যদি আমরা জানি, তবে আমরা তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করব এবং সেই প্রতিজ্ঞাগুলি লাভ করব, যা “কান শোনেনি, চোখ দেখেনি, আর মানুষের হৃদয় কল্পনাও করেনি।”

^{12:1} অতএব এসো, আমরা প্রেম ও ধার্মিকতায় প্রতি ঘণ্টায় ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতীক্ষা করি, কারণ ঈশ্বরের আবির্ভাবের দিন আমরা জানি না। ^{12:6} তিনি বলেন, আমার পিতার রাজ্য আসবে।

উপরের বক্তব্যগুলি দেখায় যে যথাযথ জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে প্রেম প্রয়োজন, আমরা এখনও ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিনি, এবং তা ঈশ্বরের আবির্ভাবের দিনের পরেই ঘটে—অর্থাৎ যীশু আবার ফিরে আসার পরে। এটি পিতার রাজ্য, আর রাজ্য কেবল যীশু নয়।

এটি আকর্ষণীয় যে ঈশ্বর প্রাচীনতম যে খ্রীষ্টীয় উপদেশটি টিকে থাকতে দিয়েছেন, তা সেই একই ঈশ্বরের রাজ্যের শিক্ষা দেয় যা নতুন নিয়ম শিক্ষা দেয় এবং Continuing Church of God এখন শিক্ষা দেয় (এটি সম্ভব যে এটি প্রকৃত কোনো Church of God থেকেই এসে থাকতে পারে, তবে গ্রিক ভাষায় আমার সীমিত জ্ঞান এর চেয়ে দৃঢ় কোনো ঘোষণা দেওয়ার ক্ষমতাকে সীমিত করে)।

দ্বিতীয় শতকের মণ্ডলী-নেতারা ও রাজ্যের সুসমাচার

লক্ষণীয় যে দ্বিতীয় শতকের শুরুতে পাপিয়াস, যিনি যোহনের কথা শুনেছিলেন ও পলিকার্ণের বন্ধু ছিলেন এবং যাঁকে রোমান ক্যাথলিকরা সাধু বলে গণ্য করেন, তিনি সহস্রাব্দকালীন রাজ্যের শিক্ষা দিয়েছিলেন। ইউসেবিয়াস লিপিবদ্ধ করেছেন যে পাপিয়াস শিক্ষা দিয়েছিলেন:

...মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের পরে এক সহস্রাব্দ আসবে, যখন এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের ব্যক্তিগত রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। (Fragments of

Papias, VI. আরও দেখুন Eusebius, Church History, Book 3, XXXIX, 12)

পাপিয়াস শিক্ষা দিয়েছিলেন যে এটি হবে মহা প্রাচুর্যের এক সময়:

একইভাবে, [তিনি বলেছিলেন] একটি গমের দানা থেকে দশ

হাজার শিষ উৎপন্ন হবে, আর প্রতিটি শিষে দশ হাজার দানা থাকবে, আর প্রতিটি দানা থেকে দশ পাউন্ড পরিষ্কার, বিশুদ্ধ, সূক্ষ্ম ময়দা পাওয়া যাবে; আর আপেল, বীজ ও ঘাসও অনুরূপ পরিমাণে উৎপন্ন হবে; আর সমস্ত প্রাণী, যারা তখন কেবল ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যই খাবে, তারা শান্ত ও সম্প্রীতিপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং মানুষের সম্পূর্ণ বশ্যতায় থাকবে।” [এসব বিষয়ে লিখিত সাক্ষ্য দিয়েছেন পাপিয়াস, একজন প্রাচীন ব্যক্তি, যিনি যোহনের কথা শুনেছিলেন ও পলিকার্পের বন্ধু ছিলেন, তাঁর গ্রন্থগুলির চতুর্থটিতে; কারণ তিনি পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন...] (Fragments of Papias, IV)

নতুন নিয়ম-পরবর্তী Letter to the Corinthians-এ বলা হয়েছে:

42:1-3 প্রেরিতগণ আমাদের জন্য প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে সুসমাচার গ্রহণ করেছিলেন; যীশু খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পাঠানো হয়েছিল। সুতরাং খ্রীষ্ট ঈশ্বর থেকে, আর প্রেরিতগণ খ্রীষ্ট থেকে। অতএব উভয়ই নির্ধারিত ক্রমে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই এসেছিলেন। অতএব দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে ও পবিত্র আত্মার পূর্ণ নিশ্চয়তায় ঈশ্বরের বাক্যে সুস্থির হয়ে তাঁরা এই আনন্দবার্তা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন যে ঈশ্বরের রাজ্য আসবে।

স্মুর্গার পলিকার্প ছিলেন একজন আদি খ্রীষ্টীয় নেতা, যিনি যোহনেরও শিষ্য ছিলেন—যোহনই ছিলেন মূল প্রেরিতদের মধ্যে সর্বশেষ মৃত ব্যক্তি। প্রায় 120-135 খ্রিস্টাব্দে পলিকার্প শিক্ষা দিয়েছিলেন:

ধন্য দরিদ্রেরা, আর ধন্য তারা, যারা ধার্মিকতার জন্য তাড়িত হয়, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তাদেরই। (Polycarp. Letter to the Philippians, Chapter II. From Ante-Nicene Fathers, Volume 1 as edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885)

অতএব জেনে যে “ঈশ্বরকে ঠাট্টা করা যায় না,” আমাদের তাঁর আজ্ঞা ও মহিমার যোগ্যরূপে চলা উচিত ...কারণ জগতে যেসব কামনা রয়েছে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াই ভালো, যেহেতু “প্রত্যেক কামনা আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে;” আর “ব্যভিচারী, স্ত্রীস্বভাব পুরুষ, কিংবা পুংমৈথুনকারী কেউই ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হবে না,” আর যারা অসংগত ও অশোভন কাজ করে তারাও নয়। (ঐ, Chapter V)

অতএব এসো, আমরা ভয়ে ও সম্পূর্ণ শ্রদ্ধায় তাঁর সেবা করি, ঠিক যেমন তিনি নিজে আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন, আর যেমন প্রেরিতগণ, যাঁরা আমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন, এবং ভাববাদীগণ, যাঁরা আগেই প্রভুর আগমন ঘোষণা করেছিলেন। (ঐ, Chapter VI)

নতুন নিয়মের অন্যদের মতোই পলিকার্প শিক্ষা দিয়েছিলেন যে ধার্মিকেরাই ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হবে, আজ্ঞা-লঙ্ঘনকারীরা নয়।

পলিকার্প নিচের কথাগুলিও শিক্ষা দিয়েছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে:

আর পরবর্তী বিশ্রামবারে তিনি বললেন: ‘ঈশ্বরের প্রিয় সন্তানেরা, আমার এই উপদেশ শোনো। অধ্যক্ষেরা উপস্থিত থাকতে আমি তোমাদের শপথ করিয়েছিলাম, আর এখন আবার আমি তোমাদের সকলকে উপদেশ দিচ্ছি, প্রভুর পথে শালীনভাবে ও যোগ্যরূপে চলো...সজাগ থাকো, আর আবার বলি, প্রস্তুত থাকো, তোমাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত না হোক; পরস্পরের প্রতি প্রেম সম্বন্ধে নতুন আজ্ঞা, দ্রুত বিদ্যুতের মতো তাঁর আকস্মিক প্রকাশিত আগমন, আগুনের দ্বারা মহাবিচার, অনন্ত জীবন, তাঁর অক্ষয় রাজ্য—এসব মনে রাখো। আর ঈশ্বরের কাছ থেকে শেখা সমস্ত বিষয় তোমরা জানো, যখন তোমরা ঈশ্বর-নিঃশ্বসিত শাস্ত্র অনুসন্ধান করো; পবিত্র আত্মার লেখনী দিয়ে তা তোমাদের হৃদয়ে খোদাই করো, যেন আজ্ঞাগুলি অমোচনীয়ভাবে তোমাদের মধ্যে থাকে।’ (Life of Polycarp, Chapter 24. J. B. Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp. 488-506)

সার্ডিসের Melito, যিনি ছিলেন একজন Church of God নেতা, প্রায় 170 খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা দিয়েছিলেন:

কারণ প্রকৃতপক্ষে ব্যবস্থা সুসমাচারে পরিণত হয়েছিল—পুরাতনটি নতুনে, উভয়ই একসঙ্গে সিয়োন ও জেরুজালেম থেকে বেরিয়ে এসেছিল; আর আজ্ঞা অনুগ্রহে পরিণত হয়েছিল, প্রতিরূপ সমাপ্ত বস্তুতে, মেষশাবক পুত্রে, মেষ একজন মানুষে, আর মানুষ ঈশ্বরে ...

কিন্তু সুসমাচার হয়ে উঠল ব্যবস্থার ব্যাখ্যা ও তার

পূর্ণতা, আর মণ্ডলী হয়ে উঠল সত্যের ভাণ্ডার...

ইনিই তিনি, যিনি আমাদের দাসত্ব থেকে স্বাধীনতায়, অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে জীবনে, অত্যাচার থেকে এক অনন্ত রাজ্যে উদ্ধার করেছেন। (Melito. Homily On the Passover. Verses 7,40, 68. Translation from Kerux: The Journal of Online Theology. <http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp>)

সুতরাং ঈশ্বরের রাজ্য এমন কিছু বলে জানা ছিল যা চিরন্তন, নিছক বর্তমান খ্রীষ্টীয় বা রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলী নয়, আর তাতে ঈশ্বরের ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি থেকে শেষভাগের আরেকটি রচনা মানুষকে রাজ্যের দিকে তাকাতে উৎসাহিত করে:

অতএব তোমাদের কেউ যেন আর ভান না করে বা পিছনে ফিরে না তাকায়, বরং স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচারের কাছে আসে। (Roman Clement. Recognitions, Book X, Chapter XLV. Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 8. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1886)

এছাড়া, যদিও তা স্পষ্টতই প্রকৃত মণ্ডলীর কারও লেখা নয়, তবুও দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ের The Shepherd of Hermas নামক রচনাটিতে Roberts ও Donaldson-এর অনুবাদে “ঈশ্বরের রাজ্য” অভিব্যক্তিটি চোদ্দোবার ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রকৃত খ্রীষ্টানেরা, এমনকি যারা কেবল খ্রীষ্টকে স্বীকার করার দাবি করত তাদের অনেকেও, দ্বিতীয় শতকে ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে কিছু জানত।

এমনকি রোমান ক্যাথলিক ও পূর্ব অর্থোডক্স সাধু ইরেনিয়াসও বুঝেছিলেন যে পুনরুত্থানের পরেই খ্রীষ্টানেরা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করবে। লক্ষ্য করুন তিনি প্রায় 180 খ্রিস্টাব্দে কী লিখেছিলেন:

কারণ যারা বিশ্বাস করেছে তাদের অবস্থা এমনই, যেহেতু তাদের মধ্যে পবিত্র আত্মা নিরন্তর অবস্থান করেন, যাঁকে তিনি বাপ্তিস্মে দিয়েছিলেন, আর গ্রহণকারী তাঁকে ধরে রাখে, যদি সে সত্য, পবিত্রতা, ধার্মিকতা ও ধৈর্যশীল সহিষ্ণুতায় চলে। কারণ বিশ্বাসীদের মধ্যে এই আত্মার পুনরুত্থান হয়; দেহ আবার আত্মাকে গ্রহণ করে, আর তার সঙ্গে পবিত্র আত্মার শক্তিতে উত্থাপিত হয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করে। (Irenaeus, St., Bishop of Lyon. Translated from the Armenian by Armitage Robinson. The Demonstration of the Apostolic Preaching, Chapter 42. Wells, Somerset, Oct. 1879. As published in SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE. NEW YORK: THE MACMILLAN CO, 1920)

আন্তিয়খের থিওফিলাস শিক্ষা দিয়েছিলেন:

আমি কেবল তাঁর মঙ্গলভাবের কথাই উল্লেখ করি; আমি যদি তাঁকে রাজ্যে বলি, তবে আমি কেবল তাঁর মহিমারই উল্লেখ করি ... কারণ তিনি যদি শুরু থেকেই তাকে অমর করে সৃষ্টি করতেন, তবে তিনি তাকে ঈশ্বরই করতেন। ... অতএব তিনি তাকে অমরও করেননি, আবার মরণশীলও করেননি, বরং, উপরে যেমন বলেছি, উভয়েরই যোগ্য করে সৃষ্টি করেছেন; যাতে সে যদি ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে অমরত্বের বিষয়গুলির দিকে ঝোঁকে, তবে সে তাঁর কাছ থেকে পুরস্কারস্বরূপ অমরত্ব লাভ করে এবং ঈশ্বর হয়ে ওঠে। (Theophilus, To Autolycus, 1:3, 2:27)

রোমান ক্যাথলিক সাধু হিপোলিটাস তৃতীয় শতকের শুরুতে লিখেছিলেন:

আর তুমি স্বর্গরাজ্য লাভ করবে, তুমি, যে এই জীবনে প্রবাসকালে সেই স্বর্গীয় রাজাকে জেনেছিলে। আর তুমি ঈশ্বরের সহচর ও খ্রীষ্টের সহ-উত্তরাধিকারী হবে, আর কামনা বা আবেগের দাস থাকবে না,

আর কখনও রোগে ক্ষয়ও পাবে না। কারণ তুমি ঈশ্বর হয়েছ: মানুষ থাকাকালে তুমি যে দুঃখভোগ সহ্য করেছিলে, তা তিনি তোমাকে দিয়েছিলেন, কারণ তুমি মরণশীল গঠনের ছিলে; কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে যা দান করা সংগত, তা ঈশ্বর তোমাকে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন, কারণ তোমাকে ঈশ্বরত্বে উন্নীত করা হয়েছে এবং অমরত্বের জন্য জন্ম দেওয়া হয়েছে। (Hippolytus. Refutation of All Heresies, Book X, Chapter 30)

মানুষের লক্ষ্য হলো আসন্ন ঈশ্বরের রাজ্যে ঈশ্বরত্বে উন্নীত হওয়া (ঈশ্বরের আক্ষরিক সন্তান হিসেবে, তুলনা করুন গীতসংহিতা ৪২:৬)।

আসন্ন ঈশ্বরের রাজ্য মূল catholic মণ্ডলীর একটি শিক্ষা ছিল (আমাদের বিনামূল্যের ই-বইটিও দেখুন, ccog.org-এ পাওয়া যায়, শিরোনাম [Beliefs of the Original Catholic Church: Could a remnant group have continuing apostolic succession?](#))।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের সমস্যা

রাজ্যের শিক্ষা ব্যাপকভাবে গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় শতকে মার্সিয়ন নামে ব্যবস্থা-বিরোধী এক ধর্মত্যাগী নেতার উত্থান ঘটে। মার্সিয়ন ঈশ্বরের ব্যবস্থা, বিশ্রামবার এবং আক্ষরিক ঈশ্বরের রাজ্যের বিরুদ্ধে শিক্ষা দিতেন। যদিও পলিকার্প ও অন্যেরা তাঁকে নিন্দা করেছিলেন, তবুও তিনি বেশ কিছুকাল রোমের মণ্ডলীর সঙ্গে সংযোগ রেখেছিলেন এবং রোমীয় মণ্ডলীর উপরে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল বলে মনে হয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে আলেকজান্দ্রিয়ায় (মিশর) রূপকবাদীরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠছিল। বহু রূপকবাদী আক্ষরিক ঈশ্বরের রাজ্যের মতবাদের বিরোধিতা করতেন। তাঁদের কারও কারও সম্বন্ধে এই বিবরণটি লক্ষ্য করুন:

ডায়োনিসিয়াস আলেকজান্দ্রিয়ার এক অভিজাত ও ধনী পৌত্তলিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের দর্শনে শিক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি পৌত্তলিক বিদ্যালয় ছেড়ে অরিজেনের ছাত্র হন, আর পরে আলেকজান্দ্রিয়ার ধর্মশিক্ষা-বিদ্যালয়ের দায়িত্বে তাঁর উত্তরসূরি হন...

ক্লিমেন্ট, অরিজেন ও নস্টিক বিদ্যালয় তাদের কল্পনাপ্রসূত ও রূপকাশ্রয়ী ব্যাখ্যার দ্বারা পবিত্র বাণীর মতবাদগুলি বিকৃত করছিল...তারা নিজেদের জন্য “রূপকবাদী” নামটি অর্জন করেছিল। নেপোস প্রকাশ্যে রূপকবাদীদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন এবং দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন যে পৃথিবীতে খ্রীষ্টের এক রাজত্ব হবে...

ডায়োনিসিয়াস নেপোসের অনুসারীদের সঙ্গে বিতর্ক করেছিলেন, আর তাঁর বিবরণ অনুসারে... “ঈশ্বরের রাজ্যে এখন যেমন অবস্থা বিরাজ করছে।” মণ্ডলীগুলির বর্তমান অবস্থার মধ্যেই ঈশ্বরের রাজ্য বিদ্যমান—এমন ধারণার এটিই প্রথম উল্লেখ...

নেপোস তাদের ভ্রান্তি তিরস্কার করে দেখিয়েছিলেন যে স্বর্গরাজ্য রূপকার্থক নয়, বরং তা অনন্ত জীবনের উদ্দেশ্যে পুনরুত্থানে আমাদের প্রভুর আক্ষরিক আসন্ন রাজ্য...

সুতরাং বর্তমান অবস্থার মধ্যেই রাজ্য এসে গেছে—এই ধারণাটি মিশরের নস্টিক রূপকবাদী বিদ্যালয়ে 200 থেকে 250 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উদ্ভূত ও প্রসারিত হয়েছিল, সাম্রাজ্যের অধ্যক্ষদের সিংহাসনের অধিকারী বলে গণ্য করার পুরো এক শতাব্দী আগে...

ক্লিমেন্ট ঈশ্বরের রাজ্যকে ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রকৃত মানসিক জ্ঞানের এক অবস্থা হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। অরিজেন একে শাস্ত্রের সরল অক্ষরের মধ্যে লুকানো এক আত্মিক অর্থ হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। (Ward, Henry Dana. The Gospel of the Kingdom: A Kingdom Not of this World; Not in this World; But to Come in the Heavenly Country, of the Resurrection from the Dead and of the Restitution of All Things. Published by Claxton, Remsen & Haffelfinger, 1870, pp. 124-125)

সুতরাং অধ্যক্ষ নেপোস যখন ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার শিক্ষা দিচ্ছিলেন, রূপকবাদীরা তখন সে বিষয়ে এক মিথ্যা, কম আক্ষরিক বোঝাপড়া দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিল। হিয়েরাপোলিসের অধ্যক্ষ অ্যাপোলিনারিসও প্রায় একই সময়ে রূপকবাদীদের ভ্রান্তির বিরুদ্ধে লড়ার চেষ্টা করেছিলেন। যাঁরা প্রকৃতপক্ষে Church of God-এ ছিলেন, তাঁরা ইতিহাস জুড়ে আক্ষরিক ঈশ্বরের রাজ্যের সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন।

Herbert W. Armstrong রাজ্যের সুসমাচার এবং আরও যা শিক্ষা দিয়েছিলেন

বিংশ শতাব্দীতে প্রয়াত Herbert W. Armstrong, Church of God-এর আধুনিক ফিলাদেলফিয়া যুগের প্রথম নেতা (প্রকাশিত বাক্য 3:7-13), লিখেছিলেন:

যেহেতু তারা খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রত্যাখ্যান করেছিল ..., তাই জগৎকে তার জায়গায় অন্য কিছু বসাতে হয়েছিল। তাদের একটি নকল উদ্ভাবন করতে হয়েছিল! তাই আমরা শুনেছি ঈশ্বরের রাজ্যকে নিছক একটি সুন্দর বুলি বলা হচ্ছে—মানুষের হৃদয়ে একটি মনোরম অনুভূতি—যা একে একে অবাস্তব, বায়বীয় শূন্যতায় নামিয়ে আনে! অন্যেরা ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে যে “মণ্ডলী”ই সেই রাজ্য ... ভাববাদী দানিয়েল, যিনি খ্রীষ্টের 600 বছর আগে বেঁচে ছিলেন, তিনি জানতেন যে ঈশ্বরের রাজ্য এক প্রকৃত রাজ্য—পৃথিবীতে আক্ষরিক মানুষের উপরে শাসনকারী এক সরকার ...

এখানে ... ঈশ্বরের রাজ্য কী, সে সম্বন্ধে ঈশ্বরের নিজের ব্যাখ্যা রয়েছে: “আর সেই রাজাদের সময়ে...”—এখানে সেই দশটি আঙুলের কথা বলা হচ্ছে, যেগুলি আংশিক লোহার ও আংশিক ভস্মের মাটির। দানিয়েল 7 এবং প্রকাশিত বাক্য 13 ও 17-এর সঙ্গে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি যুক্ত করলে দেখা যায় যে এটি নতুন ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলছে, যা এখন আপনার চোখের সামনেই গঠিত হচ্ছে ... প্রকাশিত বাক্য 17:12 এই বিশদটি স্পষ্ট করে যে এটি হবে দশজন রাজা বা দশটি রাজ্যের এক মিলন, যারা (প্রকাশিত বাক্য 17:8) প্রাচীন রোমীয় সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করবে ...

খ্রীষ্ট যখন আসবেন, তিনি রাজাদের রাজা হিসেবে আসবেন, সমস্ত পৃথিবী শাসন করতে (প্রকাশিত বাক্য 19:11-16); আর দানিয়েল বলেছিলেন, তাঁর রাজ্য—ঈশ্বরের রাজ্য—এই সমস্ত জাগতিক রাজ্যকে গ্রাস করবে। প্রকাশিত বাক্য 11:15 তা এই ভাষায় বলে: “জগতের রাজ্যগুলি আমাদের প্রভুর ও তাঁর খ্রীষ্টের রাজ্যে পরিণত হয়েছে: আর তিনি যুগে যুগে চিরকাল রাজত্ব করবেন!” এটিই ঈশ্বরের রাজ্য। এটি বর্তমান সরকারগুলির সমাপ্তি—হ্যাঁ, এমনকি যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ জাতিগুলিরও। তখন সেগুলি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রাজ্য—সরকার—হয়ে উঠবে, যিনি তখন সমস্ত পৃথিবীর উপরে

রাজাদের রাজ্য। এতে সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে যায় যে ঈশ্বরের রাজ্য এক আক্ষরিক সরকার। কল্দীয় সাম্রাজ্য যেমন এক রাজ্য ছিল—রোমীয় সাম্রাজ্য যেমন এক রাজ্য ছিল—তেমনি ঈশ্বরের রাজ্যও এক সরকার। এটি জগতের জাতিগুলির সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। যীশু খ্রীষ্ট রাজা—শাসক—হওয়ার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছিলেন! ...

যে যীশু খ্রীষ্ট 1,900 বছরেরও বেশি আগে পবিত্র ভূমির পাহাড়-উপত্যকায় ও জেরুজালেমের রাস্তায় হেঁটেছিলেন, সেই একই যীশু খ্রীষ্ট আবার আসছেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি আবার আসবেন। তাঁকে কবুশে দেওয়ার পর ঈশ্বর তিন দিন ও তিন রাত পরে তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছিলেন (মথি 12:40; প্রেরিত 2:32; 1 করিন্থীয় 15:3-4)। তিনি ঈশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। মহাবিশ্বের সরকারের সদর দপ্তরে (প্রেরিত 1:9-11; ইব্রীয় 1:3; 8:1; 10:12; প্রকাশিত বাক্য 3:21)।

তিনিই সেই দৃষ্টান্তের “অভিজাত ব্যক্তি,” যিনি সমস্ত জাতির উপরে রাজাদের রাজ্য হিসেবে অভিষিক্ত হতে ঈশ্বরের সিংহাসনে—“দূর দেশে”—গিয়েছিলেন, আর তারপর পৃথিবীতে ফিরে আসবেন (লুক 19:12-27)।

আবার, “সমস্ত কিছুর পুনঃস্থাপনের সময়” পর্যন্ত তিনি স্বর্গে আছেন (প্রেরিত 3:19-21)। পুনঃস্থাপন অর্থ পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। এক্ষেত্রে তা পৃথিবীতে ঈশ্বরের সরকারের পুনঃস্থাপন, আর এভাবেই বিশ্বশান্তি ও কল্ললৌকিক অবস্থার পুনঃস্থাপন।

বর্তমান বিশ্বের অস্থিরতা, ক্রমবর্ধমান যুদ্ধ ও বিবাদ এমন এক বিশ্বসংকটে চূড়ান্ত রূপ নেবে যে, ঈশ্বর হস্তক্ষেপ না করলে কোনো মানুষই জীবিত রক্ষা পেত না (মথি 24:22)। ঠিক সেই চরম মুহূর্তে, যখন আর দেরি হলে এই গ্রহ থেকে সমস্ত প্রাণ মুছে যেত, তখন যীশু খ্রীষ্ট ফিরে আসবেন। এবার তিনি ঐশ্বরিক ঈশ্বর হিসেবে আসছেন। তিনি মহাবিশ্ব-শাসনকারী সৃষ্টিকর্তার সমস্ত পরাক্রম ও মহিমা আসছেন। (মথি 24:30; 25:31)। তিনি “রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু” হিসেবে আসছেন (প্রকাশিত বাক্য 19:16), বিশ্ব-মহাসরকার প্রতিষ্ঠা করতে এবং সমস্ত জাতিকে “লৌহদণ্ড দিয়ে” শাসন করতে (প্রকাশিত বাক্য 19:15; 12:5) ...

খ্রীষ্ট কি অনাকাঙ্ক্ষিত?

কিন্তু মানবজাতি কি আনন্দে চিৎকার করে উন্মত্ত উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনায় তাঁকে স্বাগত জানাবে—এমনকি প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মের মণ্ডলীগুলিও কি তা করবে?

তারা তা করবে না! শয়তানের মিথ্যা পরিচারকেরা (২ করিন্থীয় ১১:১৩-১৫) তাদের প্রতারিত করেছে বলে তারা বিশ্বাস করবে যে তিনিই খ্রীষ্টারি। তাঁর আগমনে মণ্ডলীগুলি ও জাতিগুলি ক্রুদ্ধ হবে (প্রকাশিত বাক্য ১১:১৫ ও ১১:১৮), আর সামরিক বাহিনী তাঁকে ধ্বংস করতে সত্যিই তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেষ্টা করবে (প্রকাশিত বাক্য ১৭:১৪)!

জাতিগুলি আসন্ন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের চূড়ান্ত যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে, যার রণাঙ্গন হবে জেরুজালেমে (সখরিয় ১৪:১-২), আর তখনই খ্রীষ্ট ফিরে আসবেন। অলৌকিক পরাক্রমে তিনি “সেই জাতিগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন” যারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে (৩ পদ)। তিনি তাদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করবেন (প্রকাশিত বাক্য ১৭:১৪)। “সেই দিনে তাঁর চরণ জৈতুন পর্বতের উপরে দাঁড়াবে,” যা জেরুজালেমের পূর্বদিকে অতি অল্প দূরত্বে (সখরিয় ১৪:৪)। (Armstrong HW. The Mystery of the Ages, 1984)

বাইবেল ঘোষণা করে যে যীশু ফিরে আসবেন এবং তিনিই জয়ী হবেন, তবুও তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে (প্রকাশিত বাক্য ১৯:১৯)। অনেকে দাবি করবে (বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী ভুল বোঝার কারণে, তবে আংশিকভাবে মিথ্যা ভাববাদী ও অতীন্দ্রিয়বাদীদের কারণেও) যে প্রত্যাবর্তনকারী যীশুই চূড়ান্ত খ্রীষ্টারি।

নিচের অংশটিও Herbert Armstrong-এর লেখা থেকে নেওয়া:

প্রকৃত ধর্ম—ঈশ্বরের সত্য, যা পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রদত্ত ঈশ্বরের প্রেমে শক্তিশালী... ঈশ্বর ও যীশু খ্রীষ্টকে জানার অবর্ণনীয় আনন্দ—সত্যকে জানার আনন্দ—আর ঈশ্বরের ঐশ্বরিক প্রেমের উষ্ণতা! ...

ঈশ্বরের প্রকৃত মণ্ডলীর শিক্ষা হলো নিছক পবিত্র বাইবেলের “প্রত্যেকটি বাক্য অনুসারে জীবনযাপন করা” ...

মানুষ “পাওয়ার” পথ ছেড়ে “দেওয়ার” পথে ফিরবে—ঈশ্বরের প্রেমের পথে।

এক নতুন সভ্যতা এবার পৃথিবীকে আঁকড়ে ধরবে! (ঐ)

সেই নতুন সভ্যতাই ঈশ্বরের রাজ্য। সেই নতুন সভ্যতা আসছে এবং তা প্রেমের উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে—এ কথা ঘোষণা করাই যীশু ও তাঁর অনুসারীদের শেখানো রাজ্যের প্রকৃত সুসমাচারের এক প্রধান অংশ। আমরা Continuing Church of God-এ এটিই প্রচার করি।

Herbert Armstrong উপলব্ধি করেছিলেন যে যীশু শিক্ষা দিচ্ছিলেন, মানবসমাজ—এমনকি যখন সে ভাবে যে সে বাধ্য হতে চায়—তখনও জীবনের ‘দেওয়ার পথ,’ অর্থাৎ প্রেমের পথ প্রত্যাখ্যান করেছে। যীশু যা শিক্ষা দিচ্ছিলেন তার তাৎপর্য প্রায় কেউই যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছে বলে মনে হয় না।

যীশুর মাধ্যমে পরিব্রাণ সুসমাচারের একটি অংশ

যাঁরা এতদূর পড়েছেন, তাঁদের কেউ কেউ হয়তো পরিব্রাণে যীশুর মৃত্যুর ভূমিকা নিয়ে ভাবছেন। হ্যাঁ, তাঁর মৃত্যু সেই সুসমাচারেরই অংশ, যা নিয়ে নতুন নিয়ম ও Herbert W. Armstrong উভয়েই লিখেছেন।

নতুন নিয়ম দেখায় যে সুসমাচারের মধ্যে যীশুর মাধ্যমে পরিব্রাণও অন্তর্ভুক্ত:

¹⁶ কারণ আমি খ্রীষ্টের সুসমাচার সম্বন্ধে লজ্জিত নই, কারণ তা প্রত্যেক বিশ্বাসীর পরিব্রাণের জন্য ঈশ্বরের পরাক্রম, প্রথমে ইহুদির, আর গ্রিকেরও (রোমীয় 1:16)।

⁴ অতএব যারা ছিন্নভিন্ন হয়েছিল, তারা সর্বত্র গিয়ে বাক্য প্রচার করতে লাগল। ⁵ তারপর ফিলিপ শমরিয়ান নগরে নেমে গিয়ে সেখানকার লোকদের কাছে খ্রীষ্টকে প্রচার করলেন। ... ¹² কিন্তু ফিলিপ যখন ঈশ্বরের রাজ্য ও যীশু খ্রীষ্টের নাম সম্বন্ধীয় বিষয় প্রচার করলেন, তখন তারা বিশ্বাস করল, আর পুরুষ ও নারী উভয়েই বাপ্তাইজিত হলো। ... ²⁵ এভাবে তাঁরা সাক্ষ্য দিয়ে ও প্রভুর বাক্য প্রচার করে জেরুজালেমে ফিরে গেলেন, পথে শমরীয়দের বহু গ্রামে সুসমাচার প্রচার করতে করতে। ²⁶ পরে প্রভুর এক দূত ফিলিপের

সঙ্গে কথা বললেন ... ⁴⁰ ফিলিপকে আসদোদে পাওয়া গেল। আর তিনি যেতে যেতে সমস্ত নগরে প্রচার করলেন, যতক্ষণ না তিনি কৈসারিয়ায় পৌঁছালেন। (প্রেরিত ৪:৪,৫,১২,২৫,২৬,৪০)

¹⁸ তিনি তাদের কাছে যীশু ও পুনরুত্থানের বিষয় প্রচার করলেন। (প্রেরিত ১৭:১৮)

³⁰ তারপর পৌল পুরো দুই বছর তাঁর নিজের ভাড়া করা বাড়িতে বাস করলেন এবং যারা তাঁর কাছে আসত তাদের সকলকে গ্রহণ করতেন, ³¹ **ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করতেন ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় বিষয় শিক্ষা দিতেন**, সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবে, আর কেউ তাঁকে বাধা দিত না। (প্রেরিত ২৪:৩০-৩১)

লক্ষ্য করুন যে সেই প্রচারে যীশু এবং রাজ্য—উভয়ই ছিল। দুঃখজনকভাবে, ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার সম্বন্ধে যথাযথ বোঝাপড়া গ্রিকো-রোমান মণ্ডলীগুলির শিক্ষায় প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে।

প্রকৃতপক্ষে, আমাদের সেই রাজ্যের অংশ হতে সাহায্য করার জন্য ঈশ্বর মানুষকে এতটাই ভালোবেসেছিলেন যে তিনি আমাদের জন্য মরতে যীশুকে পাঠিয়েছিলেন (যোহন ৩:১৬-১৭), আর তিনি তাঁর অনুগ্রহেই আমাদের রক্ষা করেন (ইফিষীয় ২:৪)। আর এটিও সেই সুসংবাদেই অংশ (প্রেরিত ২০:২৪)।

রাজ্যের সুসমাচারই জগতের প্রয়োজন, কিন্তু ...

শান্তির জন্য কাজ করা (মথি ৫:৯) ও সৎকর্ম করা মূল্যবান লক্ষ্য (তুলনা করুন গালাতীয় ৬:১০)। তবুও ধর্মীয় নেতাসহ বহু বিশ্বনেতা বিশ্বাস করেন যে আন্তর্জাতিক মানবিক সহযোগিতাই শান্তি ও সমৃদ্ধি আনবে, ঈশ্বরের রাজ্য নয়। আর যদিও তাঁরা কিছু সাময়িক সাফল্য পাবেন, তবুও তাঁরা কেবল ব্যর্থই হবেন না, বরং তাঁদের কিছু মানবিক প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত পৃথিবীকে এমন অবস্থায় নিয়ে যাবে যে যীশু তাঁর রাজ্য স্থাপন করতে ফিরে না এলে জীবন ধারণই অসম্ভব হয়ে পড়ত (মথি ২৪:২১-২২)। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে মানুষের পৃথিবী মেরামত করা এক বৃথা ও মিথ্যা সুসমাচার (গীতসংহিতা ১২৭:১)।

জগতের অনেকে ২১ শতকে এক নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আধা-ধর্মীয় ব্যাবিলনীয় এক আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে।

Continuing Church of God তার সূচনা থেকেই এর নিন্দা করে এসেছে এবং তা চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। প্রায় 6000 বছর আগে শয়তান হবাকে ভুলিয়ে তার সুসমাচারের এক সংস্করণে ফেলার পর থেকে বহু মানুষ বিশ্বাস করে এসেছে যে তাদের ও জগতের উন্নতির জন্য কী দরকার, তা তারা ঈশ্বরের চেয়ে ভালো জানে।

বাইবেল অনুসারে, ইউরোপের একজন সামরিক নেতা (যাঁকে উত্তরের রাজা বলা হয়, আরও বলা হয় প্রকাশিত বাক্য 13:1-10-এর পশু) এবং সেই সঙ্গে একজন ধর্মীয় নেতা (যাঁকে মিথ্যা ভাববাদী বলা হয়, আরও বলা হয় চূড়ান্ত খ্রীষ্টারি এবং প্রকাশিত বাক্য 13:11-17-এর দুই-শিংওয়ালা পশু), যিনি সাত পাহাড়ের নগরীর (প্রকাশিত বাক্য 17:9,18)—এই দুজনের সম্মিলিত ভূমিকাতেই এক ‘ব্যাবিলনীয়’ (প্রকাশিত বাক্য 17 ও 18) বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। যদিও মানবজাতির প্রয়োজন খ্রীষ্টের প্রত্যাবর্তন ও তাঁর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, তবুও 21 শতকে জগতের অনেকেই এই বার্তায় কর্ণপাত করবে না—তারা শয়তানের মিথ্যা সুসমাচারের নানা সংস্করণে বিশ্বাস করে চলবে। কিন্তু জগৎ একটি সাক্ষ্য পাবে।

স্মরণ করুন যীশু শিক্ষা দিয়েছিলেন:

¹⁴ আর রাজ্যের এই সুসমাচার সমস্ত জগতে সব জাতির কাছে সাক্ষ্যরূপে প্রচারিত হবে, তারপর শেষ আসবে। (মথি 24:14)

লক্ষ্য করুন যে রাজ্যের সুসমাচার সাক্ষ্যরূপে জগতের কাছে পৌঁছাবে, তারপর শেষ আসবে। সেই “শেষ” হলো “মহাক্লেশের” সূচনা।

এর কয়েকটি কারণ রয়েছে।

একটি হলো, ঈশ্বর চান মহাক্লেশ শুরু হওয়ার আগেই জগৎ প্রকৃত সুসমাচার শুনুক (মথি 24:21-এ দেখানো হয়েছে যে তা শুরু হয়)। সুতরাং সুসমাচারের বার্তা একই সঙ্গে এক সাক্ষ্য ও এক সতর্কবাণী (তুলনা করুন যিহিষ্কেল 3; আমোষ 3:7)। যীশু ফিরে আসার আগে এর ফলে আরও বেশি অইহুদি (রোমীয় 11:25) ও অ-অইহুদি (রোমীয় 9:27) মন ফেরাবে।

আরেকটি কারণ হলো, এই বার্তার মূল বক্তব্য উত্থানরত উত্তরের রাজা পশু-শক্তি এবং মিথ্যা ভাববাদী তথা চূড়ান্ত খ্রীষ্টারির দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত হবে। এই দুজন মূলত মানবিক প্রচেষ্টা ও ধর্মীয় আপসের মাধ্যমে শান্তির প্রতিশ্রুতি

দেবেন, কিন্তু তা শেষের (মথি 24:14-22) ও ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যাবে (তুলনা করুন 1 থিমলনীকীয় 5:3)।

যদিও বাইবেল বলে মূল প্রকৃত বিশ্বাসের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে (যিহূদা 3), বলে যে ঈশ্বরের বাক্যই সত্য (যোহন 17:17), এবং বলে যে প্রকৃত খ্রীষ্টানদের পৌত্তলিকতার সঙ্গে আপসকারীদের থেকে পৃথক থাকতে হবে (2 করিন্থীয় 6:14-17), তবুও অনেকে দাবি করবে যে তাদের “সুসমাচারে” (সুসংবাদে) আপস অন্তর্ভুক্ত, যাতে শান্তি ও ঐক্য বজায় থাকে। দুঃখজনকভাবে, পশু ও মিথ্যা ভাববাদীর (চূড়ান্ত খ্রীষ্টারির) ঐক্যবাদী ও আন্তঃধর্মীয় কর্মসূচির প্রচারকারী অনেকেই ঈশ্বরের রাজ্যের প্রকৃত সুসমাচারকেই মিথ্যা সুসমাচার বলে গণ্য করবে।

তাদের সঙ্গে যুক্ত চিহ্ন ও মিথ্যা অদ্ভুত লক্ষণের কারণে (2 থিমলনীকীয় 2:9) জগতের অধিকাংশ মানুষ সুসমাচারের বার্তার পরিবর্তে এক মিথ্যাকেই বিশ্বাস করা বেছে নেবে (2 থিমলনীকীয় 2:9-12)। রোমান ক্যাথলিক, পূর্ব অর্থোডক্স, লুথারান ও অন্যদের দ্বারা সহস্রাব্দকালীন ঈশ্বরের রাজ্যের অযথার্থ নিন্দার কারণে অনেকে ভুলভাবে দাবি করবে যে ঈশ্বরের রাজ্যের সহস্রাব্দকালীন সুসমাচারের বার্তাই পশু ও খ্রীষ্টারির সঙ্গে যুক্ত সেই মিথ্যা সুসমাচার।

মহাক্লেশ শুরু হওয়ার আগে বিশ্বস্ত ফিলাদেলফিয়ান খ্রীষ্টানেরা (প্রকাশিত বাক্য 3:7-13) জগতের কাছে পৌঁছাবে (মথি 24:14), রাজ্যের সহস্রাব্দকালীন সুসমাচার ঘোষণা করবে এবং জগৎকে জানাবে যে নির্দিষ্ট কিছু জাগতিক নেতা (পশু ও মিথ্যা ভাববাদীসহ) কী করতে চলেছেন।

তারা জগৎকে এই বার্তা জানানোর পক্ষে থাকবে যে পশু, অর্থাৎ উত্তরের রাজা শক্তি, মিথ্যা ভাববাদী তথা চূড়ান্ত খ্রীষ্টারির সঙ্গে মিলে শেষ পর্যন্ত (তাদের কিছু মিত্রসহ) যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের অ্যাংলো-জাতিগুলিকে ধ্বংস করবেন (দানিয়েল 11:24,39), আর তার অল্প পরেই তাঁরা এক আরবীয়/ইসলামি মৈত্রীকে ধ্বংস করবেন (দানিয়েল 11:40-43), ভূতদের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবেন (প্রকাশিত বাক্য 16:13-14), এবং শেষ পর্যন্ত যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন (প্রকাশিত বাক্য 16:14; 19:19-20)। বিশ্বস্ত ফিলাদেলফিয়ানেরা (প্রকাশিত বাক্য 3:7-13) ঘোষণা করবে যে ঈশ্বরের সহস্রাব্দকালীন রাজ্য শীঘ্রই আসছে।

এর ফলে সম্ভবত ব্যাপক সংবাদমাধ্যমের প্রচার হবে এবং মথি 24:14 পূর্ণ হতে সাহায্য করবে। আমরা Continuing Church of God-এ (বহু ভাষায়) সাহিত্য প্রস্তুত করছি, ওয়েবসাইটে বিষয়বস্তু যোগ করছি এবং সেই সংক্ষিপ্ত কাজের (তুলনা করুন রোমীয় 9:28) জন্য প্রস্তুতির অন্যান্য পদক্ষেপ নিচ্ছি, যা ঈশ্বরের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করবে যে শেষ আসার জন্য মথি 24:14 সাক্ষ্যরূপে যথেষ্ট পরিমাণে পূর্ণ হয়েছে।

‘মিথ্যা সুসমাচার’ ঘোষণাকারী বিশ্বনেতারা (সম্ভবত ইউরোপের কোনো ‘নতুন’ ধরনের শীর্ষ নেতা এবং তাঁর সঙ্গে এক আপসকারী পোপ, যিনি এক ধরনের ক্যাথলিকতার দাবি করবেন) এই ঘোষণা পছন্দ করবেন না—তাঁরা চাইবেন না জগৎ জানুক তাঁরা আসলে কী করবেন (এবং প্রথমে হয়তো তাঁরা নিজেরাও তা বিশ্বাস করবেন না, তুলনা করুন যিশাইয় 10:5-7)। তাঁরা এবং/অথবা তাঁদের সমর্থকেরা সম্ভবত মিথ্যাভাবে শেখাবেন যে বিশ্বস্ত ফিলাদেলফিয়ান খ্রীষ্টানেরা এক আসন্ন খ্রীষ্টারি সম্পর্কিত চরমপন্থী মতবাদ (সহস্রাব্দবাদ) প্রচার করছে। ফিলাদেলফিয়ান বিশ্বস্তদের ও Continuing Church of God-এর প্রতি তাঁরা এবং/অথবা তাঁদের অনুসারীরা যে নিন্দাই করুন না কেন, তা তাড়নার সূচনা ঘটাবে (দানিয়েল 11:29-35; প্রকাশিত বাক্য 12:13-15)। এটিও শেষের দিকে নিয়ে যাবে—মহাক্লেশের সূচনার দিকে (মথি 24:21; দানিয়েল 11:39; তুলনা করুন মথি 24:14-15; দানিয়েল 11:31)—এবং বিশ্বস্ত ফিলাদেলফিয়ান খ্রীষ্টানদের জন্য সাড়ে তিন বছরের সুরক্ষার সময়ের দিকেও (প্রকাশিত বাক্য 3:10; 12:14-16)।

পশু ও মিথ্যা ভাববাদী নিয়ন্ত্রণ পেতে বলপ্রয়োগ, অর্থনৈতিক ব্ল্যাকমেল, চিহ্ন, মিথ্যা অদ্ভুত লক্ষণ, হত্যা ও অন্যান্য চাপ প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন (প্রকাশিত বাক্য 13:10-17; 16:14; দানিয়েল 7:25; 2 থিষলোনীকীয় 2:9-10)। খ্রীষ্টানেরা জিজ্ঞাসা করবে:

¹⁰ “হে পবিত্র ও সত্যময় প্রভু, আর কতকাল, যতক্ষণ না তুমি বিচার করো এবং পৃথিবীনিবাসীদের কাছে আমাদের রক্তের প্রতিশোধ নাও?” (প্রকাশিত বাক্য 6:10)

যুগে যুগে ঈশ্বরের লোকেরা ভেবেছে ও জিজ্ঞাসা করেছে, “যীশু ফিরে আসতে আর কতকাল লাগবে?”

যদিও আমরা সেই দিন বা মুহূর্ত জানি না, তবুও বহু শাস্ত্রাংশের ভিত্তিতে (যেমন মথি 24:4-34; গীতসংহিতা 90:4; হোশেয় 6:2; লুক 21:7-36; ইব্রীয় 1:1-2; 4:4,11; 2 পিতর 3:3-8; 1 থিমলনীকীয় 5:4) আমরা আশা করি যে 21 শতকেই যীশু ফিরে আসবেন (এবং ঈশ্বরের সহস্রাব্দকালীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে); এর কিছু অংশ আমরা এখনই পূর্ণ হতে দেখছি।

যীশু যদি হস্তক্ষেপ না করেন, তবে মানবজাতি সমস্ত প্রাণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে:

²¹ কারণ তখন এমন মহাক্লেশ হবে, যেমনটি জগতের শুরু থেকে এ পর্যন্ত হয়নি, না, কখনও হবেও না। ²² আর সেই দিনগুলি সংক্ষিপ্ত করা না হলে কোনো প্রাণীই রক্ষা পেত না; কিন্তু মনোনীতদের জন্য সেই দিনগুলি সংক্ষিপ্ত করা হবে। (মথি 24:21-22)

²⁹ সেই দিনগুলির ক্লেশের পরেই সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, আর চাঁদ তার আলো দেবে না; তারাগুলি আকাশ থেকে খসে পড়বে, আর আকাশমণ্ডলের পরাক্রমগুলি কম্পিত হবে। ³⁰ তারপর আকাশে মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন দেখা যাবে, আর তখন পৃথিবীর সমস্ত গোষ্ঠী বিলাপ করবে, আর তারা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রম ও মহা মহিমায় আকাশের মেঘে করে আসতে দেখবে। ³¹ আর তিনি তুরীর মহাধ্বনিসহ তাঁর দূতদের পাঠাবেন, আর তাঁরা চতুর্দিক থেকে, আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর মনোনীতদের একত্র করবেন। (মথি 24:29-31)

জগতের যা প্রয়োজন, তা হলো ঈশ্বরের রাজ্য।

রাজ্যের রাষ্ট্রদূত

সেই রাজ্যে আপনার ভূমিকা কী?

এই মুহূর্তে, আপনি যদি প্রকৃত খ্রীষ্টান হন, তবে আপনাকে যীশু ও ঈশ্বরের রাজ্যের রাষ্ট্রদূত হতে হবে। লক্ষ্য করুন প্রেরিত পৌল কী লিখেছিলেন:

²⁰ অতএব আমরা খ্রীষ্টের পক্ষে রাষ্ট্রদূত, যেন ঈশ্বর আমাদের মাধ্যমে অনুরোধ করছেন: আমরা খ্রীষ্টের পক্ষে তোমাদের কাছে মিনতি করছি, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হও। (2 করিন্থীয় 5:20)

¹⁴ অতএব সত্য দিয়ে কোমর বেঁধে, ধার্মিকতার বুকপাটা পরে দাঁড়াও, ¹⁵ আর শান্তির সুসমাচারের প্রস্তুতি পাদুকাক্রমে পায়ে দাও; ¹⁶ সর্বোপরি বিশ্বাসের ঢাল গ্রহণ করো, যা দিয়ে তোমরা সেই দুষ্টির সমস্ত অগ্নিবাণ নির্বাপিত করতে পারবে। ¹⁷ আর পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ এবং আত্মার তরোয়াল গ্রহণ করো, যা ঈশ্বরের বাক্য; ¹⁸ সব সময় আত্মায় সমস্ত প্রার্থনা ও বিনতিসহ প্রার্থনা করো, আর এই উদ্দেশ্যে সমস্ত অধ্যবসায় ও বিনতিসহ সমস্ত পবিত্র লোকের জন্য সজাগ থাকো— ¹⁹ আর আমার জন্যও, যেন আমাকে বাক্য দেওয়া হয়, যাতে আমি সুসমাচারের নিগূঢ়তত্ত্ব জানাতে সাহসের সঙ্গে মুখ খুলতে পারি, ²⁰ যে সুসমাচারের জন্য আমি শৃঙ্খলে বাঁধা এক রাষ্ট্রদূত; যেন আমি সে বিষয়ে সাহসের সঙ্গে বলতে পারি, যেভাবে আমার বলা উচিত। (ইফিষীয় 6:14-20)

রাষ্ট্রদূত কে? Merriam-Webster-এ এই সংজ্ঞাটি রয়েছে:

1: একজন সরকারি দূত; বিশেষত: সর্বোচ্চ পদমর্যাদার একজন কূটনৈতিক প্রতিনিধি, যিনি নিজ সরকার বা সার্বভৌম শাসকের আবাসিক প্রতিনিধি হিসেবে কোনো বিদেশি সরকার বা সার্বভৌম শাসকের কাছে স্বীকৃত, কিংবা কোনো বিশেষ ও প্রায়ই সাময়িক কূটনৈতিক দায়িত্বে নিযুক্ত

2 ক: একজন অনুমোদিত প্রতিনিধি বা বার্তাবাহক

আপনি যদি প্রকৃত খ্রীষ্টান হন, তবে আপনি খ্রীষ্টের পক্ষে একজন সরকারি দূত! লক্ষ্য করুন প্রেরিত পিতর কী লিখেছিলেন:

⁹ কিন্তু তোমরা মনোনীত বংশ, রাজকীয় যাজকবর্গ, পবিত্র জাতি, তাঁর নিজস্ব বিশেষ প্রজা, যেন তোমরা তাঁরই গুণগান প্রচার করো, যিনি তোমাদের অন্ধকার থেকে তাঁর আশ্চর্য আলোতে আহ্বান করেছেন; ¹⁰ তোমরা এক সময় প্রজা ছিলে না, কিন্তু এখন ঈশ্বরের প্রজা; তোমরা দয়া পাওনি, কিন্তু এখন দয়া পেয়েছ। (1 পিতর 2:9-10)

খ্রীষ্টান হিসেবে আমাদের এক পবিত্র জাতির অংশ হতে হবে।

এখন কোন জাতি পবিত্র?

নিশ্চিতভাবেই এই জগতের কোনো রাজ্যই নয়—তবে সেগুলি শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টের রাজ্যের অংশ হবে (প্রকাশিত বাক্য 11:15)। ঈশ্বরের জাতি, তাঁর রাজ্যই পবিত্র।

রাষ্ট্রদূত হিসেবে আমরা সাধারণত এই জগতের জাতিগুলির প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ নিই না। কিন্তু আমাদের এখনই ঈশ্বরের জীবনপথে চলতে হবে (www.ccog.org-এ পাওয়া বিনামূল্যের ই-বইটিও দেখুন, শিরোনাম: *Christians: Ambassadors for the Kingdom of God, Biblical instructions on living as a Christian*)। এখনই ঈশ্বরের জীবনপথে চলার মাধ্যমে আমরা আরও ভালোভাবে শিখি কেন ঈশ্বরের পথই সর্বোত্তম, যাতে তাঁর রাজ্যে আমরা রাজা ও যাজক হয়ে পৃথিবীতে খ্রীষ্টের সঙ্গে রাজত্ব করতে পারি:

⁵ যিনি আমাদের ভালোবেসেছেন এবং নিজের রক্তে আমাদের পাপ থেকে ধুয়েছেন, ⁶ আর আমাদের তাঁর ঈশ্বর ও পিতার উদ্দেশে রাজা ও যাজক করেছেন, তাঁরই মহিমা ও কর্তৃত্ব যুগে যুগে চিরকাল হোক। আমেন। (প্রকাশিত বাক্য 1:5-6)

¹⁰ আর আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে আমাদের রাজা ও যাজক করেছেন; আর আমরা পৃথিবীতে রাজত্ব করব। (প্রকাশিত বাক্য 5:10)

রাজা ও যাজক হওয়ার একটি ভবিষ্যৎ দিক হবে, তখন যারা মরণশীল থাকবে তাদের ঈশ্বরের পথে চলতে শেখানো:

¹⁹ কারণ লোকেরা জেরুজালেমে, সিয়োনে বাস করবে; তুমি আর কাঁদবে না। তোমার কান্নার রবে তিনি তোমার প্রতি অতিশয় কৃপা করবেন; তা শুনেই তিনি তোমাকে উত্তর দেবেন। ²⁰ আর প্রভু যদিও তোমাকে দুর্দশার রুটি ও ক্লেশের জল দেন, তবুও তোমার শিক্ষকদের আর কোণে সরিয়ে রাখা হবে না, বরং তোমার চোখ তোমার শিক্ষকদের দেখতে পাবে। ²¹ তুমি ডানদিকে ফিরলে কিংবা বাঁদিকে ফিরলে, তোমার কান পিছন থেকে এই বাক্য শুনবে, “এই তো পথ, এতেই চলো।” (যিশাইয় 30:19-21)

যদিও তা সহস্রাব্দকালীন রাজ্যের জন্য এক ভবিষ্যদ্বাণী, তবুও এই যুগে খ্রীষ্টানদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে:

¹² ... এতদিনে তোমাদের শিক্ষক হওয়া উচিত ছিল, (ইব্রীয় 5:12)

¹⁵ কিন্তু তোমাদের হৃদয়ে প্রভু ঈশ্বরকে পবিত্র বলে মান্য করো: আর তোমাদের অন্তরে যে আশা রয়েছে, সে বিষয়ে যে কেউ কারণ জিজ্ঞাসা করলে নম্রতা ও ভয়ের সঙ্গে উত্তর দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকো: (1 পিতর 3:15, KJV)

বাইবেল দেখায় যে অধিকতর বিশ্বস্ত খ্রীষ্টানদের অনেকে মহাক্লেশ শুরু হওয়ার ঠিক আগে অনেককে শিক্ষা দেবে:

³³ আর লোকদের মধ্যে যারা বোঝে, তারা অনেককে শিক্ষা দেবে (দানিয়েল 11:33;)

সুতরাং অনুগ্রহ ও জ্ঞানে শেখা ও বৃদ্ধি পাওয়া (2 পিতর 3:18) এমন কিছু যা আমাদের এখনই করা উচিত। যীশু বলেছিলেন, “তোমরা জেরুজালেমে, সমস্ত যিহূদিয়া ও শমরিয়ায় এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে” (প্রেরিত 1:8)। ঈশ্বরের রাজ্যে আপনার ভূমিকার একটি অংশ হলো শিক্ষা দিতে সক্ষম হওয়া।

আর অধিকতর বিশ্বস্ত, ফিলাদেলফিয়ান খ্রীষ্টানদের ক্ষেত্রে (প্রকাশিত বাক্য 3:7-13) এর মধ্যে ঈশ্বরের সহস্রাব্দকালীন রাজ্য শুরু হওয়ার আগে গুরুত্বপূর্ণ সুসমাচার-সাক্ষ্যকে সমর্থন করাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে (তুলনা করুন মথি 24:14)।

ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঈশ্বরের লোকদের ক্ষতিগ্রস্ত এই গ্রন্থকে পুনরুদ্ধারে সাহায্য করতে ব্যবহার করা হবে:

¹² তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ পুরোনো ধ্বংসস্থানগুলি নির্মাণ করবে;

তুমি বহু প্রজন্মের ভিত্তিমূল পুনরায় স্থাপন করবে; আর তোমাকে বলা হবে ভাঙা প্রাচীরের মেরামতকারী, বসবাসের জন্য পথের পুনঃস্থাপনকারী। (যিশাইয় 58:12)

সুতরাং ঈশ্বরের যেসব লোক এই যুগে ঈশ্বরের পথে জীবনযাপন করেছে, তারাই সহস্রাব্দকালীন পুনঃস্থাপনের সময়ে মানুষের পক্ষে নগরে (ও অন্যত্র) বসবাস সহজ করে তুলবে।

জগৎ সত্যিই এক উত্তম স্থান হয়ে উঠবে। আমাদের এখনই খ্রীষ্টের রাষ্ট্রদূত হওয়া উচিত, যাতে আমরা তাঁর রাজ্যেও সেবা করতে পারি।

প্রকৃত সুসমাচারের বার্তা রূপান্তরকারী

যীশু বলেছিলেন, “তোমরা যদি আমার বাক্যে থাকো, তবে তোমরা সত্যিই আমার শিষ্য। 32 আর তোমরা সত্য জানবে, আর সেই সত্য তোমাদের স্বাধীন করবে” (যোহন 8:31-32)। ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার সম্বন্ধে সত্য জানা আমাদের এই জগতের মিথ্যা আশার ফাঁদ থেকে মুক্ত করে। আমরা সাহসের সঙ্গে এমন এক পরিকল্পনাকে সমর্থন করতে পারি যা কার্যকর—ঈশ্বরের পরিকল্পনা! শয়তান সমস্ত জগৎকে প্রতারিত করেছে (প্রকাশিত বাক্য 12:9), আর ঈশ্বরের রাজ্যই প্রকৃত সমাধান। আমাদের সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে ও তার সমর্থন করতে হবে (তুলনা করুন যোহন 18:37)।

সুসমাচারের বার্তা কেবল ব্যক্তিগত পরিব্রাণ সম্পর্কিত নয়। ঈশ্বরের রাজ্যের সুসংবাদ এই যুগেই একজনকে রূপান্তরিত করা উচিত:

² আর তোমরা এই জগতের অনুরূপ হয়ে না, বরং মনের নবীকরণের দ্বারা রূপান্তরিত হও, যেন তোমরা পরীক্ষা করে বুঝতে পারো ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—যা উত্তম, গ্রহণযোগ্য ও সিদ্ধ। (রোমীয় 12:2)

প্রকৃত খ্রীষ্টানেরা ঈশ্বর ও অন্যদের সেবা করার জন্য রূপান্তরিত হয়:

²² দাসেরা, মাংস অনুসারে যারা তোমাদের মনিব, সব বিষয়ে তাদের আজ্ঞা পালন করো, লোকেরঞ্জনের জন্য চোখে-দেখানো সেবায় নয়, বরং ঈশ্বরকে ভয় করে আন্তরিক হৃদয়ে। ²³ আর তোমরা যা কিছু করো, মানুষের উদ্দেশে নয়, প্রভুর উদ্দেশেই মনেপ্রাণে করো, ²⁴ কারণ তোমরা জানো যে প্রভুর কাছ থেকেই তোমরা উত্তরাধিকারের পুরস্কার পাবে; কারণ তোমরা প্রভু খ্রীষ্টেরই সেবা করছ। (কলসীয় 3:22-24)

²⁸ অতএব যেহেতু আমরা এমন এক রাজ্য পাচ্ছি যা কল্পিত হয় না, এসো, আমরা অনুগ্রহ ধরে রাখি, যার দ্বারা আমরা শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ ভয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য সেবা করতে পারি। (ইব্রীয় 12:28)

প্রকৃত খ্রীষ্টানেরা জগতের থেকে ভিন্নভাবে জীবনযাপন করে। ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নে আমরা জগতের মানদণ্ডের চেয়ে ঈশ্বরের মানদণ্ডকেই গ্রহণ করি। ধার্মিকেরা বিশ্বাসেই জীবনযাপন করে (ইব্রীয় 10:38), কারণ এই যুগে ঈশ্বরের পথে চলতে বিশ্বাসের প্রয়োজন। খ্রীষ্টানদের তাঁরা যে জগতে বাস করতেন তার থেকে এতটাই আলাদা বলে গণ্য করা হতো যে নতুন নিয়মে তাঁদের জীবনধারাকে “সেই পথ” বলা হয়েছে (প্রেরিত 9:2; 19:9; 24:14,22)। জগৎ শয়তানের প্রভাবে প্রতারিত হয়ে স্বার্থপরভাবে বাস করে, যাকে বলা হয়েছে “কয়িনের পথ” (যিহূদা 11)।

ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার হলো ধার্মিকতা, আনন্দ ও শান্তির বার্তা (রোমীয় 14:17)। যথাযথভাবে বোঝা গেলে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্য সান্ত্বনাদায়ক (তুলনা করুন 1 করিন্থীয় 14:3; 1 থিমলনীকীয় 4:18), বিশেষত যখন আমরা জগৎকে ভেঙে পড়তে দেখছি (তুলনা করুন লূক 21:8-36)। প্রকৃত খ্রীষ্টীয় জীবনধারা আত্মিক প্রাচুর্য ও দৈহিক আশীর্বাদের দিকে নিয়ে যায় (মার্ক 10:29-30)। এই কারণেই যারা তা পালন করে তারা বোঝে যে জগতের ঈশ্বরের রাজ্য প্রয়োজন। খ্রীষ্টানেরা ঈশ্বরের রাজ্যের রাষ্ট্রদূত।

আমরা দৈহিক জগতে বাস করলেও খ্রীষ্টান হিসেবে আমরা দৈহিক নয়, আত্মিক বিষয়েই আমাদের আশা রাখি (রোমীয় 8:5-8)। আমাদের রয়েছে “সুসমাচারের আশা” (কলসীয় 1:23)। আদি খ্রীষ্টানেরা এটি বুঝতেন, কিন্তু আজ যারা যীশুকে স্বীকার করার দাবি করে তাদের অনেকেই তা সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করে না।

6. গ্রিকো-রোমান মণ্ডলীগুলি শেখায় যে রাজ্য গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু...

গ্রিকো-রোমান মণ্ডলীগুলি বিশ্বাস করে যে তারা ঈশ্বরের রাজ্যের নানা দিক শিক্ষা দেয়, কিন্তু তা আসলে কী, তা সত্যিকারভাবে বুঝতে তাদের অসুবিধা হয়। উদাহরণস্বরূপ, The Catholic Encyclopedia রাজ্য সম্বন্ধে এই শিক্ষা দেয়:

খ্রীষ্টের ... তাঁর শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে এই রাজ্যের আগমন, তার নানা দিক, তার সুনির্দিষ্ট অর্থ, তা লাভ করার উপায়—এসবই তাঁর ভাষণের মূল উপজীব্য, এতটাই যে তাঁর ভাষণকে বলা হয় “রাজ্যের সুসমাচার”...তারা মণ্ডলীকেই “ঈশ্বরের রাজ্য” বলতে শুরু করেছিল; তুলনা করুন Col., I, 13; I Thess., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10, ইত্যাদি। ...এর অর্থ মণ্ডলী, সেই ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ... (Pope H. Kingdom of God. The Catholic Encyclopedia, Volume VIII. 1910)

যদিও উপরের অংশে “Col., I, 13; I Thess., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10”-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, আপনি যদি সেগুলি খুঁজে দেখেন, তবে দেখবেন যে এর একটি পদেও মণ্ডলীকে ঈশ্বরের রাজ্য বলা হয়নি। সেগুলি শিক্ষা দেয় যে বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের রাজ্যের অংশ হবে, কিংবা সেটি যীশুরই রাজ্য। বাইবেল সতর্ক করে যে অনেকে সুসমাচার বদলে দেবে বা অন্য এক অসত্য সুসমাচারের দিকে ফিরবে (গালাতীয় 1:3-9)। দুঃখজনকভাবে, নানা জনে তা-ই করেছে।

যীশু শিক্ষা দিয়েছিলেন, “আমিই পথ, সত্য ও জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউ পিতার কাছে আসতে পারে না” (যোহন 14:6)। পিতার শিক্ষা দিয়েছিলেন, “অন্য কারও মধ্যে পরিত্রাণ নেই, কারণ আকাশের নিচে মানুষের মধ্যে এমন আর কোনো নাম দেওয়া হয়নি যার দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ পেতে হবে” (প্রেরিত 4:12)। পিতার ইহুদিদের বলেছিলেন যে পরিত্রাণ পেতে সকলকেই মন ফেরানোর ও যীশুকে গ্রহণ করার বিশ্বাস রাখতে হবে (প্রেরিত 2:38)।

এর বিপরীতে প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস শিক্ষা দিয়েছেন যে নাস্তিকেরা যীশুকে ছাড়াই সংকর্মের দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারে! তিনি এ-ও শেখান যে ইহুদিরা যীশুকে গ্রহণ না করেই পরিত্রাণ পেতে পারে! এছাড়া তিনি ও কিছু গ্রিকো-

রোমান বলে মনে হয় যে ‘মরিয়মের’ এক অ-বাইবেলীয় সংস্করণকেই সুসমাচারের চাবিকাঠি এবং ঐক্যবাদী ও আন্তঃধর্মীয় ঐক্যেরও চাবিকাঠি বলে গণ্য করেন। দুঃখজনকভাবে, তাঁরা ও অন্যেরা যীশুর গুরুত্বও বোঝেন না, ঈশ্বরের রাজ্যের প্রকৃত সুসমাচারও বোঝেন না। অনেকেই মিথ্যা সুসমাচার প্রচার করছেন।

অনেকে দৃষ্টি অনুসারে চলতে চান এবং জগতের উপরে ভরসা রাখেন। নতুন নিয়ম শিক্ষা দেয় যে খ্রীষ্টানদের ঊর্ধ্ব দৃষ্টি রাখতে হবে:

² তোমরা ঊর্ধ্বস্থ বিষয়ে মন দাও, পৃথিবীস্থ বিষয়ে নয়। (কলসীয় 3:2)

⁷ কারণ আমরা দৃষ্টি অনুসারে নয়, বিশ্বাসেই চলি। (2 করিন্থীয় 5:7)

তবুও পোপ একাদশ পিয়াস মূলত শিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁর নিজের মণ্ডলী সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি অনুসারে চলতে:

... ক্যাথলিক মণ্ডলী ... পৃথিবীতে খ্রীষ্টের রাজ্য। (Pius-এর বিশ্বপত্র Quas Primas)।

CatholicBible101 ওয়েবসাইট দাবি করে, “ঈশ্বরের রাজ্য 33 খ্রিস্টাব্দে যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাঁর মণ্ডলীর রূপে, যার নেতৃত্বে ছিলেন পিতর...সেই ক্যাথলিক মণ্ডলী।” অথচ ঈশ্বরের সহস্রাব্দকালীন রাজ্য এখানে নেই, আর তা রোমের মণ্ডলীও নয়। যখন তা আসবে, তা পৃথিবীতেই হবে। যদিও প্রকৃত Church of God-এর কাছে “রাজ্যের চাবি” রয়েছে (মথি 16:19), যারা দাবি করে যে কোনো মণ্ডলীই ঈশ্বরের রাজ্য, তারা “জ্ঞানের চাবি হরণ করেছে” (লূক 11:52)।

রোমের মণ্ডলী শীঘ্র-আগমনকারী পার্থিব সহস্রাব্দকালীন ঈশ্বরের রাজ্যের বিরুদ্ধে এতটাই দৃঢ়ভাবে শিক্ষা দেয় যে এটিই মূলত ক্যাথলিক মণ্ডলীর সরকারি ধর্মশিক্ষায় তালিকাভুক্ত একমাত্র “খ্রীষ্টারির মতবাদ”:

676 যতবার ইতিহাসের মধ্যেই সেই মশীহীয় আশা বাস্তবায়নের দাবি করা হয়—যা কেবল ইতিহাসের বাইরে, পরকালীন বিচারের মধ্য দিয়েই বাস্তবায়িত হতে পারে—ততবারই জগতে খ্রীষ্টারির প্রতারণা রূপ নিতে শুরু করে। আসন্ন রাজ্যের এই বিকৃতির পরিবর্তিত রূপগুলিকেও মণ্ডলী সহস্রাব্দবাদ নামে প্রত্যাখ্যান করেছে ...

দুঃখজনকভাবে, যারা এই অবস্থানের সঙ্গে একমত, তারা শেষকালে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার ঘোষণা নিয়ে বড় সমস্যায় পড়বে। কেউ কেউ যারা তা ঘোষণা করেছে তাদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর পদক্ষেপ নেবে (দানিয়েল 7:25; 11:30-36)। কিন্তু আপনি হয়তো ভাবছেন, যারা যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার করে, তারা সকলেই কি রাজ্যে থাকবে না? না, তারা থাকবে না। লক্ষ্য করুন যীশু কী বলেছিলেন:

²¹ “যারা আমাকে ‘প্রভু, প্রভু’ বলে, তারা সকলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে না, কিন্তু যে আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই করবে। ²² সেই দিনে অনেকে আমাকে বলবে, ‘প্রভু, প্রভু, আমরা কি আপনার নামে ভাববাণী বলিনি, আপনার নামে ভূত ছাড়াইনি এবং আপনার নামে বহু অলৌকিক কাজ করিনি?’ ²³ তখন আমি তাদের স্পষ্টই বলব, ‘আমি তোমাদের কখনও জানতাম না; আমার কাছ থেকে দূর হও, তোমরা যারা অধর্ম আচরণ করো!’ (মথি 7:21-23)

প্রেরিত পৌল লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁর সময়েই “অধর্মের নিগূঢ়তত্ত্ব” “ইতিমধ্যেই কার্যকর” ছিল (2 থিমলোনীকীয় 2:7)। এই অধর্ম শেষ সময় সম্বন্ধে বাইবেল যে বিষয়ে সতর্ক করে, সেই “নিগূঢ়তত্ত্ব, মহতী ব্যাবিলন”-এর সঙ্গেও সম্পর্কিত (প্রকাশিত বাক্য 17:3-5)।

“অধর্মের নিগূঢ়তত্ত্ব” সেইসব খ্রীষ্টান বলে দাবি করা মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত, যারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা পালনের জন্য তাদের চেষ্টা করার দরকার নেই, এবং/অথবা তাতে এত বেশি গ্রহণযোগ্য ব্যতিক্রম রয়েছে, এবং/অথবা ঈশ্বরের ব্যবস্থা লঙ্ঘনের গ্রহণযোগ্য প্রায়শ্চিত্তের উপায় রয়েছে; ফলে তারা মনে করে যে তারা ঈশ্বরের ব্যবস্থার এক রূপ পালন করেছে, অথচ তারা এমন কোনো খ্রীষ্টধর্ম পালন করেছে না যাকে যীশু বা তাঁর প্রেরিতগণ বৈধ বলে স্বীকার করতেন।

যারা খ্রীষ্টধর্ম দাবি করে তাদের অনেকেই সেই ফরীশীদের মতো, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করত, কিন্তু দাবি করত যে তাদের রীতিনীতি তা গ্রহণযোগ্য করে তোলে—যীশু সেই দৃষ্টিভঙ্গির নিন্দা করেছিলেন (মথি 15:3-9)। যিশাইয়ও সতর্ক করেছিলেন যে যারা নিজেদের ঈশ্বরের লোক বলে দাবি

করবে, তারা তাঁর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে (যিশাইয় 30:9)। দুঃখজনকভাবে, এই অধর্মপূর্ণ বিদ্রোহ আমরা আজও দেখতে পাই।

আরেকটি “নিগূঢ়তত্ত্ব” বলে মনে হয় এই যে, রোমের মণ্ডলী মনে করে তার আগ্রাসী ঐক্যবাদী ও আন্তঃধর্মীয় কর্মসূচি শান্তি এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যের এক অ-বাইবেলীয় সংস্করণ নিয়ে আসবে। শাস্ত্র এক আসন্ন ঐক্যবাদী মিলনের বিরুদ্ধে সতর্ক করে, আর শিক্ষা দেয় যে তা কয়েক বছরের জন্য সফলও হবে (লক্ষণীয়: এখানে New Jerusalem Bible দেখানো হয়েছে, যা রোমান ক্যাথলিক-অনুমোদিত একটি অনুবাদ):

⁴ তারা সেই নাগের সামনে উপুড় হয়ে পড়ল, কারণ সে পশুটিকে নিজের কর্তৃত্ব দিয়েছিল; আর তারা সেই পশুর সামনেও উপুড় হয়ে পড়ে বলল, ‘এই পশুর সঙ্গে কার তুলনা চলে? কে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে?’ ⁵ সেই পশুকে দস্ত ও নিন্দার কথা বলার এবং বিয়াল্লিশ মাস সক্রিয় থাকার অনুমতি দেওয়া হলো; ⁶ আর সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, তাঁর নামের বিরুদ্ধে, তাঁর স্বর্গীয় তাঁবুর বিরুদ্ধে এবং সেখানে আশ্রয় নেওয়া সকলের বিরুদ্ধে নিন্দার কথা বলল। ⁷ তাকে পবিত্র লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের জয় করার অনুমতি দেওয়া হলো, আর প্রত্যেক বংশ, লোক, ভাষা ও জাতির উপরে ক্ষমতা দেওয়া হলো; ⁸ আর জগতের সমস্ত লোক তার উপাসনা করবে, অর্থাৎ তারা সকলে, যাদের নাম জগৎ সৃষ্টির আগে থেকে সেই বলিরূপ মেষশাবকের জীবনপুস্তকে লেখা হয়নি। ⁹ যার শোনার কান আছে, সে শুনুক: ¹⁰ যারা বন্দিত্বের জন্য নির্ধারিত, তারা বন্দিত্বে যাবে; যারা তরোয়ালের দ্বারা মৃত্যুর জন্য নির্ধারিত, তারা তরোয়ালের দ্বারা মরবে। এই কারণেই পবিত্র লোকদের ধৈর্য ও বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। (প্রকাশিত বাক্য 13:4-10, NJB)

বাইবেল শেষ সময়ের এক ব্যাবিলনীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে সতর্ক করে:

¹ সাতটি বাটিধারী সাতজন দূতের একজন আমার সঙ্গে কথা বলতে এসে বললেন, ‘এখানে এসো, আমি তোমাকে সেই মহাবেশ্যার শান্তি দেখাব, যে প্রচুর জলরাশির পাশে সিংহাসনে বসে আছে, ² যার সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত রাজা ব্যভিচার করেছে, আর যে জগতের সমস্ত লোককে তার ব্যভিচারের সুরায় মত্ত করেছে।’ ³ তিনি আমাকে আত্মায় এক মরুভূমিতে নিয়ে গেলেন, আর সেখানে আমি এক

নারীকে দেখলাম, যে এক লাল রঙের পশুর উপরে বসে আছে; সেই পশুর সাতটি মাথা ও দশটি শিং ছিল এবং তার সর্বান্তে নিন্দাসূচক নাম লেখা ছিল।⁴ সেই নারী বেগুনি ও লাল বস্ত্র পরেছিল এবং সোনা, মণি মুক্তা ও মুক্তায় ঝলমল করছিল, আর তার হাতে ছিল এক সোনার পানপাত্র, যা তার ব্যভিচারের ঘৃণ্য মলিনতায় পূর্ণ;⁵ তার কপালে লেখা ছিল এক নাম, এক গুট নাম: ‘মহতী ব্যাবিলন, পৃথিবীর সমস্ত বেশ্যা ও সমস্ত ঘৃণ্য আচরণের জননী।’⁶ আমি দেখলাম সে মত্ত, পবিত্র লোকদের রক্তে ও যীশুর সাক্ষিদের রক্তে মত্ত; আর তাকে দেখে আমি সম্পূর্ণ বিস্মিত হলাম। (প্রকাশিত বাক্য 17:1-6, NJB)

⁹ ‘এর জন্য বিচক্ষণতা প্রয়োজন। সেই সাতটি মাথা হলো সাতটি পাহাড়, যার উপরে সেই নারী বসে আছে . . .¹⁸ তুমি যে নারীকে দেখলে, সে সেই মহানগরী, যার কর্তৃত্ব পৃথিবীর সমস্ত শাসকের উপরে।’ (প্রকাশিত বাক্য 17:9,18, NJB)

¹ এরপর আমি আরেকজন দূতকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখলাম, যাঁকে মহা কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল; তাঁর মহিমায় পৃথিবী উজ্জ্বল হয়ে উঠল।² তিনি উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন, ‘ব্যাবিলনের পতন হয়েছে, মহতী ব্যাবিলনের পতন হয়েছে, আর তা ভূতদের আবাস এবং প্রত্যেক অশুচি আত্মা ও নোংরা, ঘৃণ্য পাখির বাসস্থান হয়েছে।’³ সমস্ত জাতি তার ব্যভিচারের সুরা গভীরভাবে পান করেছে; পৃথিবীর প্রত্যেক রাজা তার সঙ্গে ব্যভিচার করেছে, আর প্রত্যেক বণিক তার বিলাসিতার দ্বারা ধনী হয়েছে।’⁴ স্বর্গ থেকে আরেকটি কণ্ঠস্বর কথা বলল; আমি শুনলাম সে বলছে, ‘হে আমার প্রজারা, তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসো, তার কাছ থেকে দূরে যাও, যেন তোমরা তার অপরাধের ভাগী না হও এবং একই আঘাত বহন করতে না হয়।’⁵ তার পাপ আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেছে, আর ঈশ্বর তার অপরাধগুলি মনে রেখেছেন: সে অন্যদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করেছে, তার সঙ্গেও তেমনই করা হোক।⁶ সে যা আদায় করেছে, তার দ্বিগুণ তাকে দিতে হবে। তার নিজের মিশ্রণেই তার জন্য দ্বিগুণ কড়া পানপাত্র হবে।⁷ তার প্রত্যেকটি জাঁকজমক ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিপরীতে সমপরিমাণ যন্ত্রণা ও কষ্ট হবে। সে ভাবে, আমি রানি হয়ে সিংহাসনে বসে আছি; আমি বিধবা নই, আর কখনও শোক জানব না।⁸ সেই কারণে একদিনেই তার উপরে আঘাতগুলি নেমে আসবে:

রোগ, শোক ও দুর্ভিক্ষ। সে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। যে প্রভু ঈশ্বর তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন, তিনি পরাক্রমী।’⁹ ‘পৃথিবীর যেসব রাজা তার সঙ্গে ব্যভিচার করেছে ও তার সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতায় মেতেছে, তারা তার জন্য শোক ও ক্রন্দন করবে। তারা তার দহনের ধোঁয়া দেখতে পাবে, (প্রকাশিত বাক্য 18:1-9, NJB)

সখরিয় পুস্তকে বাইবেল এক আসন্ন ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে সতর্ক করে এবং দেখায় যে যীশু ফিরে আসার আগে যথাযথ ঐক্য ঘটবে না:

¹⁰ সাবধান! সাবধান! উত্তরের দেশ থেকে পালিয়ে এসো—সদাপ্রভু এই কথা বলেন—কারণ আমি তোমাদের আকাশের চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছি—সদাপ্রভু এই কথা বলেন। ¹¹ সাবধান! হে সিয়োন, তুমি যে এখন ব্যাবিলন-কন্যার সঙ্গে বাস করছ, পালিয়ে এসো!

¹² কারণ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, যেহেতু সেই মহিমা আমাকে

পাঠিয়েছেন, সেই জাতিগুলির বিষয়ে যারা তোমাদের লুট করেছিল: ‘যে তোমাকে স্পর্শ করে, সে আমার চোখের মণিকেই স্পর্শ করে।’¹³ এখন দেখো, আমি তাদের উপরে হাত নাড়ব, আর যাদের তারা দাস করেছিল, তারাই তাদের লুট করবে।’ তখন তোমরা জানবে যে বাহিনীগণের সদাপ্রভুই আমাকে পাঠিয়েছেন! ¹⁴ হে সিয়োন-কন্যা, গান করো, আনন্দ করো, কারণ এখন আমি তোমাদের মধ্যে বাস করতে আসছি—সদাপ্রভু এই কথা বলেন! ¹⁵ আর সেই দিনে বহু জাতি সদাপ্রভুর দিকে ফিরবে। হ্যাঁ, তারা তাঁর প্রজা হবে, আর তারা তোমাদের মধ্যে বাস করবে। তখন তোমরা জানবে যে বাহিনীগণের সদাপ্রভুই আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন! ¹⁶ সদাপ্রভু পবিত্র দেশে তাঁর অংশ যিহূদাকে অধিকার করবেন এবং আবার জেরুজালেমকে মনোনীত করবেন। (সখরিয় 2:10-16, NJB; লক্ষণীয় যে KJV/NKJV সংস্করণে পদগুলি সখরিয় 2:6-12 হিসেবে দেওয়া আছে)

যদিও নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে সহযোগিতা ভালো হতে পারে, তবুও জাতিসংঘ, ভ্যাটিকান, বহু প্রোটেষ্ট্যান্ট ও পূর্ব অর্থোডক্স নেতারা যে ঐক্যবাদী ও আন্তঃধর্মীয় আন্দোলনের প্রসার ঘটান, তার নানা দিক বাইবেল

স্পষ্টভাবেই নিন্দা করে এবং সেগুলিকে উৎসাহিত করা উচিত নয়। যীশু সতর্ক করেছিলেন এমন লোকদের বিষয়ে, যারা তাঁকে অনুসরণ করার দাবি করে “অনেকে প্রতারিত করবে” (মথি 24:4-5)। ঐক্যবাদের অনেকটাই প্রকাশিত বাক্য 6:1-2-এর প্রথম মোহর খোলার সঙ্গে সম্পর্কিত, যাকে প্রকাশিত বাক্যের “শ্বেত অশ্বারোহী” বলা হয় (যিনি যীশু নন) এবং প্রকাশিত বাক্য 17-এর সেই বেশ্যার সঙ্গেও।

সখরিয়ের মতো প্রেরিত পৌলও শিক্ষা দিয়েছিলেন যে যীশু ফিরে আসার আগে বিশ্বাসের প্রকৃত ঐক্য ঘটবে না:

13 যতক্ষণ না আমরা সকলে বিশ্বাসে ও ঈশ্বরের পুত্রের জ্ঞানে ঐক্যে পৌঁছাই এবং সিদ্ধ মানুষ হয়ে উঠি, খ্রীষ্টের নিজের পূর্ণতায় সম্পূর্ণ পরিণত হই। (ইফিষীয় 4:13, NJB)

যারা বিশ্বাস করে যে যীশুর প্রত্যাবর্তনের আগেই এই ঐক্য আসবে, তারা ভুল করছে। প্রকৃতপক্ষে, যীশু যখন ফিরে আসবেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে সমবেত জাতিগুলির ঐক্যকেই তাঁকে ধ্বংস করতে হবে:

11:15 তারপর সপ্তম দূত তাঁর তুরী বাজালেন, আর স্বর্গে উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ‘জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁর খ্রীষ্টের রাজ্যে পরিণত হয়েছে, আর তিনি যুগে যুগে চিরকাল রাজত্ব করবেন।’ 16 ঈশ্বরের সামনে সিংহাসনে বসা চব্বিশজন প্রাচীন উপুড় হয়ে ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করলেন 17 এই কথা বলে, ‘হে সর্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর, যিনি আছেন ও যিনি ছিলেন, আমরা তোমাকে ধন্যবাদ দিই, কারণ তুমি তোমার মহা পরাক্রম গ্রহণ করে রাজত্ব শুরু করেছ। 18 জাতিগুলি ক্রুদ্ধ হয়েছিল, আর এখন সময় এসেছে তোমার প্রতিফল দেওয়ার, মৃতদের বিচার হওয়ার, এবং তোমার দাস ভাববাদীদের, পবিত্র লোকদের ও যারা তোমার নামে ভয় করে—ছোট ও বড় সকলের—পুরস্কার পাওয়ার। যারা পৃথিবীকে ধ্বংস করেছে, তাদের ধ্বংস করার সময় এসেছে।’ (প্রকাশিত বাক্য 11:15-18, NJB)

19:6 আর আমি বিরাট জনতার কণ্ঠস্বরের মতো, সমুদ্রের গর্জনের মতো কিংবা মেঘের মহাগর্জনের মতো একটি রব শুনলাম, যা উত্তর দিচ্ছিল, ‘হাল্লেলুয়া! আমাদের সর্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বরের রাজত্ব শুরু

হয়েছে; . . . ¹⁹ তারপর আমি সেই পশুকে দেখলাম, পৃথিবীর সমস্ত রাজা ও তাদের সৈন্যবাহিনীসহ, সেই অশ্বারোহী ও তাঁর সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে একত্র হয়েছে। ²⁰ কিন্তু সেই পশুকে বন্দী করা হলো, তার সঙ্গে সেই মিথ্যা ভাববাদীকেও, যে পশুর পক্ষে অলৌকিক কাজ করেছিল এবং তার দ্বারা তাদের প্রতারিত করেছিল, যারা পশুর ছাপ গ্রহণ করেছিল ও তার মূর্তির উপাসনা করেছিল। এই দুজনকে জীবন্ত অবস্থাতেই জ্বলন্ত গন্ধকের অগ্নিহুদে নিক্ষেপ করা হলো। ²¹ বাকি সকলে সেই অশ্বারোহীর তরোয়াল দ্বারা নিহত হলো, যা তাঁর মুখ থেকে বের হয়েছিল, আর সমস্ত পাখি তাদের মাংসে উদর পূর্ণ করল . . . ^{20:4} তারপর আমি সিংহাসনগুলি দেখলাম, যেখানে তাঁরা আসন গ্রহণ করলেন, আর তাঁদের বিচার করার ক্ষমতা দেওয়া হলো। আমি তাদের সকলের প্রাণ দেখলাম, যাদের যীশুর পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার এবং ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করার জন্য শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল, আর যারা সেই পশু বা তার মূর্তির উপাসনা করতে অস্বীকার করেছিল এবং কপালে বা হাতে সেই ছাপ গ্রহণ করেনি; তারা জীবিত হলো এবং স্ত্রীষ্টের সঙ্গে এক হাজার বছর রাজত্ব করল। (প্রকাশিত বাক্য 19:6,19-21; 20:4, NJB)

লক্ষ্য করুন যে যীশুকে তাঁর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ জগতের সৈন্যবাহিনীগুলিকে ধ্বংস করতে হবে। তারপর তিনি ও প্রথম পুনরুত্থানের পবিত্র লোকেরা রাজত্ব করবেন। তখনই বিশ্বাসের যথাযথ ঐক্য হবে। দুঃখজনকভাবে, অনেকে এমন মিথ্যা পরিচারকদের কথা শুনবে যাদের ভালো বলে মনে হয়, কিন্তু তারা ভালো নয়, যেমনটি প্রেরিত পৌল সতর্ক করেছিলেন (2 করিন্থীয় 11:14-15)। আরও বেশি মানুষ যদি সত্যিই বাইবেল ও ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার বুঝত, তবে যীশুর প্রত্যাবর্তনের সময় কম মানুষই তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত।

7. কেন ঈশ্বরের রাজ্য?

যদিও মানুষ নিজেদের অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে ভাবতে ভালোবাসে, তবুও আমাদের বোঝাপড়ার সীমা রয়েছে, অথচ ঈশ্বরের “বুদ্ধি অসীম” (গীতসংহিতা 147:5)।

সেই কারণেই এই গ্রন্থকে ঠিক করতে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপই প্রয়োজন হবে।

যদিও অনেকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তবুও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তিনি যা বলেন তা করতে এবং তিনি যেভাবে সত্যিকারে পরিচালনা করেন সেভাবে চলতে অনিচ্ছুক। নিচের অংশটি লক্ষ্য করুন:

^৪ হে মানুষ, তিনি তোমাকে দেখিয়েছেন কী ভালো; আর প্রভু তোমার কাছে কী চান, ন্যায় আচরণ করা, দয়া ভালোবাসা এবং তোমার ঈশ্বরের সঙ্গে নম্রভাবে চলা ছাড়া আর কী? (মীখা ৬:৪)

ঈশ্বরের সঙ্গে নম্রভাবে চলা এমন কিছু নয় যা মানবজাতি সত্যিকারভাবে করতে চেয়েছে। আদম ও হবার সময় থেকেই (আদিপুস্তক ৩:১-৬) মানুষ ঈশ্বরের আজ্ঞা সত্ত্বেও (যাত্রাপুস্তক ২০:৩-১৭) ঈশ্বরের চেয়ে নিজেদের ও নিজেদের অগ্রাধিকারের উপরেই নির্ভর করা বেছে নিয়েছে।

হিতোপদেশ পুস্তক শিক্ষা দেয়:

^৫ সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুতে নির্ভর করো, আর নিজের বুদ্ধির উপরে ভরসা কোরো না; ^৬ তোমার সমস্ত পথে তাঁকে স্বীকার করো, আর তিনি তোমার পথ সরল করবেন। ^৭ নিজের দৃষ্টিতে জ্ঞানী হয়ো না; প্রভুকে ভয় করো এবং মন্দ থেকে সরে যাও। (হিতোপদেশ ৩:৫-৭)

তবুও অধিকাংশ মানুষ সমস্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরে সত্যিকারের নির্ভর করবে না, কিংবা তিনি তাদের পদক্ষেপ পরিচালনা করবেন বলে অপেক্ষাও করবে না। অনেকে বলে যে তারা ঈশ্বর যা চান তা-ই করবে, কিন্তু করে না। মানবজাতি শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে (প্রকাশিত বাক্য ১২:৯) এবং জগতের কামনা ও ‘জীবনের অহংকারে’ ভুলেছে (১ যোহন ২:১৬)।

অতএব অনেকে নিজেদের ধর্মীয় রীতিনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ সরকার দাঁড় করিয়েছে, কারণ তারা মনে করে তারাই সবচেয়ে ভালো জানে। কিন্তু তারা

জানে না (তুলনা করুন যিরমিয় 10:23), আর অধিকাংশ মানুষ সত্যিকারভাবে মন ফেরাবেও না।

সেই কারণেই মানবজাতির ঈশ্বরের রাজ্য প্রয়োজন (তুলনা করুন মথি 24:21-22)।

সেই আশীর্বাদবাণীগুলি বিবেচনা করুন

যীশুর দেওয়া সবচেয়ে সুপরিচিত বক্তব্যগুলির একটি ধারা হলো সেই আশীর্বাদবাণীগুলি, যা তিনি তাঁর পর্বতে প্রদত্ত উপদেশে দিয়েছিলেন।

তিনি যা বলেছিলেন তার কিছু লক্ষ্য করুন:

³ “ধন্য তারা, যারা আত্মায় দীন, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই। ⁴ ধন্য তারা, যারা শোক করে, কারণ তারা সান্ত্বনা পাবে। ⁵ ধন্য তারা, যারা নম্র, কারণ তারা পৃথিবীর অধিকারী হবে। ⁶ ধন্য তারা, যারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত, কারণ তারা তৃপ্ত হবে। ⁷ ধন্য তারা, যারা দয়াশীল, কারণ তারা দয়া পাবে। ⁸ ধন্য তারা, যারা হৃদয়ে শুচি, কারণ তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে। ⁹ ধন্য তারা, যারা শান্তি স্থাপন করে, কারণ তারা ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে। ¹⁰ ধন্য তারা, যারা ধার্মিকতার জন্য তাড়িত হয়, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই। (মথি 5:3-10)

ঈশ্বরের রাজ্যেই (তুলনা করুন মার্ক 4:30-31), যাকে মথি প্রায়ই স্বর্গরাজ্য বলে উল্লেখ করেন (তুলনা করুন মথি 13:31), এই আশীর্বাদপূর্ণ প্রতিজ্ঞাগুলি পূর্ণ হবে। ঈশ্বরের রাজ্যেই এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে যে নম্রেরা পৃথিবীর অধিকারী হবে এবং শুচি লোকেরা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে। ঈশ্বরের রাজ্যের আশীর্বাদের সুসংবাদের প্রতীক্ষায় থাকুন!

ঈশ্বরের পথই সঠিক

সত্য হলো, ঈশ্বর প্রেম (1 যোহন 4:8,16) এবং ঈশ্বর স্বার্থপর নন। ঈশ্বরের ব্যবস্থা ঈশ্বরের প্রতি ও প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম প্রকাশ করে (মার্ক 12:29-31; যাকোব 2:8-11)। জগতের পথ স্বার্থপর এবং তার পরিণাম মৃত্যু (রোমীয় 8:6)।

লক্ষ্য করুন, বাইবেল দেখায় যে প্রকৃত খ্রীষ্টানেরা আজ্ঞাগুলি পালন করে:

¹ যে কেউ বিশ্বাস করে যে যীশুই সেই খ্রীষ্ট, সে ঈশ্বর থেকে জাত, আর যে কেউ জন্মদাতাকে ভালোবাসে, সে তাঁর থেকে জাত ব্যক্তিকেও ভালোবাসে। ² এতেই আমরা জানি যে আমরা ঈশ্বরের সন্তানদের ভালোবাসি, যখন আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসি ও তাঁর আজ্ঞা পালন করি। ³ কারণ ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এটাই যে আমরা তাঁর আজ্ঞা পালন করি। আর তাঁর আজ্ঞা ভারী নয়। (1 যোহন 5:1-3)

ঈশ্বরের সমস্ত “আজ্ঞাই ধার্মিকতা” (গীতসংহিতা 119:172)। তাঁর পথ শুচি (তীত 1:15)। দুঃখজনকভাবে, অনেকে নানা রূপের “অধর্ম” গ্রহণ করেছে এবং উপলব্ধি করে না যে যীশু ব্যবস্থা বা ভাববাদীদের গ্রন্থ লোপ করতে আসেননি, বরং সেগুলি পূর্ণ করতে এসেছিলেন (মথি 5:17)—সেগুলির প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করে এবং অনেকে যা ভেবেছিল তার চেয়েও সেগুলিকে প্রসারিত করে (যেমন মথি 5:21-28)। যীশু শিক্ষা দিয়েছিলেন যে “যে কেউ সেগুলি পালন করে ও শিক্ষা দেয়, সে স্বর্গরাজ্যে মহান বলে অভিহিত হবে” (মথি 5:19) (‘ঈশ্বরের রাজ্য’ ও ‘স্বর্গরাজ্য’ পরিভাষা দুটি পরস্পরের পরিবর্তে ব্যবহারযোগ্য)।

বাইবেল শিক্ষা দেয় যে কর্মবিহীন বিশ্বাস মৃত (যাকোব 2:17)। অনেকে যীশুকে অনুসরণ করার দাবি করে, কিন্তু তারা তাঁর শিক্ষায় সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করবে না (মথি 7:21-23) এবং যেভাবে তাঁর অনুকরণ করা উচিত সেভাবে করবে না (তুলনা করুন 1 করিন্থীয় 11:1)। “পাপ হলো ব্যবস্থার লঙ্ঘন” (1 যোহন 3:4, KJV) এবং সকলেই পাপ করেছে (রোমীয় 3:23)। তবুও বাইবেল দেখায় যে দয়া বিচারের উপরে জয়ী হবে (যাকোব 2:13), কারণ সকলের জন্যই ঈশ্বরের সত্যিকারের এক পরিকল্পনা রয়েছে (তুলনা করুন লূক 3:6)।

ঈশ্বরের পথ বাদ দিয়ে মানবিক সমাধান কাজ করবে না। সহস্রাব্দকালীন রাজ্যে যীশু “লৌহদণ্ড দিয়ে” শাসন করবেন (প্রকাশিত বাক্য 19:15), আর মঙ্গলই প্রাধান্য পাবে, কারণ মানুষ ঈশ্বরের পথে চলবে। **জগতের সমস্ত সমস্যা রয়েছে এই কারণে যে এই জগতের সমাজগুলি ঈশ্বর ও তাঁর ব্যবস্থা মানতে অস্বীকার করে।** ইতিহাস দেখায় যে মানবজাতি সমাজের সমস্যা সমাধানে সক্ষম নয়:

⁶ কারণ দৈহিক মনোভাব মৃত্যু, কিন্তু আত্মিক মনোভাব জীবন ও শান্তি। ⁷ কারণ দৈহিক মন ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতাপূর্ণ; কারণ তা

ঈশ্বরের ব্যবস্থার বশীভূত নয়, হতেও পারে না।^৪ অতএব যারা মাংসের অধীন, তারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। (রোমীয় ৪:৬-৪)

খ্রীষ্টানদের আত্মিক বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে, আর মন ফেরানো ও বাপ্তিস্মের পর এই যুগে তা করার জন্য তাদের ঈশ্বরের আত্মা দেওয়া হয় (রোমীয় ৪:৯), আমাদের ব্যক্তিগত দুর্বলতা সত্ত্বেও:

^{২৬} ভাইয়েরা, তোমরা তো তোমাদের আহ্বান দেখছ যে, মাংস অনুসারে জ্ঞানী অনেকে নয়, পরাক্রমী অনেকে নয়, কুলীন অনেকেও আহৃত নয়।^{২৭} কিন্তু ঈশ্বর জগতের মূর্খ বিষয়গুলি মনোনীত করেছেন, যেন জ্ঞানীদের লজ্জা দেন; আর ঈশ্বর জগতের দুর্বল বিষয়গুলি মনোনীত করেছেন, যেন শক্তিশালী বিষয়গুলিকে লজ্জা দেন;^{২৮} আর জগতের নীচ ও তুচ্ছ বিষয়গুলি, এমনকি যা কিছুই নয়, ঈশ্বর তা-ই মনোনীত করেছেন, যেন যা কিছু আছে তা নিষ্ফল করেন,^{২৯} যেন তাঁর সাক্ষাতে কোনো প্রাণী গর্ব না করে।^{৩০} কিন্তু তাঁরই দ্বারা তোমরা খ্রীষ্ট যীশুতে আছ, যিনি আমাদের জন্য ঈশ্বর থেকে প্রজ্ঞা হয়েছেন—এবং ধার্মিকতা, পবিত্রতা ও মুক্তিও—^{৩১} যেন যেমন লেখা আছে, “যে গর্ব করে, সে প্রভুতেই গর্ব করুক।” (১ করিন্থীয় ১:২৬-৩১)

খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরের পরিকল্পনায় গর্ব করতে হবে! আমরা এখন বিশ্বাসেই চলি (২ করিন্থীয় ৫:৭), উর্ধ্ব দৃষ্টি রাখি (কলসীয় ৩:২), বিশ্বাসে (ইব্রীয় ১১:৬)। ঈশ্বরের আন্তা পালনের জন্য আমরা আশীর্বাদ পাব (প্রকাশিত বাক্য ২২:১৪)।

কেন ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার?

প্রোটেষ্ট্যান্টরা সাধারণত মনে করেন যে তাঁরা একবার যীশুকে ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করলেই ঈশ্বরের রাজ্যের অন্বেষণ করা হয়ে গেল। রোমান ক্যাথলিকরা বিশ্বাস করেন যে যাদের বাপ্তিস্ম হয়েছে, এমনকি শিশু অবস্থায়ও, তারা রাজ্যের পী তাঁদের মণ্ডলীতে প্রবেশ করেছে। রোমান ও পূর্ব অর্থোডক্স ক্যাথলিকরা সাধারণত মনে করেন যে ধর্মানুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমেই তাঁরা ঈশ্বরের রাজ্যের অন্বেষণ করেছেন। খ্রীষ্টানদের বাপ্তিস্ম নেওয়া উচিত ঠিকই, কিন্তু গ্রিকো-রোমান-প্রোটেষ্ট্যান্টরা মানবজাতির সমস্যার

সমাধানের জন্য জগতের দিকেই তাকিয়ে থাকেন। তাঁদের দৃষ্টি প্রায়ই পার্থিব বিষয়েই নিবদ্ধ থাকে (তুলনা করুন রোমীয় ৪:৬-৮)।

প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের অন্বেষণ করা (মথি ৬:৩৩) খ্রীষ্টানদের আজীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এমন এক লক্ষ্য, যেখানে সমাধানের জন্য জগতের দিকে নয়, বরং ঈশ্বর ও তাঁর পথের দিকেই তাকাতে হয়। ঈশ্বরের রাজ্যের সুসংবাদ আমাদের জীবন বদলে দেয়।

বাইবেল বলে যে খ্রীষ্টানেরা যীশুর সঙ্গে রাজত্ব করবে, কিন্তু আপনি কি উপলব্ধি করেন যে এর অর্থ প্রকৃত খ্রীষ্টানেরা সত্যিই নগরগুলির উপরে শাসন করবে? যীশু শিক্ষা দিয়েছিলেন:

¹² “এক অভিজাত ব্যক্তি নিজের জন্য রাজপদ লাভ করে ফিরে আসার উদ্দেশ্যে দূর দেশে গেলেন। ¹³ তাই তিনি তাঁর দশজন দাসকে ডেকে তাদের দশটি মিনা দিয়ে বললেন, ‘আমি না আসা পর্যন্ত ব্যবসা করো।’ ¹⁴ কিন্তু তাঁর প্রজারা তাঁকে ঘৃণা করত, আর তারা তাঁর পিছনে এক প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে বলল, ‘আমরা চাই না এই লোক আমাদের উপরে রাজত্ব করুক।’

¹⁵ “আর এমন হলো যে তিনি রাজপদ লাভ করে ফিরে এসে

সেই দাসদের ডেকে পাঠানোর আদেশ দিলেন, যাদের তিনি টাকা দিয়েছিলেন, যেন তিনি জানতে পারেন কে ব্যবসা করে কত লাভ করেছে। ¹⁶ তখন প্রথমজন এসে বলল, ‘প্রভু, আপনার মিনা দশটি মিনা উপার্জন করেছে।’ ¹⁷ তিনি তাকে বললেন, ‘বেশ করেছে, উত্তম দাস; যেহেতু তুমি অতি সামান্য বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ, দশটি নগরের উপরে কর্তৃত্ব করো।’ ¹⁸ দ্বিতীয়জন এসে বলল, ‘প্রভু, আপনার মিনা পাঁচটি মিনা উপার্জন করেছে।’ ¹⁹ তিনি তাকেও বললেন, ‘তুমিও পাঁচটি নগরের উপরে থাকো।’ (লূক ১৯:১২-১৯)

এখন আপনার কাছে যে সামান্যটুকু আছে, তাতেই বিশ্বস্ত থাকুন। খ্রীষ্টানদের এক প্রকৃত রাজ্যে প্রকৃত নগরগুলির উপরে শাসন করার সুযোগ হবে। যীশু আরও বলেছিলেন, “আমার পুরস্কার আমার সঙ্গে আছে, প্রত্যেককে তার কাজ অনুসারে দেওয়ার জন্য” (প্রকাশিত বাক্য ২২:১২)। যারা সত্যিকারভাবে তাঁর ডাকে সাড়া দেবে, তাদের জন্য ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা (ইয়োব ১৪:১৫)

ও একটি স্থান (যোহন 14:2) রয়েছে (যোহন 6:44; প্রকাশিত বাক্য 17:14)।
ঈশ্বরের রাজ্য সত্যিই বাস্তব, আর আপনিও তার অংশ হতে পারেন!

2016 সালের শুরুতে Science সাময়িকীতে “The power of crowds” শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, যাতে ইঙ্গিত করা হয়েছিল যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ক্রাউডসোর্সিং মানবজাতির সামনে থাকা ‘দুর্ূহ সমস্যাগুলির’ সমাধান করতে পারে। অথচ নিবন্ধটি বুঝতেই ব্যর্থ হয়েছিল দুষ্টতা কী, তা সমাধান করা তো দূরের কথা। পরবর্তীকালে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রোগ্রামগুলির আবির্ভাবও নিশ্চিতভাবেই জগতের সমস্যাগুলির সমাধান করেনি।

ঈশ্বরের প্রকৃত পথ অনুসরণ না করে সহযোগিতা 21 শতকেও ঠিক ততটাই ব্যর্থ হতে বাধ্য, যতটা মহাপ্লাবনের পরে হয়েছিল, যখন মানবজাতি সহযোগিতা করে ব্যর্থ বাবিল-স্তম্ভ নির্মাণ করেছিল (আদিপুস্তক 11:1-9)।

মধ্যপ্রাচ্যের মতো অঞ্চলে জগতের সমস্যাগুলি (কিছু সাময়িক অগ্রগতি প্রত্যাশিত হলেও, যেমন দানিয়েল 9:27ক; 1 থিষলনীরীকীয় 5:3) মানুষের দ্বারা সমাধান হবে না—আমাদের প্রয়োজন ঈশ্বরের রাজ্যের শান্তি (রোমীয় 14:17)।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের সমস্যা, কিছু অগ্রগতি প্রত্যাশিত হলেও, সমাধান হবে না (তুলনা করুন যিহিষ্কেল 21:12), কারণ জাতিসংঘের লোকেরা প্রতারণিত (তুলনা করুন প্রকাশিত বাক্য 12:9)—আমাদের প্রয়োজন ঈশ্বরের রাজ্যের আনন্দ ও সান্ত্বনা।

পরিবেশের সমস্যা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দ্বারা সমাধান হবে না, কারণ জগতের জাতিগুলি পৃথিবীকে ধ্বংস করতেই সাহায্য করবে (প্রকাশিত বাক্য 11:18), কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্য সেগুলির সমাধান করবে।

যৌন অনৈতিকতা, গর্ভপাত ও মানবদেহের অঙ্গ বিক্রির সমস্যাগুলি যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা সমাধান হবে না (তুলনা করুন প্রকাশিত বাক্য 18:13), বরং ঈশ্বরের রাজ্যের দ্বারাই হবে।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও আরও বহু জাতির বিপুল ঋণের সমাধান আন্তর্জাতিক দর-কষাকষির মাধ্যমে হবে না, বরং শেষ পর্যন্ত (হিবক্কুক 2:6-8 অনুসারে ধ্বংসের পরে) ঈশ্বরের রাজ্যের দ্বারাই হবে।

অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত শিক্ষার সমাধান জাতিসংঘ করবে না—আমাদের প্রয়োজন ঈশ্বরের রাজ্য। বাইবেলের প্রকৃত যীশুকে বাদ দিয়ে পরিত্রাণে সম্মত কোনো ঐক্যবাদী-আন্তঃধর্মীয় আন্দোলন ধর্মীয় বিরোধের সত্যিকারের সমাধান করবে না। জগতের আসল সমস্যা হলো পাপ, আর তার জন্য আমাদের প্রয়োজন যীশুর বলিদান এবং ঈশ্বরের রাজ্যে তাঁর প্রত্যাবর্তন। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের কাছে মানব-স্বাস্থ্যের সব উত্তর নেই—আমাদের প্রয়োজন ঈশ্বরের রাজ্য।

ক্ষুধার সমস্যার সমাধান জিনগতভাবে পরিবর্তিত জীবের দ্বারা হবে না, যা ব্যাপক ফসলহানির সম্ভাবনার কারণে বিশ্বের কিছু অংশকে দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে ফেলছে—আমাদের প্রয়োজন ঈশ্বরের রাজ্য।

আফ্রিকা, এশিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলের বিপুল দারিদ্র্য শেষ সময়ের ‘ব্যাবিলন’ থেকে কিছুকাল উপকৃত হলেও (তুলনা করুন প্রকাশিত বাক্য 18:1-19), তাতে দারিদ্র্যের সমস্যার সমাধান হবে না—আমাদের প্রয়োজন ঈশ্বরের রাজ্য। যীশুকে ছাড়া মানবজাতি এই ‘বর্তমান মন্দ যুগে’ কল্পলোক আনতে পারে—এই ধারণাটি একটি মিথ্যা সুসমাচার (গালাতীয় 1:3-10)। আমাদের প্রয়োজন ঈশ্বরের রাজ্য।

ঈশ্বরের রাজ্যের সহস্রাব্দকালীন পর্যায়টি এক আক্ষরিক রাজ্য, যা পৃথিবীতেই প্রতিষ্ঠিত হবে। তা ঈশ্বরের প্রেমময় ব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এক প্রেমময় ঈশ্বরই হবেন তার নেতা। পবিত্র লোকেরা খ্রীষ্টের সঙ্গে এক হাজার বছর রাজত্ব করবে (প্রকাশিত বাক্য 5:10; 20:4-6)। এই রাজ্যে তাঁরাও থাকবেন যাঁরা প্রকৃতপক্ষে Church of God-এ আছেন, কিন্তু কোনো শাস্ত্রাংশই বলে না যে ঈশ্বরের রাজ্য আসলে মণ্ডলী (রোমান ক্যাথলিক বা অন্য কোনো)। রোমের মণ্ডলী সহস্রাব্দকালীন শিক্ষার বিরোধিতা করে এসেছে, আর শেষের যত কাছে আমরা পৌঁছাব, তত জোরালোভাবে তারা বাইবেলের সুসমাচার-বার্তার বিরোধিতা করবে। এতে সম্ভবত উল্লেখযোগ্য সংবাদমাধ্যমের প্রচার হবে, যা মথি 24:14 পূর্ণ হতে সাহায্য করতে পারে।

চূড়ান্ত পর্যায়ে ঈশ্বরের রাজ্যের মধ্যে থাকবে “নতুন জেরুজালেম, ঈশ্বরের কাছ থেকে স্বর্গ থেকে নেমে আসছে” (প্রকাশিত বাক্য 21:2), আর তার বৃদ্ধির কোনো শেষ হবে না। আর কোনো অধার্মিকতা থাকবে না, আর কোনো শোক থাকবে না, আর কোনো মৃত্যুও থাকবে না।

ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করা ও বোঝা বাইবেলের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পুরাতন নিয়মের লেখকেরা এ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছেন। যীশু, পৌল ও যোহন এ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছেন। নতুন নিয়মের বাইরে টিকে থাকা প্রাচীনতম খ্রীষ্টীয় উপদেশ এ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছে। দ্বিতীয় শতকের শুরুর দিকের খ্রীষ্টীয় নেতারা, যেমন পলিকার্প ও Melito, এ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা Continuing Church of God-এ আজও এ সম্বন্ধে শিক্ষা দিই। স্বরণ করুন যে বাইবেল অনুসারে যীশু সর্বপ্রথম যে বিষয়ে প্রচার করেছিলেন, তা ছিল ঈশ্বরের রাজ্য (মার্ক 1:14-15)। তাঁর পুনরুত্থানের পরেও তিনি এ বিষয়েই প্রচার করেছিলেন (প্রেরিত 1:3)—আর খ্রীষ্টানদের প্রথমে এরই অন্বেষণ করা উচিত (মথি 6:33)।

সুসমাচার কেবল যীশুর জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কিত নয়। যীশু ও তাঁর অনুসারীরা যে সুসমাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার মূল জোর ছিল আসন্ন ঈশ্বরের রাজ্যের উপরে। রাজ্যের সুসমাচারের মধ্যে খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণও রয়েছে, তবে সেই সঙ্গে মানবীয় সরকারগুলির সমাপ্তির শিক্ষাও রয়েছে (প্রকাশিত বাক্য 11:15)।

মনে রাখবেন, যীশু শিক্ষা দিয়েছিলেন যে রাজ্যের সুসমাচার সব জাতির কাছে সাক্ষরূপে জগতে প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত শেষ আসবে না (মথি 24:14)। আর সেই প্রচার এখনই চলছে। আপনি কি শেষ সময়ের সেই চূড়ান্ত কাজকে সমর্থন করার অংশ হতে চান?

সুসংবাদ হলো, মানবজাতির সামনে থাকা সমস্যাগুলির সমাধান ঈশ্বরের রাজ্য। তবুও অধিকাংশ মানুষ তা সমর্থন করতে চায় না, শুনতেও চায় না, তার সত্যকে বিশ্বাস করতেও চায় না। ঈশ্বরের রাজ্য চিরন্তন (মথি 6:13), আর “এই জগৎ বিলীন হয়ে যাচ্ছে” (1 করিন্থীয় 7:31)।

ঈশ্বরের রাজ্যের প্রকৃত সুসমাচার ঘোষণা করা এমন এক বিষয় যা নিয়ে আমরা Continuing Church of God-এ আন্তরিকভাবে সচেতন। বাইবেল যা যা শিক্ষা দেয় (মথি 28:19-20), ঈশ্বরের রাজ্যসহ (মথি 24:14), আমরা সেই সবকিছু শেখানোর চেষ্টা করি। সেই রাজ্যের প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে আমাদের ঈশ্বরের পথ শিখতে ও অনুসরণ করতে হবে এবং যারা সত্য বিশ্বাস করতে চায় তাদের সান্ত্বনা দিতে হবে।

আসন্ন ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার ঘোষণাকে কি আপনার সমর্থন করা উচিত নয়? আপনি কি ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার বিশ্বাস করবেন?

Continuing Church of God

Continuing Church of God-এর মার্কিন ডাক ঠিকানা: P.O. Box 109, Grover Beach, California, 93483 USA; ওয়েবসাইট www.ccoq.org.

Continuing Church of God (CCOG)-এর ওয়েবসাইটসমূহ

CCOG.ASIA এই সাইটটি এশিয়ার উপরে কেন্দ্রীভূত।

CCOG.IN এই সাইটটি ভারতীয় ঐতিহ্যের মানুষদের জন্য।

CCOG.EU এই সাইটটি ইউরোপের জন্য।

CCOG.NZ এই সাইটটি নিউজিল্যান্ড এবং ব্রিটিশ-বংশোদ্ভূত পটভূমির অন্যদের জন্য।

CCOG.ORG এটি Continuing Church of God-এর প্রধান ওয়েবসাইট। এটি সব মহাদেশের মানুষের সেবা করে। এতে প্রবন্ধ, লিঙ্ক ও ভিডিও রয়েছে।

CCOGCANADA.CA এই সাইটটি কানাডার মানুষদের জন্য।

CCOGAFRICA.ORG এই সাইটটি আফ্রিকার মানুষদের জন্য।

CDLIDD.ES এটি Continuing Church of God-এর স্প্যানিশ ভাষার ওয়েবসাইট।

PNIND.PH এটি Continuing Church of God-এর ফিলিপাইন ওয়েবসাইট। এতে ইংরেজি ও তাগালোগ ভাষায় তথ্য রয়েছে।

সংবাদ ও ইতিহাসের ওয়েবসাইটসমূহ

COGWRITER.COM এই ওয়েবসাইটটি একটি প্রধান প্রচারমাধ্যম; এতে সংবাদ, মতবাদ, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, ভিডিও ও ভবিষ্যদ্বাণীমূলক হালনাগাদ রয়েছে।

CHURCHHISTORYBOOK.COM এটি সহজে মনে রাখার মতো একটি ওয়েবসাইট, যেখানে মণ্ডলীর ইতিহাস সম্পর্কিত প্রবন্ধ ও তথ্য রয়েছে।

BIBLENEWSPROPHECY.NET এটি ইংরেজি ভাষার একটি অনলাইন রেডিও ওয়েবসাইট, যেখানে সংবাদ ও বাইবেলীয় বিষয়গুলি আলোচিত হয়। BNPI.NET-এ একাধিক ভাষা রয়েছে।

উপদেশ ও সংক্ষিপ্ত উপদেশের জন্য YouTube ও BitChute ভিডিও চ্যানেলসমূহ

BibleNewsProphecy চ্যানেল। CCOG-এর সংক্ষিপ্ত উপদেশের ভিডিও।

CCOGAfrica চ্যানেল। আফ্রিকান ভাষায় CCOG-এর বার্তা।

CCOG Animations চ্যানেল, খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের নানা দিক শেখানোর জন্য।

CDLIDDSermones চ্যানেলে স্প্যানিশ ভাষায় বার্তা রয়েছে।

ContinuingCOG চ্যানেল। CCOG-এর ভিডিও উপদেশ।

নিচের আলোকচিত্রে জেরুজালেমের একটি ভবনের অবশিষ্ট কয়েকটি ইট (এবং পরে যোগ করা কিছু ইট) দেখা যাচ্ছে, যাকে কখনও কখনও Cenacle বলা হয়, তবে জেরুজালেমের পশ্চিম পাহাড়ে (বর্তমানে যাকে সিয়োন পর্বত বলা হয়) অবস্থিত Church of God বলাই অধিক যথাযথ:



মনে করা হয় এটিই সম্ভবত প্রাচীনতম প্রকৃত খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী-ভবনের স্থান ছিল। এমন এক ভবন, যেখানে যীশুর 'ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার' প্রচারিত হতো। এটি জেরুজালেমের এমন এক ভবন ছিল যেখানে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার শেখানো হতো।

এই কারণে আমরাও অবিরত ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি, কারণ... ভাইয়েরা, তোমরা যিহূদিয়ায় খ্রীষ্ট যীশুতে থাকা ঈশ্বরের মণ্ডলীগুলির অনুকারী হয়েছে। (1 থিমলোনীকীয় 2:13-14)

যে বিশ্বাস একবারের জন্য চিরকালের মতো পবিত্র লোকদের কাছে সমর্পিত হয়েছে, তার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করো। (যিহূদা 3)

তিনি (যীশু) তাদের বললেন, “আমাকে অন্য নগরগুলিতেও ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে হবে, কারণ এই উদ্দেশ্যেই আমাকে পাঠানো হয়েছে।” (লুক 4:43)

বরং তোমরা ঈশ্বরের রাজ্যের অন্বেষণ করো, তাহলে এই সমস্ত কিছুও তোমাদের দেওয়া হবে। ভয় কোনো না, ছোট্ট পাল, কারণ তোমাদের পিতা প্রসন্ন হয়ে তোমাদের সেই রাজ্য দিতে চান। (লুক 12:31-32)

আর রাজ্যের এই সুসমাচার সমস্ত জগতে সব জাতির কাছে সাক্ষ্যরূপে প্রচারিত হবে, তারপর শেষ আসবে। (মথি 24:14)